ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-249 ■ 19 June, 2025 ■ আগরতলা ১৯ জুন, ২০২৫ ইং ■ ৪ আষাঢ়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পারিবারিক দ্বন্দ্বের জেরে আত্মহত্যা গৃহবধূর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন।। পারিবারিক দ্বন্দ্বের জেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে এক গৃহবধূ। ওই ঘটনায় উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর মহকুমার শিববাড়ি এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

গৃহবধু পুষ্পিতার স্বামী বিতান ভূষণ চক্রবর্তীর বক্তব্য অনুযায়ী, ঘটনার দিন রাত এগারোটা নাগাদ তিনি ঘরে ফেরেন। স্বাভাবিকভাবে রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষ হয় এবং তখন পর্যন্ত কোনও অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা যায়নি। বিতান জানান, তাঁর পিতা একজন ব্রেন স্ট্রোকের রোগী এবং বিছানায় শয্যাশায়ী। তিনি ও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাইপ্রাসের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মোদী

বর্তমান বিশ্ব যুদ্ধের নয়, সংলাপের

নয়াদিল্লি, ১৮ জুন ।। ইরান ও ইজরায়েলের যুদ্ধের পরিস্থিতির আবহে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শান্তি ও সংলাপের বার্তা দিয়েছেন। সাইপ্রাসের রাষ্ট্রপতির সাথে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, বর্তমান বিশ্ব যুদ্ধের নয়, বরং সংলাপের যুগে রয়েছি আমরা। বর্তমান পরিস্থিতির নিরিখে আজকে প্রধানমন্ত্রী মোদীর বার্তা যথেষ্ট তাতর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, সাইপ্রাস সফরকালে আজ এক যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, সন্ত্রাসবিরোধী লড়াই এবং অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব সহ একাধিক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা প্রদান করেন। সম্মেলনে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সাইপ্রাসের রাষ্ট্রপতি নিকোস ক্রিস্টোডোলিডেস।

প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রথমেই সাইপ্রাসে প্রদত্ত উষ্ণ আতিথেয়তার জন্য রাষ্ট্রপতিকে ধন্যবাদ জানান এবং বলেন, আমি যখন সাইপ্রাসের মাটিতে পা রাখি, তখন থেকেই রাষ্ট্রপতি ও এখানকার জনগণের স্নেহ ও আপনতা আমার হৃদয় ছুঁয়ে গেছে। তিনি তাঁকে যে সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে, তা ১৪০ কোটি ভারতীয়ের সম্মান বলেও অভিহিত করেন।

প্রধানমন্ত্রী জানান, দুই দশকেরও বেশি সময় পর কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী সাইপ্রাস সফর করছেন, যা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও উচ্চতর স্তরে নিয়ে যাওয়ার এক সুবর্ণ সুযোগ। তিনি বলেন, আমরা আমাদের সম্পর্ককে কেবল কূটনৈতিক বন্ধনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিনি, বরং তা সময়ের পরীক্ষায় বারবার উত্তীর্ণ হয়েছে।

তিনি 'সাইপ্রাস ভিশন ২০৩৫' এবং 'উন্নত ভারত ২০৪৭'-এর মধ্যে বহু মিল তুলে ধরে বলেন, এই দুই দেশ একসঙ্গে ভবিষ্যতের রূপরেখা গড়ে তুলতে সক্ষম। তিনি জানান, আগামী পাঁচ বছরের জন্য একটি দৃঢ় কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হবে।

প্রতিরক্ষা শিল্পে অংশীদারিত্ব এবং সামুদ্রিক ও সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা আরও জোরদার হবে বলেও জানান মোদী। তিনি সাইপ্রাসকে ধন্যবাদ জানান আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের সন্ত্রাসবিরোধী অবস্থানকে সমর্থন করার জন্য এবং বলেন, সন্ত্রাস, মাদক এবং অস্ত্র পাচার রোধে রিয়েল টাইম তথ্য বিনিময়ের ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

তিনি বলেন, আমাদের পারস্পরিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও মজবুত করতে 'ভারত-সাইপ্রাস-গ্রিস বিজনেস অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কাউন্সিল' চালু করা হয়েছে। তিনি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে ভারত-ইইউ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) বছরের শেষের মধ্যে সম্পন্ন করার আশাও প্রকাশ করেন। প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য, কৃষি, নবায়নযোগ্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

টেট-র ফল প্রকাশ

সন্তোষজনক নয় ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন।। টিআরবিটি গতকাল সন্ধ্যায় টেট ওয়ান ও টেট টু -র ফলাফল প্রকাশ করেছে। আজ সামাজিক মাধ্যমে সকল উত্তীর্ণ প্রার্থীদের অভিনন্দন এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

আজ সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ৪৫৮ জন প্রার্থী টেট-ওয়ানে উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং ১,৫৮৯ জন প্রার্থী টেট-টু-তে উত্তীর্ণ হয়েছেন।এছাড়াও, ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করেছে এবং যোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগের জন্য সুপারিশ করেছে। পিডব্লিউডি-র অধীনে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার্স (ডিপ্লোমা) পদের জন্য মোট ১৮৪ জন প্রার্থী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং (১৬২), ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (১০) এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (১২)। তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন।

এদিকে, টেট ওয়ান এবং টেট-টু এর ফলাফল সন্তোষজনক নয়। কেন এই ফলাফল আগামীদিনে তা নিয়ে আধিকারিকদের সাথে আলোচনা করা হবে। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে টেট-এর ফলাফল নিয়ে এমনটাই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

এদিন টেট প্রশ্নপত্র নিয়ে যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে সে বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, টেট পরীক্ষার্থীদের অভিযোগ প্রশ্নপত্রে একাধিক ভুল রয়েছে। সেই বিষয়ে টিআরবিটির আধিকারিকদের সাথে কথা হয়েছে। আধিকারিকদের অভিমত, তাঁদের দ্বারা কোনো ভুল হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এবিষয়ে টিআরবিটি আধিকারিকদের কাছে উপযুক্ত প্রমাণ রয়েছে। তারপরও যদি পরীক্ষার্থীরা সন্তুষ্ট না হয় তাহলে তাঁরা আদালতেও যেতে পারেন। এদিন তিনি আরও বলেন, গতকাল প্রকাশিত হওয়া টেট ওয়ান এবং টেট-টু এর ফলাফল সন্তোষজনক নয়। কেন এই ফলাফল আগামীদিনে তা নিয়ে আধিকারিকদের সাথে আলোচনা করা হবে।

বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করেই মেরামতের প্রযুক্তি আসছে ঃ বিদ্যুৎমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন।। রাজ্যে ১৮০০ কোটি টাকার বিদ্যুৎ সঞ্চালন অবকাঠামো আধুনিকীকরণ প্রকল্পের কাজ জোরকদমে চলেছে বলে আজ জানিয়েছেন ত্রিপুরা রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী রতন লাল নাথ। একই সঙ্গে তিনি জানান, বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করেই বিদ্যুৎ লাইনে মেরামত করার 'লাইভ লাইন ওয়ার্ক' প্রযুক্তি খুব শীঘ্রই চালু হতে চলেছে।আজ গোমতি জেলার অন্তর্গত অমরপুরে একটি নতুন ১৩২কেভি সাবস্টেশন উদ্বোধনের সময় মন্ত্রী এই ঘোষণা দেন।

তিনি বলেন, ভারত সরকার ও বিশ্বব্যাঙ্কের যৌথ সহযোগিতায় নির্মিত এই সাবস্টেশন আমরপুর, চেলাগাং, রাঙামাটি, মালবাসা, থলছড়া, দেববাটি, অনারাইবাড়ি, কাস্কো, খামারিয়াবাড়ি সহ আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষদের উপকৃত করবে। বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "গ্রাহকদের যেকোনো অভিযোগ ধৈর্য্য সহকারে শুনে দ্রুত সমাধানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকদের সবসময় ধৈর্য্য সহকারে বিদ্যুৎ ভোক্তাদের অভাব অভিযোগ শুনে সময়মতো সমাধান করতে হবে।

মন্ত্রী জানান, "বিদ্যুৎ লাইনে কাজ করার সময় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার প্রয়োজন যাতে না পড়ে, সে লক্ষ্যে নতুন প্রযুক্তি আনা হচ্ছে। তাছাড়া বিদ্যুৎ দপ্তরকে আরও উন্নত করতে বেশ কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিহারের নির্বাচনে বৈতরণী পার হতেই মোদী সরকারের জাতি জনগণনা ঃ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন।। বিহারের নির্বাচনে বৈতরণী পার করতে জাতি জনগণনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মোদী সরকার। আজ প্রদেশ কংগ্রেস এসি ডিপার্টমেন্টের সদর জেলা সাংগঠনিক বৈঠক শেষে এমনটাই জানিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা।

প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে অনুষ্ঠিত সাংগঠনিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা এসসি ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান নিরঞ্জন দাস সহ অন্যান্যরা।

এদিন আশিস কুমার সাহা বলেন, সদর জেলার চারটি বিধানসভা কেন্দ্রে নিজেদের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করার পাশাপাশি সারা রাজ্য জুড়ে মোট ১০ টি এস সি সংরক্ষিত আসনে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করা নিয়ে এ বৈঠকে আলোচনা হয়।

তাছাড়া, এদিন তিনি আরও বলেন, দীর্ঘদিন বছর ধরে সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে এবং বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী সারা দেশে জাত গণনার সিদ্ধান্তের জন্য কেন্দ্র সরকারকে আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু বিগত দিনে সরকার তরফ থেকে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নি। কিন্তু বর্তমানে রাজনৈতিক কৌশলে বিহারের নির্বাচনের আগ মূহুর্তে কেন্দ্র সরকার জাতি জনগণনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আসলে বিহারের নিবার্চনে বৈতরনী পার হওয়ার জন্য মোদী সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

তাঁর কথায়, গোটা দেশে জাতি জনগণনার প্রয়োজন রয়েছে। এই জাতি জনগণনার কারণে অনেকেই বারংবার সরকারি সুযোগ পেয়ে যাচ্ছেন। তাই অতিসত্বর জাতি জনগণনার কাজ সম্পূর্ণ করার দাবি জানিয়েছে কংগ্রেস।

ঘুষ কান্ডে ধৃত আইএএস ধীমানের ত্রিপুরা ও হিমাচলের বাড়িতে তল্লাশি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন।। ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া ওড়িশা ক্যাডারের আইএএস আধিকারিক ধিমান চাকমার বিরুদ্ধে তদন্তে নেমেছে ওডিশা ভিজিল্যান্স। এই ঘটনায় তিনটি দল গঠন করে ত্রিপুরা ও হিমাচল প্রদেশে পাঠানো হয়েছে বলে আজ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে ওড়িশা ভিজিল্যান্স।

ওড়িশার ভিজিল্যান্স টিম

ভিজিল্যান্সের দলগুলি ধিমান চাকমার উত্তর ত্রিপুরার কাঞ্চনপুরের পৈতৃক বাড়িতে এবং হিমাচল প্রদেশের কুল্লু জেলার মানালির অন্তর্গত সামিনালা এলাকায় শ্বশুরবাড়ি ও লাহৌল-স্পিতি জেলার কিলং থানার রাংবে এলাকায় তাঁর আত্মীয়দের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছে। এই তল্লাশি অভিযান চালানো হয়েছে ভুবনেশ্বরের বিশেষ ভিজিল্যান্স আদালতের জারি করা ওয়ারেন্টের ভিত্তিতে। বিবৃতিতে আরও জানানো হয়েছে, ব্যাংকে জমা ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র সংগ্রহ ও যাচাই করা হচ্ছে। তাঁর স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির হিসেব অসামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পদের দৃষ্টিকোণ থেকে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তল্লাশি অভিযান এখনও চলমান।

এদিকে, উত্তর ত্রিপুরায় কাঞ্চনপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আশীষ কুমার ঠাকুর জানিয়েছেন, ওড়িশা ভিজিল্যান্সের একটি টিম গত সোমবার এসেছিলেন। তাঁরা ধৃত আইএএস আধিকারিক ধিমান চাকমার পৈতৃক বাড়িতে তল্লাশি করেছে। তল্লাশি অভিযান সেরে তাঁরা ফিরে গেছেন।

উল্লেখ্য, ২০২১ ব্যাচের ওড়িশা ক্যাডারের আধিকারিক অফিসার ধিমান চাকমাকে ৮ জুন কালাহান্ডি জেলার ধর্মগড়ে ১০ লক্ষ টাকা ঘুষ নিতে গিয়ে হাতেনাতে ধরে ফেলেছিল ভিজিল্যান্স। তিনি তখন ধর্মগড়ের সাব-কলেক্টরের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৪০ জন বাম নেতা বেকসুর খালাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন।। দুটি মামলায় অভিযুক্ত ৪০ জন বাম নেতাকে বেকসুর খালাস ঘোষণা করলো আদালত।

২০২১ সালের ৬ সেপ্টেম্বর কাঠালিয়া বিডিও অফিসে সিপিআইএমের উদ্যোগে এক ডেপুটেশন প্রদানের কর্মসূচি ছিল। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। ধনপুর থেকে কাঠালিয়া যাওয়ার পথে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের উপর আক্রমণ চালায় দুষ্কৃতিকারীরা। তাদের ডেপুটেশন প্রদানে বাধা প্রদান করা হয় বলে অভিযোগ ছিল। বাধাবিপত্তি অতিক্রম করেও কাঠালিয়া বিডিও অফিসে ডেপুটেশন প্রদান করেছিল বামেরা। এই ঘটনায় বাম নেতারা অভিযোগ তুলেছিল বিজেপির বিরুদ্ধে। যাকে কেন্দ্র করে বিজেপি এবং বামেদের সংঘর্ষ লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু এই ঘটনায় বিজেপির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল সোনামুড়া থানায়। উল্টোদিকে বিজেপির তরফ থেকেও বামেদের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ এনে দুটি মামলা দায়ের করা হয়। এই মামলায় মোট ৪০ জন বাম নেতা অভিযুক্ত ছিলেন। দীর্ঘদিন আদালতে এই মামলার শুনানি চলার পর, আজ আদালতে ৪০ জন বাম নেতাকে বেকসুর খালাস করেছে আদালত। আদালতের এই রায়ে খুশি বাম নেতৃত্বরা।

বিশালগড়ে বামকর্মীর বাড়িতে দুষ্কৃতির তান্ডব

অর্থ-স্বর্ণ লুট, শিক্ষিকাকে ধর্ষণের হুমকি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৮ জুন।। বিশালগড় থানাধীন কড্ডুইমুড়া মুন্সি বাড়ি সংলগ্ন এলাকায় বাম কর্মী জনাব মোশাররফ হোসেন (টুকু)-এর বাড়িতে এক ন্যাক্কারজনক সন্ত্রাসী হামলায় নগদ ২,৫০,০০০ টাকা ও ১০ ভরি স্বর্ণ লুট করে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। এই ঘটনা ত্রিপুরার ইতিহাসে এক কলঙ্কময় অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

ঘটনার খবর পেয়ে বুধবার দুপুরে তিপ্রা মথা মাইনরিটি সেলের চেয়ারম্যান শাহ আলম একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িটি পরিদর্শনে যান। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা বিশালগড় থানা পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দেন। শাহ আলম অভিযোগ করেন, মোশাররফ হোসেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হওয়ায় তাঁর বাড়িতে এই আক্রমণ সম্ভব হয়েছে। তাঁরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতারের দাবি তুলেছেন।

মোশাররফ হোসেনের স্ত্রী, যিনি একজন শিক্ষিকা, অভিযোগ করেছেন যে তাঁরই হাতে গড়া কিছু ছাত্র এই হামলায় জড়িত। তিনি জানান, সন্ত্রাসীরা বাড়িতে ঢুকে প্রথমে গেট খুলতে বলে এবং গেট না খুললে তাকে ধর্ষণের হুমকি দেয়। হামলাকারীরা পিস্তল, দা এবং রড নিয়ে এই তাণ্ডব চালিয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

এই বর্বর হামলায় এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়রা দ্রুত দোষীদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

এদিকে, মোশারফ হোসেন নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে সমাজদ্রোহীদের আক্রমণে নগদ ২,৫০,০০০ টাকা ও ১০ভরি স্বর্ণালঙ্কার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভাইয়ের হাতে আক্রান্ত ভাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন ।। পারিবারিক বিবাদকে কেন্দ্র থেকে বড় ভাইয়ের হাতে আক্রান্ত ছোট ভাই। ঘটনা খোয়াই থানার অন্তর্গত চড় গণকী এলাকায়। খোয়াই থানার অন্তর্গত চড় গণকী এলাকায় পারিবারিক বিবাদ কে কেন্দ্র করে আজ বড় ভাইয়ের হাতে আক্রান্ত হয়েছে ছোট ভাই। আহত ভাইয়ের নাম দুলাল নম দাস বয়স(৩৫)।

বিবরণে জানা যায়, চড়গণকী এলাকার দুলাল নম দাস বাড়ির জায়গা নিয়ে তার বড় ভাই বিক্রম নম:দাসের মধ্যে চলছিল বিবাদ। বেশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরোপন একটা গণ আন্দোলন হওয়া প্রয়োজন ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন।। পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরোপণ একটা গণ আন্দোলন হওয়া প্রয়োজন। বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গতবছর রাজ্যে ৫ মিনিটে ৫ লক্ষ বৃক্ষরোপণ করার বিষয়টি দিল্লিতে খুবই প্রশংসিত হয়েছিল। সব প্যারামিটারে ত্রিপুরা এখন ভারতবর্ষের মানচিত্রে একটা উজ্জ্বল স্থানে চলে এসেছে। আজ আগরতলার মহারাণী তুলসীবতি বালিকা বিদ্যালয়ে "এক পেড় মা কি নাম ২.০" কার্যক্রম উপলক্ষে আয়োজিত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক পেড় মা কি নাম এর মতো হৃদয়স্পর্শী ও প্রতীকী কার্যক্রম শুরু করেছেন। এক্ষেত্রে পরিবেশ সুরক্ষা ও মাতৃশক্তিকে একসূত্রে গাঁথার প্রয়াস নিয়েছেন তিনি। রাজ্যেও এই কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আর এটা শুধু গাছ লাগানো নয়, আমাদের সবার জীবনে মায়েদের অবদানকে সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জানানোর একটা অনন্য উপায়। এভাবে দেশবাসীর সামনে একটা মানবিক ও পরিবেশ বান্ধব দৃষ্টান্ত রাখার মহৎ উদ্যোগ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। মা শুধু একটা সম্পর্ক নয় - একটা অনুভব, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা, ১৯ জুন, ২০২৫ ইং
৪ আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

কন্যা অবহেলার পাত্রী নয়

আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় আজও কন্যা সন্তান অবহেলা বঞ্চনার শিকার। আধুনিক শিক্ষিত সমাজ ব্যবস্থায় ইহা কোনভাবে মানিয়া নেওয়া যাইতে পারে না। সন্তান পুত্র কিংবা কন্যা যাই হোক না কেন তাহাকে মর্য্যাদা দিতে হইবে। সন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে হইবে ,সমাজের প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। পিতা মাতা কিংবা অভিভাবক হিসাবে সন্তানদের মধ্যে কোন ধরনের বিভেদ রেখা টানা যাইবে না। আজও কি সমাজে কন্যাসন্তান 'অবাঞ্চিত'? কন্যা বলিয়াই কি তাহাকে জন্মের পর অবহেলিত হইয়া পড়িয়া থাকিতে হইবে? মায়ের কোলটুকু পাইবার অধিকার তাহার নাই? কয়েক বছর আগে ভারতের অর্থমন্ত্রকের এক সমীক্ষায় জানা গিয়াছিল, আমাদের দেশে এমন অনেক দম্পতি আছেন যাঁহারা পুত্রসন্তান জন্ম না হওয়া পর্য্যন্ত সন্তান জন্ম দিয়াছেন। আর তাহার আগে জন্ম হওয়া কন্যারা হয়তো তথাকথিত 'অবাঞ্ছিত'। আর এই পরিস্থিতির কোনও অর্থনৈতিক মাপকাঠি অনুসারে বা শিক্ষিত-অশিক্ষিত পরিবারের ভিত্তিতে পরিবর্তন হয়নি। এমনকি বলিউডের প্রথিতযশা অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত পর্য্যন্ত এক নারী দিবসে বলিয়াছিলেন, তিনিও নাকি তাঁহার পরিবারে অবাঞ্ছিত কন্যাসন্তান ছিলেন! আমাদের দেশেই ২০২০ সালে পাঁচ কন্যাসন্তানের পিতা তার গর্ভবতী স্ত্রীর পেট কাটিয়া দেখিতে চাহিয়াছিল গর্ভস্থ সন্তান পুত্র না কন্যা! পরে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। চলতি বছরেই মুর্শিদাবাদে এক পিতা পরপর তিনটি কন্যাসন্তান হওয়ার পর তাহার তিন মাসের কন্যাসন্তানকে আছড়াইয়া মারিয়াছে। এই অবস্থা আর কতদিন চলিবে? সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে গার্গী, অপালা, লোপামুদ্রাদের কথা আমরা জানি। বর্তমানেও দেখি 'কন্যারা সাইকেল চালাইয়া বিদ্যালয়ে যাইতেছে। মেধাতালিকায় ছাত্রদের মাত করিয়া দিতেছে ছাত্রীরা। এসব দেখিয়া একদিকে যেমন গর্বে বুক ফুলিয়া ওঠে তেমনই অবহেলিত শিশুকন্যা দেখিয়া লজ্জায় মাথা হেঁট হইয়া যায়।

কন্যাসন্তান আজও অনেক পরিবারের কাছে 'অবাঞ্ছিত' কেন, এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর আজও অজানা।

এসবের পাশাপাশি আশা জাগায় কিছু ভালো খবর। এই যেমন অনাথ শিশুকে দত্তক নিতে সেসব গৃহে প্রচুর ফোন আসে। কোথাও আবার লক্ষ্মীপুজোর দিন কন্যাকে লক্ষ্মীর আসনে বসাইয়া পুজো করা হইতেছে, হাসপাতাল থেকে মা কন্যাসন্তান নিয়া বাড়ি ফিরিবার পর উৎসব আকারে তাহাকে বরণ করা

হইতেছে। আমাদের দেশের সংস্কৃতিই তো এটা শেখায়। দুর্গাপুজোয় আমরা কুমারী পুজো করি, অর্থাৎ কন্যার মধ্যে দেবীরূপ কল্পনা করি। আর কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের তরফেও তো প্রচেষ্টা, প্রচার ও প্রকল্পের অভাব নাই। প্রয়োজন শুধু সচেতনতার ও সদিচ্ছার। ভালো শিক্ষা দিলে কন্যা ও পুত্রের মধ্যে যে পার্থক্য থাকে না, সেটি সবাইকে বুঝিতে হইবে। তাহা কইলেই সমাজে কন্যা সন্তানরা অবহেলিত হইবে না। এ বিষয়ে আমাদেরকে আরো সচেতন হইতে হইবে।

আসাম গ্যাস ব্লোআউট: ওএনজিসি-র 'ধীর' প্রতিক্রিয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পুরিকে চিঠি লিখলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত

শিবসাগর, ১৭ জুন : আসামের শিবসাগর জেলার রুদ্রসাগর গ্যাস ক্ষেত্রে ওএনজিসি-র ওয়েল আরডিএস-১৪৭ থেকে গ্যাস নির্গমন অব্যাহত থাকায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ওএনজিসি-র আরও 'সক্রিয়' পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছেন। এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরিকে চিঠি লিখেছেন এবং নিজের "এক্স" হ্যান্ডেলে এই তথ্য জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী তার পোস্টে উল্লেখ করেছেন, 'বারীচুক গ্যাস ব্লোআউট ঘটনা নিয়ে আমাদের উদ্বেগ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ পুরিকে জানানো হয়েছে। আমি তাঁকে ওএনজিসি-কে মিশন মোডে ওয়েল নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টার গতি বাড়ানোর নির্দেশ দিতে অনুরোধ করেছি, যাতে পরিস্থিতি আরও খারাপ না হয়।'

তিনি আরও জানান যে রাজ্য সরকার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সমস্ত প্রয়োজনীয় ত্রাণ সহায়তা দিচ্ছে, তবে ওএনজিসি-র পক্ষ থেকে এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে আরও সক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন।

গত শুক্রবার ওএনজিসি-র রুদ্রসাগর ক্ষেত্রের ওয়েল আরডিএস-১৪৭ থেকে গ্যাস নির্গমন শুরু হয়। শনিবার ওএনজিসি এই গ্যাস ব্লোআউট নিয়ন্ত্রণের জন্য ওয়েলটির অপারেশনাল নিয়ন্ত্রণ নেয়।

ইতিমধ্যে প্রায় ৩৩০টি পরিবারকে ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং রাজ্য সরকার তাদের ত্রাণ ও নিরাপত্তা সহায়তা প্রদান করছে। মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন যে স্থানীয় মানুষের ধারণা, ওএনজিসি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট সক্রিয় নয়।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পুরিকে লেখা চিঠিতে শর্মা বলেন, 'যদিও জেলা প্রশাসন এবং রাজ্য সংস্থাগুলি পূর্ণাঙ্গভাবে মাঠে কাজ করছে, আমি জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে স্থানীয়দের ধারণা, ওএনজিসি-র প্রতিক্রিয়া অপর্যাপ্ত এবং তাতে জরুরি অবস্থা বা গুরুত্বের অভাব রয়েছে। পূর্ববর্তী ঘটনাগুলি যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মোকাবিলা করা হলেও, বর্তমান পদ্ধতিটি আনুষ্ঠানিক এবং দৃশ্যমানতার অভাব রয়েছে।'

মুখ্যমন্ত্রী শর্মা এলাকার মানুষের কষ্টের কথা তুলে ধরে বলেন, 'ওএনজিসি-র ওয়েল নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টা - যেমন ওয়াটার ব্ল্যাংকেট, উচ্চ পরিমাণের কাদা পাম্পিং এবং জাঙ্ক শট - সত্ত্বেও চাপ বজায় রয়েছে এবং ওয়েলটি এখনও সক্রিয়। ঘটনার দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতির কারণে আশেপাশের গ্রামগুলিতে যথেষ্ট দুর্ভোগ সৃষ্টি হচ্ছে।'

মুখ্যমন্ত্রী শর্মা ১৬ জুন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা এবং স্থাপিত ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করেছিলেন এবং জনগণকে তাদের উদ্বেগ সমাধানের আশ্বাস দিয়েছিলেন। তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করেছেন, 'আমি আপনাকে ওএনজিসি-কে নির্দেশ দিতে অনুরোধ করছি যাতে তারা তাদের প্রযুক্তিগত ও নেতৃত্বমূলক উপস্থিতি ঘটনাস্থলে জোরদার করে, আরও মিশন-মোড পদ্ধতি গ্রহণ করে এবং ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের সাথে যোগাযোগ বাড়িয়ে আস্থা ফিরিয়ে আনে এবং যত দ্রুত সম্ভব পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।'

এর আগে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ পুরি ওয়েল আরডিএস-১৪৭-এ ঘটে যাওয়া ঘটনাটি পর্য্যালোচনা করেছিলেন এবং জানিয়েছিলেন যে 'ওয়েলে অস্বাভাবিক উচ্চ চাপের কারণে গত ৪ দিন ধরে গ্যাস নির্গমন অব্যাহত রয়েছে।' হরদীপ পুরি আরও যোগ করেন যে "জাঙ্ক পাম্পিং"-এর মতো অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে এবং 'ওএনজিসি আধিকারিকরা আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন।'

বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের কাছারিবাড়ি ভাঙচুর মৌলবাদীদের রবীন্দ্রবিদ্বেষেরই পরিণতি

স্বপনকুমার মণ্ডল

বাংলাদেশে বিগত ২০২৪- এর ৫ আগস্টে গণঅভ্যুত্থানে সরকার উৎখাতের পর থেকেই ধর্মীয় মৌলবাদীদের মদতপুষ্ট অন্তর্বর্তী সরকারের শাসনকালে যেমন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগ সরকারের অস্তিত্বকে বিপন্ন করার লক্ষ্যে ধ্বংসলীলা চলতে থাকে, তেমনই সে দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে মুছে ফেলার আয়োজন প্রকট হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালিমানসে এশিয়ার প্রথম নোবেলজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সর্বজনীন শ্রদ্ধেয় আধিপত্যই ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের মনে সবচেয়ে বেশি প্রতিবন্ধকতা মনে হয়। এজন্য ধর্মীয় চেতনায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব মোচনে তাঁকে নিশ্চিহ্ন করা থেকে অস্বীকার করার সক্রিয় তৎপরতা সামনে এল চলে আসে। তাঁর মূর্তিতে কালি লেপে দেওয়া, সিলেবাস থেকে তাঁর রচনা বাতিল।। করা, তাঁর বই পোড়ানো বা তাঁর রচিত জাতীয় সংগীতকে অমান্য করার প্রয়াস নানাভাবে ছড়িয়ে পড়ে। সম্প্রতি ৮ জুন যান বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জে রবীন্দ্রনাথের বা পৈতৃকবাড়ি ভাঙচুরের খবর সামনে আসে। এটিকে রবীন্দ্রনাথের কাছারিবাড়ি ,বলা হয়। ইন্দো-ইউরোপীয় স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত বাড়িটি সে দেশের সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ অধিগ্রহণ করে রবীন্দ্রস্মৃতিকে দর্শনার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে। অথচ তার এত নিরাপত্তার ব্যবস্থার অভাবে সেই রবীন্দ্রস্মৃতিতীর্থই আজ দুষ্কৃতীদের ধ্বংসের বর্ণ শিকার হয়ে উঠেছে। খবরে প্রকাশ সেখানে ঘুরতে আসা এক পরিবারের গাড়ি পার্কিং করাকে কেন্দ্র করে বাড়িটির দায়িত্বে থাকা সরকারি কর্মীদের সঙ্গে পরিবারটির বচসা থেকেই পরবর্তীতে উন্মত্ত জনতার ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। রবীন্দ্রস্মৃতিতীর্থকে এভাবে ভাঙচুর করার নেপথ্যে ধর্মীয় চরমপন্থীদের সচেতন প্রয়াস বর্তমান, তা বাংলাদেশের ঘটনাপ্রবাহের মধ্যেই এর প্রতীয়মান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারত সরকারও ইতিমধ্যে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি এ বিষয়ে তীব্র অসন্তোষ ব্যক্ত করেছে। দুর্ঘটনাটি যে আকস্মিক নয়, এক সচেতনভাবেই পরিকল্পিত, তার যোগসূত্র এর অতীত থেকে বর্তমান ঘটনাপ্রবাহেই প্রতীয়মান। অস্তিত্বে যে ধর্মনিরপেক্ষ প্রকৃতি বর্তমান, তাও গোপন থাকেনি। ১৯৪৮-এর ৩১ ডিসেম্বর ও ১৯৪৯-এর ১ জানুয়ারি ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদের নেতৃত্বে কার্জন হলে "পূর্বপাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনের মূল সভাপতি ড মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন। আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙালি। এটি কোনো আদর্শের কথা নয়, এটি একটা বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালিত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছে যে মালা- তিলক- টিকিতে কিংবা টুপি- লুঙ্গি- দাড়িতে ঢাকবার জোটি নেই। সেক্ষেত্রে প্রগতিশীল চেতনায় অবিভাজ্য বাঙালিসত্তাই অচিরেই ধর্মীয় রক্ষণশীলতায় অস্বীকারে শিকারে পরিণত হয়। "হিন্দু" রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতার মূলেও ছিল তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি সত্তা ও তার সংস্কৃতি। ধর্মীয় স্বতন্ত্রতায় মুসলিমদের ঐক্যচেতনাতেও প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করার প্রবণতা জারি ছিল। সেখানে পাকিস্তানের অধীনে পূর্ব বাংলায় জাতীয় সংহতিতে তাঁকে বর্জন করার চেতাবনি প্রকাশ্যে চলে আসে। ১৯৫১-র আগস্টে সরকারি মাহে নও পত্রিকায় সৈয়দ আলী আহসানের প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে স্পষ্ট ভাষায় জানানো হয়, সেই সঙ্গে এটাও সত্য যে আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার এবং হয়তো-বা জাতীয় সংহতির জন্য যদি প্রয়োজন হয়, আমরা রবীন্দ্রনাথকেও অস্বীকার করতে প্রস্তুত রয়েছি। সাহিত্যের চাইতে রাষ্ট্রীয় সংহতির প্রয়োজন আমাদের বেশি। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যে বাঙালিসত্তার সঙ্গে ক্রমশ নিবিড়তা লাভ করেছিল তা তাঁকে অস্বীকারের মধ্যেই তাঁর অবিস্মরণীয় স্বীকৃতি লাভ

করে। সেদিক থেকে পূর্ব বাংলায় পাকিস্তান সরকারের মদতপুষ্ট গোঁড়া মুসলিমদের স্বতন্ত্র ধর্মীয় পরিচয়ে একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করার প্রয়াস জারি ছিল, অন্যদিকে তেমনই মুক্তচিন্তার মুসলিম মানসে তাঁকে ধারণ করে এগিয়ে চলার সক্রিয়তাও প্রকট হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে পাকিস্তানের অধীনে থেকেও বাঙালি সত্তার জাগরণে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ পাথেয় হয়ে ওঠে। মুক্তচেতনার আলোয় বা মুক্তবুদ্ধির আধারে "পাকিস্তানি সাহিত্য সংসদ-এর ছায়ায় তাঁর প্রভাব ক্রমশ বিস্তার লাভকরে। সেদিক থেকে বাহান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ সর্বত্র রবীন্দ্রনাথের ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালিসত্তার আত্মিক সংযোগ গড়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে মৌলবাদী ধর্মীয় বিদ্বেষে রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকারে পাকিস্তান সরকারের সক্রিয় উদ্যোগেই তাঁর অবিচ্ছেদ্য সংযোগ আরও স্পষ্ট বোঝা যায়। ভাষা আন্দোলনেও রবীন্দ্রনাথ গান পাথেয় হয়ে ওঠে। তাঁর প্রভাব কত তীব্র আবেদনক্ষম ছিল, তা সে দেশের রবীন্দ্রনাথের ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির ধারক-বাহক সনজিদা খাতুনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যেই ফুটে ওঠে। সনজিদা তাঁর রবীন্দ্রনাথের হাতে হাত রেখে বাঙালি জাতিসত্তার সন্ধান" নিবন্ধে (আবুল হাসনাত সম্পাদিত "সার্ধশত জন্মবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চা", ২০১২) অকপটে সেদিনের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে লিখেছেন: "বাহান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি স্মারক অনুষ্ঠানগুলিতে সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে এবং আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি" গানের বাণী সৌন্দর্য ও সুরময় আবেগ যুগপৎ বাঙালি হৃদয়কে আলোড়িত করেছে। তোমার আসন শূন্য আজি হে বীর, পূর্ণ কর গানখানি রবীন্দ্রনাথ যেন ভাষা-শহিদদের উদ্দেশে গাইবার জন্যেই লিখে গেছেন, এমন মনে হয়েছে। ব্রিটিশ আমলে কংগ্রেস নেতাদের ইংরেজি বক্তৃতা শুনে ক্ষুদ্র রবীন্দ্রনাথের গান তথা কল্পনা কাব্যের কবিতা "সে আমার জননী রে" আমরা গেয়ে উঠেছি আমাদের মাতৃভাষার অবমাননায় ব্যথিত হয়ে। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সেই বাণী আমাদের কাছে নবজন্ম লাভ করেছে মনে হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। সনজিদা খাতুনের মনোভাবের মধ্যেই বাঙালিসত্তায় রবীন্দ্রনাথের অবিচ্ছেদ্য প্রভাব নিবিড়তা লাভ করে। অন্যদিকে পূর্ব বাংলার বাঙালির মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার বিস্তারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকাই সেক্ষেত্রে ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর পথের আলো হয়ে ওঠে। সেই আলোর প্রদীপ্ত দীপশিখা সম্পর্কে পাকিস্তানপন্থী ধর্মান্ধ বাঙালি মুসলিম থেকে পাকিস্তানি সরকার কর্তৃপক্ষ প্রথম থেকেই সচেতন ছিলেন। এজন্য ভাষা আন্দোলনের তীব্রতায় বিপর্যস্ত হয়ে পাকিস্তান সরকার ১৯৫৬তে বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিলেও বাঙালিসত্তাকে অস্বীকারে সক্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯৫৭-তে পূর্ব বাংলার নাম পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তান করা হয়। এছাড়া বাংলা ভাষার স্বীকৃতি মিললেও বাঙালির স্বীকৃতি বিপন্নতাবোধে সে দেশে সরকারবিরোধী আন্দোলনে জারি থাকে যা মুক্তিযুদ্ধের দিকে ধাবিত হয়। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথই সে দেশের বাঙালির আশ্রয় হয়ে ওঠেন। বিশেষ করে ১৯৬১-তে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ উদযাপনের মধ্য দিয়ে সে দেশের বাঙালির চেতনারও আত্মজাগরণ ঘটে, বন্ধনমুক্তির হাতছানিও মেলে। সনজিদা খাতনের উক্ত নিবন্ধের ভাষায়:রবীন্দ্রনাথ আমাদের ঐতিহ্য, আমরা তাঁর ঐশ্বর্যময় সৃষ্টির উত্তরাধিকারী - অনুষ্ঠান-মালার ভিতর দিয়ে এই কথাটি জোরেশোরে জানান দেওয়া হয়েছিল। তাঁকে অবলম্বন করে আমরা বাঙালিত্বের পথে যাত্রী হবার শপথ নিয়েছিলাম, তিনি হয়েছিলেন পথের সাথী। সে বছরই রমনার বটবৃক্ষের ছায়ায় গড়ে ওঠে বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির বিস্তারে অনন্য সাংস্কৃতিক সংগঠন "ছায়ানট"। তার প্রতিষ্ঠাতা সদস্যা হিসেবে সনজিদা খাতুনের অনন্যসাধারণ ভূমিকা পরবর্তীতে তাঁকেই তার অভিভাবকের আসনে ইতিহাসনন্দিত করে অবিস্মরণীয় করে তুলেছে। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথই ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের বাতিঘর। তাঁর আলোতেই সে দেশের ধর্মান্ধ মৌলবাদী শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি। এজন্য ধর্মীয় বিদ্বেষে রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় প্রভাব কাটিয়ে ওঠার জন্য মৌলবাদীদের তাঁকে নিয়ে মিথ্যা অপবাদ থেকে তাঁর সৃষ্টিকর্মকে অস্বীকার ও অশ্রদ্ধা করায় মেতে ওঠে। এজন্য ৫ আগস্টে মৌলবাদী আধিপত্য বিস্তারের পথে পথের কাঁটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অস্বীকারের আয়োজন সক্রিয়তায় তীব্রতা লাভ করে। সেখানে রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্বকে ধ্বংস করে মৌলবাদী ধর্মবিদ্বেষীদের প্রতিষ্ঠা লাভের লক্ষ্য আরও প্রকট হয়ে ওঠে। সিরাজগঞ্জের রবীন্দ্রনাথের কাছারিবাড়ি ভাঙচুর কোনও আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, ধারাবাহিক রবীন্দ্রবিরোধিতারই নগ্ন রূপ।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ইতিহাসের দুর্ধর্ষ নারী স্নাইপার যাঁর হাতে মৃত্যু হয়েছে ৩০৯ সৈনিকের

তামিম সারোয়ার

প্রাচীনকালের মতো এখন আর মুখোমুখি যুদ্ধ হয় না। এখন তো আকাশ থেকেই বোমা ফেলে ধ্বংস করা হয় শত্রুকে! তবে এ যুগেও যোদ্ধাদের একটি চিরাচরিত ধরন দেখা যায়। ধৈর্য ও দক্ষতা দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র পাহারা দেওয়া স্নাইপারদের কথা বলছি। স্নাইপার হলেন সামরিক বা আধাসামরিক ব্যক্তি, যাঁরা নিপুণ হাতে লক্ষ্যভেদ করতে পারেন। শত্রুর চোখের আড়ালে থেকে শত্রুর ওপর নজর রাখেন। বিশেষ আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেন তাঁরা। আগ্নেয়াস্ত্রের ট্রিগারে প্রতিবার টান দেওয়ার সময় তাঁদের বড় ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কারণ এখানে মানুষের জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন থাকে। এজন্য স্নাইপারদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

প্রাচীন রোমে স্নাইপারদের প্রথম অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়। তখন স্নাইপাররা স্করপিওস নামে এক বিশেষ আড়ধনুক ব্যবহার করতেন। এটি ৩০০ ফুটের বেশি দূরত্বে আঘাত করতে সক্ষম। বর্তমানে প্রযুক্তি বদলে গেছে। স্নাইপারদের ব্যবহৃত অস্ত্র উন্নত হতে হতে স্করপিওস থেকে এসেছে আধুনিক মার্কসম্যান রাইফেল। ভিডিও গেম, কমিকস ও মুভি-সিরিজে বরাবরই প্রাধান্য পেয়ে আসছেন স্নাইপাররা। তবে আজ বলব ইতিহাসের দুর্ধর্ষ এক স্নাইপারের গল্প। তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন রেড আর্মির স্নাইপার লুডমিলা পাভলিচেঙ্কো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সাহসিকতার জন্য তিনি "লেডি ডেথ" নামেও পরিচিত। জন্ম ও বেড়ে ওঠা লুডমিলা পাভলিচেঙ্কো ১৯১৬ সালে বর্তমান ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভের দক্ষিণে বেলায়া সেরকভ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব-কৈশোরে তিনি দুরন্ত স্বভাবের ছিলেন। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিতেন। ১৪ বছর বয়সে সপরিবার কিয়েভে বসবাস শুরু করেন। সে সময়ই শুটিংয়ের হাতেখড়ি। শুটিংয়ে দক্ষতার জন্য ভেরোশিলভ শার্পশুটার ব্যাজ এবং মার্কসম্যান সনদ পেয়েছিলেন। পরে স্থানীয় অস্ত্র কারখানায় কাজ শুরু করেন। ১৯৩৭ সালে কিয়েভ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন।

রেড আর্মিতে যোগদান ১৯৪১ সালের মাঝামাঝি সময়ে হিটলার "অপারেশন বারবারোসা" শুরু করেন। তখন নাৎসি জার্মানির সশস্ত্র বাহিনী সোভিয়েত ইউনিয়নে আক্রমণ শুরু করে। লুডমিলা পাভলিচেঙ্কোর কানে আসে এ খবর। দ্রুত রেড আর্মির রিক্রুটমেন্ট অফিসে গিয়ে উপস্থিত হন। রিক্রুটমেন্ট অফিসাররা প্রথমে তাঁকে নার্স হিসেবে নিয়োগ দেন। একজন স্নাইপার হওয়ার জন্য তিনি দৃঢ়চিত্ত ছিলেন। সোভিয়েত বাহিনীর হাতে রক্ষার দায়িত্ব থাকা পাহাড়ে রোমানিয়ার সৈনিকদের সঙ্গে বীরত্বপূর্ণ লড়াই করে নিজের দক্ষতা প্রমাণ করলে রেড আর্মির ২৫তম রাইফেল ডিভিশনে স্নাইপার হিসেবে নিয়োগ দেয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লড়াই লুডমিলা পাভলিচেঙ্কো প্রথমে ওদেসা পোর্ট অবরোধে সামনের সারিতে লড়াই করেন। সেখানেই দক্ষতা দেখান। ১৮৭ জন শত্রু ওদেসায় তাঁর হাতে বধ হন। সিনিয়র সার্জেন্ট পদে পদোন্নতি পান তিনি। ১৯৪১ সালের অক্টোবরে নাৎসি বাহিনী ও রোমানীয় সেনাবাহিনী ওদেসার নিয়ন্ত্রণ নিলে পাভলিচেঙ্কো ও তাঁর ইউনিট সমুদ্রপথে সেভাস্তোপোলের দিকে অগ্রসর হয়। এরপর শুরু হয় ঐতিহাসিক সেভাস্তোপোলের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে পাভলিচেঙ্কো বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেন। তাঁর বীরত্বের কথা নাৎসিরাও জানত, পাভলিচেঙ্কোর নাম শুনলে ভয় পেত তারা। ১৯৪২ সালের মে মাস পর্য্যন্ত তাঁর হাতে বধ হওয়া সৈনিকের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫৭। তিনি লেফটেন্যান্ট পদে পদোন্নতি পান। এভাবেই তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যান। এক পর্য্যায়ে পাভলিচেঙ্কো গুরুতর আহত হলে তাঁকে রণক্ষেত্র থেকে প্রত্যাহার করা হয়। তবে এর মাঝেই তাঁর বধ করা শত্রুর সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০৯---এ। যাঁদের ভেতর শত্রুপক্ষের ৩৬ জন দক্ষ স্নাইপারও ছিলেন। যুদ্ধশেষে কী করলেন রণক্ষেত্র থেকে প্রত্যাহারের পর পাভলিচেঙ্কোকে রেড আর্মির মেজর পদে উন্নীত করা হয়। এরপর তিনি স্নাইপিং প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ শুরু করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে পুনরায় কিয়েভ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। ইতিহাসবিদ হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করেন। পাভলিচেঙ্কো একবার সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সামরিক সম্মাননা হিরো অব সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং দুবার সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা অর্ডার অব লেনিন লাভ করেন। লুডমিলা পাভলিচেঙ্কোর আত্মজীবনী 'লেডি ডেথ: দ্য মেমোরিজ অব স্তালিন'জ স্নাইপার' প্রকাশিত হলে বেশ সাড়া ফেলে। তাঁর বীরত্বের গল্প শুনে ফ্যাসিবিরোধী সংগীতশিল্পী উডি গুথরি 'মিস পাভলিচেঙ্কো' শিরোনামে একটি গান উৎসর্গ করেন। ২০১৫ সালে নির্মিত হয় বায়োপিক 'ব্যাটল ফর সেভাস্তোপোল'। ব্যাপক ব্যবসাসফল হয়। তাঁর স্মরণে ১৯৭৬ সালে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ বিশেষ স্ট্যাম্প ইস্যু করে। ১৯৭৪ সালের ১০ অক্টোবর পাভলিচেঙ্কো স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তার আগে দীর্ঘদিন যুদ্ধ --- পরবর্তী পিটিএসডি (পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজঅর্ডার) ও হতাশায় ভুগছিলেন তিনি। আসলে যে পরিস্থিতিতে বা যে কারণেই হোক না কেন, মানুষের মৃত্যু মানুষকে কাঁদায়। যে ব্যক্তি দীর্ঘদিন যুদ্ধ বা মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত থাকেন, একধরনের ট্রমা তাকে গ্রাস করতে পারে। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে লুডমিলা পাভলিচেঙ্কো হাতে তুলে নিয়েছিলেন অস্ত্র। বধ করেছেন শত্রুপক্ষের সৈনিকদের। এখনো কিছু সেনাবাহিনীতে বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত হিসেবে স্নাইপারেরা আছেন। কিন্তু তাঁদের হাতে মানুষের মৃত্যু কারোই কাম্য নয়। সত্যি বলতে বর্তমান যুগে যুদ্ধ কিংবা মানুষের মৃত্যু কোনোটাই মেনে নেওয়া যায় না। যুদ্ধ নয়, বরং শান্তি প্রতিষ্ঠাই এখন পৃথিবীবাসীর লক্ষ্য। মানুষের হাতে মানুষ নিরাপদ থাকবে, এমনটাই তো সবার আশা হওয়া উচিত।

বুধবার আগরতলা কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে আয়োজিত হয় এক কর্মীসমর্থকদের নিয়ে আলোচনা হয়।

সিপিআইএম তেলিয়ামুড়া অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে ১০ দফা দাবির সমর্থনে তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসারের নিকট ডেপুটেশন প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ জুন: সিপিআইএম তেলিয়ামুড়া অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে বুধবার তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসারের নিকট ১০ দফা দাবির সমর্থনে এক ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

এর পূর্বে দাবি গুলোর সমর্থনে সি.পি.আই.এম তেলিয়ামুড়া কার্যালয়ের সামনে থেকে এক মিছিল তেলিয়ামুড়া বাজার পরিক্রমা করে অম্পি চৌমুহনীতে পথসভা সংঘটিত করে।

এই পথসভায় আলোচনা করতে গিয়ে বামপন্থী নেতৃত্বরা তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদ এলাকার বিভিন্ন সমস্যা গুলো নিয়ে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরেন।

পাশাপাশি দাবি করেন ,, আগামী দিনে এই বক্তব্য গুলোর সমর্থনে সাধারণ মানুষ''কে নিয়ে আন্দোলন তীব্র করা হবে।

পথসভা''তে সি.পি.আই.এম তেলিয়ামুড়া অঞ্চল কমিটির সম্পাদক বিজয় মোদক, মহকুমা নেতৃত্ব সুবীর সেন প্রমুখ আলোচনা করেন।

এরপর পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার তথা মহকুমা শাসক পরিমল মজুমদারের কাছে ১০ দফা দাবি সনদ সম্মলিত স্মারকলিপি তুলে দেন।

দাবি গুলোর মধ্যে অম্পি চৌমুহনি থেকে গামাইবাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার করা, বি.পি.এল এবং অন্তোদয় পরিবারের যারা রয়েছেন তাদের জলকর মুকুব করা, তেলিয়ামুড়া মহাশ্মশানে দাহকার্য বিনামূল্যে করার ব্যাবস্থা করা, পৌর এলাকার প্রতিটা রাস্তায় নষ্ট হয়ে থাকা লাইট গুলো মেরামত করা, নিয়মিত পৌর পরিষদ এলাকা''কে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, টুয়েপে বছরে ১০০ দিনের কাজ প্রদান করা এবং মজুরি বৃদ্ধি করা, ইত্যাদি।

এই কর্মসূচি এবং দাবি গুলো সম্পর্কে সি.পি.আই.এম নেতা সুবীর সেনের বক্তব্য হচ্ছে,,, দাবি গুলোর পরিপ্রেক্ষিতে চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার যৌক্তিকতা স্বীকার করে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যাবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন, আগামী আগস্ট মাসে এই দাবি গুলো কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে এই বিষয় গুলো পুনরায় সি.পি.আই.এম দলের তরফ থেকে নিরীক্ষণ করে পরবর্তী ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তামিলনাড়ুর এডিজিপি জয়রামকে গ্রেফতার করতে মাদ্রাজ হাই কোর্টের নির্দেশে বিস্ময় প্রকাশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৮ জুন : তামিলনাড়ুর এডিজিপি এইচ.এম. জয়রামকে একটি অপহরণ মামলায় গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছিল মাদ্রাজ হাই কোর্ট। সেই নির্দেশে চরম বিস্ময় প্রকাশ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়া ও মনমোহনের বেঞ্চ প্রশ্ন তুলেছে, একজন জ্যেষ্ঠ পুলিশ আধিকারিক যখন তদন্তে অংশ নিয়েছেন এবং সহযোগিতা করছেন, তখন তাঁকে বরখাস্ত করা কীভাবে যুক্তিযুক্ত হতে পারে।"

বুধবার শীর্ষ আদালতে জয়রামের পক্ষ থেকে দায়ের করা বিশেষ অনুমতি আবেদনের (এসএলপি) শুনানিতে এই প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন বিচারপতিরা। আবেদনে বলা হয়েছে, তাঁর বিরুদ্ধে হেফাজতে জেরা করার মতো কোনও প্রমাণ নেই এবং হাই কোর্টের নির্দেশ 'ইচ্ছাকৃত ও পক্ষপাতদুষ্ট', যা মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করে।

এডিজিপি জয়রামের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি একটি দম্পতিকে জোরপূর্বক আলাদা করার চক্রান্তে সাহায্য করেছিলেন এবং একটি সরকারি গাড়ি অপহরণের কাজে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিলেন। এক মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে মামলাটি দায়ের হয়, যাঁর বড় ছেলে পরিবারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে একটি মেয়েকে বিয়ে করেন এবং পরবর্তীতে লুকিয়ে পড়েন। অভিযোগ, ওই দম্পতিকে খুঁজে বের করতে মহিলার পরিবারের সদস্যরা ভাড়াটে লোকজন নিয়ে তাঁর বাড়িতে হানা দিয়ে ছোট ছেলেকে অপহরণ করে। পরে ছেলেটিকে একটি হোটেলের কাছে আহত ও মানসিকভাবে বিধ্বস্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।

পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছে, অপহরণের সময় ব্যবহৃত গাড়িটি ছিল এডিজিপি জয়রামের সরকারি গাড়ি। এই প্রেক্ষিতে মাদ্রাজ হাই কোর্ট সরাসরি তাঁকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদের নির্দেশ দেয়। সোমবার মাদ্রাজ হাই কোর্ট প্রাঙ্গণ থেকে বেরোতেই তামিলনাড়ু পুলিশ জয়রামকে হেফাজতে নেয় এবং তাঁকে তিরুভালাঙ্গাড়ু থানায় নিয়ে গিয়ে প্রায় ছয় ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করে। একইসঙ্গে তামিলনাড়ুর স্বরাষ্ট্র দপ্তর জয়রামকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে।শীর্ষ আদালতের বিচারপতিরা বলেন, একজন জ্যেষ্ঠ আইপিএস অফিসার যখন স্বেচ্ছায় তদন্তে সহযোগিতা করছেন তখন তাঁকে চাকুরী বরখাস্ত করা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। এটি মনোবল ভেঙে দেওয়ার মতো পদক্ষেপ। সুপ্রিম কোর্ট আগামীকাল বৃহস্পতিবার বিষয়টি ফের শুনবে এবং তামিলনাড়ু সরকারকে বরখাস্তের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার নির্দেশও দিয়েছে।

১০ দফা দাবিতে পুর পরিষদে এক্সিকিউটিভ অফিসারের নিকট ডেপুটেশন সিপিআইএমের

আগরতলা, ১৮ জুন : ১০ দফা দাবিতে সিপিআইএম তেলিয়ামুড়া অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে পুর পরিষদের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসারের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে। এদিন ডেপুটেশনের পূর্বে সিপিআইএম তেলিয়ামুড়া কার্যালয়ের সামনে থেকে এক মিছিল করে তেলিয়ামুড়া বাজার পরিক্রমা করে অম্পি চৌমুহনীতে পথসভা সংঘটিত করে।

এই পথসভায় আলোচনা করতে গিয়ে বামপন্থী নেতৃত্বরা তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদ এলাকার বিভিন্ন সমস্যা গুলো নিয়ে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরেন। পাশাপাশি দাবি করেন, আগামী দিনে এই বক্তব্য গুলোর সমর্থনে সাধারণ মানুষ'কে নিয়ে আন্দোলন তীব্র করা হবে।

পথসভাতে সিপিআইএম তেলিয়ামুড়া অঞ্চল কমিটির সম্পাদক বিজয় মোদক, মহকুমা নেতৃত্ব সুবীর সেন প্রমুখ আলোচনা করেন। এরপর পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার তথা মহকুমা শাসক পরিমল মজুমদারের কাছে ১০ দফা দাবি সনদ সম্মলিত স্মারকলিপি তুলে দেন।

দাবি গুলো হল, অম্পি চৌমুহনি থেকে গামাইবাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার করা, বি.পি.এল এবং অন্তোদয় পরিবারের যারা রয়েছেন তাদের জলকর মুকুব করা, তেলিয়ামুড়া মহাশ্মশানে দাহকার্য বিনামূল্যে করার ব্যাবস্থা করা, পৌর এলাকার প্রতিটা রাস্তায় নষ্ট হয়ে থাকা লাইট গুলো মেরামত করা, নিয়মিত পৌর পরিষদ এলাকা'কে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, টুয়েপে বছরে ১০০ দিনের কাজ প্রদান করা এবং মজুরি বৃদ্ধি করা, ইত্যাদি।

এদিন সি.পি.আই.এম নেতা সুবীর সেন বলেন, দাবি গুলোর পরিপ্রেক্ষিতে চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার যৌক্তিকতা স্বীকার করে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যাবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন, আগামী আগস্ট মাসে এই দাবি গুলো কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে এই বিষয় গুলো পুনরায় সি.পি.আই.এম দলের তরফ থেকে নিরীক্ষণ করে পরবর্তী ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হবে।

রথযাত্রায় কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে প্রস্তুত রাজ্য প্রশাসন, বিশেষ নির্দেশিকা জানালেন পশ্চিম জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন: রথযাত্রা উৎসবে কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার সম্ভাবনা এড়াতে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হচ্ছে রাজ্য প্রশাসন। ইতিমধ্যেই পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডক্টর বিশাল কুমার রথযাত্রা সম্পর্কিত এক নির্দেশিকা জানিয়েছেন। তিনি জানান, যে সকল মন্দির বা সংস্থার তরফে রথযাত্রা উপলক্ষে রথ বের করা হবে সেই রথ ৫ মিটারের বেশি উচ্চতা সম্পন্ন হতে পারবেনা। ২৭ জুলাই থেকে ৫ জুলাই এর মধ্যেই রথযাত্রার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হবে। নির্দিষ্ট সময় মেনে রথ রাস্তায় বের করতে হবে। সেই সময় প্রত্যেকটি মন্দির এবং সংস্থাকে আলাদা আলাদাভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে। এছাড়াও রথযাত্রায় যারা অংশগ্রহণ করবেন সে সকল মন্দির বা সংস্থার কে রথযাত্রা শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার জন্য নিজেদের স্বেচ্ছাসেবক নিয়োজিত রাখতে হবে যাত্রায়। এছাড়াও স্বাস্থ্য এবং অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের আধিকারিকরা দায়িত্বে থাকবেন যেকোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে। এনডিআরএফ এবং এসডিআরএফ কেও জরুরী কালীন পরিস্থিতির জন্য তৈরি রাখা হবে। যারাই রথ যাত্রার রথ নির্মাণ করবেন প্রত্যেকটি রথ হতে হবে কাঠের। রথে কোন ধরনের ধাতব বস্তু ব্যবহার করা যাবে না। জেলাশাসক আরো জানিয়েছেন, রথ তৈরি হলে পরে সংস্থার তরফে প্রশাসনকে জানাতে হবে। তখন পুলিশ, পিডব্লিউডি এবং ট্রাফিক দপ্তরের এক প্রতিনিধি দল নির্মিত রথটি পর্যবেক্ষণ করবেন। এই প্রতিনিধি দলের দ্বারা স্বীকৃতি পাওয়ার পরেই রথ রাস্তায় বের করা যাবে। রথে উপরে ৫ শতাংশ লোক থাকতে পারবেন। বাকি প্রত্যেককেই রথের সঙ্গে যাত্রায় শামিল হতে হবে।

NOTICE INVITING QUOTATION
F. No. 9(2)-TPMRU/DDC/2021 (Part-1)
Dated, Agartala 16/06/25

Notice Inviting Quotation are hereby invited by the Member Secretary, Tripura State Pharmaceutical Price Monitoring & Resource Unit, Agartala from resourceful and reliable Agencies/ firms regarding regarding installation 3(three) nos. of permanent iron structure (10 ft. X 20 ft.) for the project of "Tripura State Pharmaceutical Price Monitoring & Resource Unit (TPMRU)", Office of the Deputy Drugs Controller, Government of Tripura. The last date of receiving quotation is up to 04.00 P.M of 01st July, 2025 and will be opened on next working day at 11.00 A.M, if possible.
The quotation documents along with Terms & Conditions may be downloaded from www.health.tripura.gov.in.
ICA/C/1067/25

I/C, Director of Health Services & Chairman of Executive Committee, TPMRU Government of Tripura, Agartala

PRESS NOTICE INVITING QUOTATIONS

Sealed quotations are hereby invited from bidders for the Supplying of IRON BED (Incl. Fitting, fixing & Traveling) for 10 different ULBS under Quotations TULM in Tripura . Sealed will be received from 18/06/2025 in the Office of the State Mission Management Unit of TULM, Gurkhabosti: (Basement of The Institute of Engineers (India) Building) Agartala, Tripura(w) up to 09/07/2025 at 03:00 pm Sealed Quotation shall be dropped in Tender Box in the Office of TULM.
The prescribed formats with detailed "Terms & Conditions') for submission of the quotation can be obtained from the Tender-Cell, office of / can be downloaded from https://tulm.tripura.gov.in and https://tripura.gov.in/ after the publication of this Advertisement (Press TULM Notice).
Technical & Financial Bid will be opened on 09/07/2025 at 04:00 pm in the presence of the interested Bidders. No further information will be intimated separately.
Financial Bid of the shortlisted technically qualified bidders will be opened on the same day.
Quotation received after stipulated date & time will be rejected without any explanation. Decision of the authority of TULM, Urban Development Department shall be final in case of any disputes.
ICA/C/1062/25

sd/-
Subrata Majumder,
TCS Mission Director,TULM

NOTICE INVITING Re- e - TENDER

The undersigned as Director, Horticulture & Soil Conservation, Govt. of Tripura, Agartala, invites Re -e-tender for determining the single F.O.R. rate per plant through One Bid system for total supply of 27,800 nos. Budded/Grafted Ber (Variety: Apple) of specified physical & health standard from the individual Nursery man having a valid license issued by the State Govt. under Tripura Nursery (Regulation) Act, 2013.

Sl. N o.	Name of the Work	Tender Value (Rupees)	Earnest money (Rupees)	Completion of supply	Bid submission start date & time	Document download and Bid submission end date & time	Bid opening date & time	Place of Bidding
1	Supply of 27,800 Nos. Budded/Grafted Ber (Variety: Apple)	7,49,760/- (Approx)	37,488/-	30 days	18.06.2025 at 5.30 PM	01.07.2025 at 3.00 PM	01.07.2025 at 4.00 PM	https://tripuratenders.gov.in

For details related to e- tender may be visited & obtained from website https://tripuratenders.gov.in. Eligible bidders shall apply in bidding only in online mode through website https://tripuratenders.gov.in.
ICA/C/1056/25

(Dipak Kr. Das)
Director
Horticulture & Soil Conservation
Govt. of Tripura, Agartala

সাত দফা দাবিতে বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে ডেপুটেশন কংগ্রেসের

আগরতলা, ১৮ জুন : মহকুমাবাসীদের স্বার্থে ছয় দফা দাবিতে মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুব্রত দাসের নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন দক্ষিণ জেলা যুব কংগ্রেস ও বিলোনিয়া ব্লক কংগ্রেসের নেতৃত্বরা।

আজ দুপুরে জেলা যুব কংগ্রেসের সভাপতি অজিতাভ মজুমদার ও বিলোনিয়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি দেবাশীষ মজুমদারের নেতৃত্বে যুব কংগ্রেস, ব্লক কংগ্রেসের এক প্রতিনিধি দল মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিকের কক্ষে গিয়ে ছয় দফা দাবির স্মারকলিপি তুলে দেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা গোপাল দত্ত, যুব কংগ্রেসের নেতা গৌতম দেবনাথ সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। প্রতিনিধি দলটি দাবির স্মারকলিপি প্রদান করে দাবি গুলো নিয়ে আলোচনা করেন মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিকের নিকট।

দীর্ঘক্ষণ আলাপ আলোচনা করার পর মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক দাবিগুলোর প্রতি যৌক্তিকতা স্বীকার করে, উধ্বর্তন কর্তৃপক্ষের নজরে নেবেন বলে জানান। ডেপুটেশন শেষে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জেলা যুব কংগ্রেসের সভাপতি অজিতাভ মজুমদার, ছয় দফা দাবিগুলোর নিয়ে আলোচনা করেন। উল্লেখযোগ্য দাবি গুলোর মধ্যে রয়েছে , হাসপাতালে ২৪ ঘন্টা বৈদ্যুতিক পরিষেবা, অত্যাধুনিক সিটি স্ক্যানের ব্যাবস্থা, ওসিটি নামক গুরুত্বপূর্ণ চোখের পরীক্ষা ব্যাবস্থা করা, রক্ত সংগ্রহের সুবিধার্থে মোবাইল ব্লাড ট্রান্সফিউশন ভেন চালু করা , নবজাতক ইউনিট পরিচর্য্যা চালু সহ আরো অন্যান্য দাবিতে সরব হয়ে এই ডেপুটেশন প্রদান বলে জানান যুব কংগ্রেস সভাপতি।

নেশামুক্ত ভারত অভিযান বিষয়ক পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন: পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে গতকাল নেশামুক্ত ভারত অভিযান বিষয়ক পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক একদিনের কর্মশালার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা ডা. বিশাল কুমার, অতিরিক্ত জেলাশাসক মেঘা জৈন প্রমুখ। কর্মশালায় অংশ গ্রহণ করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সদস্য-সদস্যাগণ, জেলার বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যানগণ। অনুষ্ঠানে নেশামুক্ত ভারত অভিযানের কর্মসূচি বিষয়ে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেথেসভা রিহেবিলিটেশান সেন্টারের কাউন্সিলার সৌমিত্র মুখার্জি এবং রূপায়ণ ফাউন্ডেশানের সদস্য মাল্যবর চক্রবর্তী।

যুব সমাজকে নেশার কবল থেকে মুক্ত ও সুরক্ষিত রাখা এবং যুব সমাজকে নেশামুক্ত ভারত অভিযানের কাজে নিযুক্ত করার অঙ্গীকার নিতে অনুষ্ঠানের শুরুতে শপথবাক্য পাঠ করানো হয়। কর্মশালার আলোচনায় অংশ নিয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল বলেন, আগামী ২৬ জুন আন্তর্জাতিক মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার এবং অবৈধ পাচার বিরোধী দিবস কর্মসূচিকে সামনে রেখেই এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা সকলে মিলে এই নেশামুক্ত ভারত অভিযানে শামিল হয়ে দেশ ও রাজ্যকে নেশামুক্ত গড়ার প্রয়াস নেব। এই উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

ভিন্ন অভিযানে বাংলাদেশী নাগরিক, দুই ভারতীয় নাগরিক সহ নেশাসামগ্রী আটক করল বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন: ভিন্ন ভিন্ন অভিযানে সাফল্য পেল বিএসএফ জওয়ানরা।

বুধবার আনুমানিক ১টা নাগাদ বিএসএফ সেনারা আমবাসা রেলওয়ে স্টেশন থেকে একজন বাংলাদেশী নাগরিককে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারকৃত বাংলাদেশী নাগরিক বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার বাসিন্দা বলে জানা গেছে।

এছাড়াও সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে আরেকটি অভিযানে, সিপাহিজলা জেলার অন্তর্গত বিওপি কমলাসাগরের বিএসএফ সেনারা পশ্চিমাঞ্চলে একটি অভিযান পরিচালনা করে এবং ১.০৯ কোটি টাকার ৭,২০০ টি মোবাইল ডিসপ্লে বোঝাই একটি মারুতি সুজুকি ওমনি গাড়ি জব্দ করে।

১৭ই জুন ২০২৫ তারিখে, নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত বিওপি রঘুর বিএসএফ সৈন্যরা, বিমানবন্দর থানা-র সাথে একটি যৌথ অভিযানে ভারতীয় নারায়ণপুর গ্রামে একটি বাড়ি তল্লাশি করে এবং ১১ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে এবং বাড়ির মালিককে গ্রেপ্তার করে। কলমচৌড়া থানার সাথে একই যৌথ অভিযানে, সেফিজেলা জেলার অন্তর্গত বিওপি কালামচেরার বিএসএফ সৈন্যরা ভারতীয় বাবামুরা গ্রামে একটি বাড়ি তল্লাশি করে, ৫৮.৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে এবং বাড়ির মালিককে গ্রেপ্তার করে।

অপরিচিত পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহের সনাক্তকরণ চাই

G.B TOP G.D Entry No- 09– dated 15.06.2025

পাশের ছবিটি পুলিন্দ্র কুমার দে, পিতা অজ্ঞাত, সাং অজ্ঞাত, বয়স আনুমানিক ৭৫ বছর, উচ্চতা ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল গোলাকার, চুলের রং সাদা। গত ২৭/০৫/২০১৫ ইং সকাল ১০ টা ৪৫ মিনিটে অসুস্থ অবস্থায় জি.বি.পি হাসপাতালে ভর্তি হয় এবং চিকিৎসা চলাকালীন অবস্থায় গত ১৫/০৬/২০২৫ ইং সকাল ৭-টায় মারা যায়। বর্তমানে মৃতদেহটি আগরতলা জিবিপি হাসপাতালের মর্গে রাখা আছে সনাক্তকরন করার জন্য, আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা আত্মীয়-স্বজন মৃতদেহের দাবী করেনি।

উপরে উল্লেখিত মৃতদেহ সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকলে বা আত্মীয়-স্বজন থাকলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১-২৩২৩৫৮৬
২) সিটি কন্টোল- ৬০৩৩২৩৭৫১৪ /১০০
৩) জিবি টিওপি- ০৩৮১-২৩৫৫০৯৫

ICA/D-401/25

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

PNIe-T No: 36 /EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2025-26
Dated:-16/06/2025

The Executive Engineer, Mechanical Division, PWD(R&B),Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura' invites online item rate e-tender in single bid system from reputed resourceful manufacturers/authorized dealers in the line having Service Centre at Agartala/should establish service centre in Tripura after received the contract and having experience in similar nature of work (in Govt./ Govt. Undertaking building) for the following work:-
Name of work: Providing, fitting, fixing, installation & testing commissioning of Electric Crematorium at Ranirbazar Cremation Ground, West Tripura in/c self supporting chimney, construction of base of chimney by CC & others necessary allied equipments.
1. DNIeT No: 05/B/DNIeT/SE-IV/PWD(R&B)/2025-26.
2. Estimated Cost: Rs 77,27,904.00
3. Earnest Money: Rs 1,54,558.00
4. Bid Fee: Rs 4,000.00
5. Time for completion:- 240(Two Hundred & Forty) days.
6. Last date & time for online Bidding: 26/06/2025 upto 3:00 PM
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/1064/25

Executive Engineer
Mechanical Division, PWD(R&B), Agartala

বিজ্ঞপ্তি

Ref- Ganjee act Port GD No. 12, dated- ১৩/০৬/২০২৫

পাশের ছবিটি একটি অপরিচিত মহিলা মৃত দেহের যাহার বয়স ঃ আনুমানিক ৪০ বছর, উচ্চতা - ৫ ফুট, গায়ের বর্ণ শ্যামলা, পরনে নীল রঙ এর কুর্তী। উক্ত মহিলাটির মৃত্য দেহ গত ইং ১৩-০৬-২০২৫ তারিখে গোলাগাটি রেল লাইনের উপর পাওয়া য়ায়।

উপরে উল্লেখিত মহিলা ব্যক্তির মৃতদেহ সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকলে বা আত্মীয়-স্বজন থাকলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল

১) এসপি (ডিআইবি) গোমতী - ৯০৮৯৪০৮৩১০ / ৯৮০২১১৯৬১৩
২) ওসি রাধাকিশোররপুর থানা
৯৪৩৬৭৭৩৫৯৫ / ৯৪৩৬৪৬৭৬৩৩

ICA/D-397/25

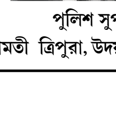

পুলিশ সুপার
গোমতী ত্রিপুরা, উদয়পুর

বুধবার আগরতলা বিজেপি কার্যালয়ে কিষাণ মোর্চার এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কাঠবাদামের খোসা দিয়ে তৈরি করা যাবে বডি স্ক্রাব

কাঠবাদামের খোসায় ফাইবারের পরিমাণ বেশি থাকে। তাই অনেকে হয়তো তা হজম করতে পারেন না। তাই বলে খোসাগুলি ফেলে দেওয়ার কিন্তু কোনও কারণ নেই। সকালে ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে নিয়ম করে জলে ভেজানো কাঠবাদাম খান। কিন্তু তার খোসাটি মোটেই হজম করতে পারেন না। তাই সেগুলি ফেলে দেন। পুষ্টিবিদেরা বলছেন, কাঠবাদামের খোসায় ফাইবারের পরিমাণ বেশি থাকে। তাই অনেকে হয়তো তা হজম করতে পারেন না। তাই বলে খোসাগুলি ফেলে দেওয়ার কিন্তু কোনও কারণ নেই। কাঠবাদামের খোসা সরাসরি না খেলেও অন্য ভাবে তা কাজে লাগানো যেতে পারে।

কাঠবাদামের খোসা কোন কোন কাজে লাগে?

১) কাঠবাদামের খোসা দিয়ে তৈরি করতে ফেলতে পারেন স্ক্রাব। প্রাকৃতিক এই উপাদানের মধ্যে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট। ত্বকের উপর জমে থাকা মৃত কোষ দূর করতেও সাহায্য করে এটি। ত্বকের জেল্লা বৃদ্ধি করতে এবং ফ্রি র‍্যাডিক্যালের সমতা বজায় রাখতেও সহায়তা করে।

কাঠবাদামের খোসার সঙ্গে আর কী কী মেশাতে হবে?

ছোট একটি পাত্রে কাঠবাদামের খোসা, নারকেল তেল এবং সামান্য মধু মিশিয়ে মুখে মাখা যেতে পারে। হালকা হাতে মাসাজ করে নিন। তার পর ঈষদুষ্ণ জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন।

২) অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট এবং অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদানে সমৃদ্ধ কাঠবাদামের খোসা দিয়ে পুষ্টিকর পানীয়ও তৈরি করা যায়। প্রদাহ নাশ করতে, হজম সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে এই পানীয়টি। পাত্রে জল ফুটে উঠলে তার মধ্যে কাঠবাদামের খোসাগুলি দিয়ে দিন। চাইলে এক টুকরো আদা, দারচিনিও দেওয়া যেতে পারে। স্বাদের জন্য অনেকে এই পানীয়ে মধুও মেশান। রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা উন্নত করতে চাইলে ক্যাফিন-মুক্ত এই পানীয়ে চুমুক দেওয়া যেতে পারে।

৩) শুধু মানবদেহের নয়, গাছেদের সার হিসাবেও কাঠবাদামের খোসা ব্যবহার করা যায়। যে হেতু এই উপাদানটি মাটির সঙ্গে সহজে মিশে যায়, তাই সেখান থেকে পরিবেশে কোনও রকম দূষণ ছড়ানোর আশঙ্কাও থাকে না। সার তৈরি করতে প্রথমে বাদামের খোসা ভাল করে রোদে শুকিয়ে নিন। চাইলে মিক্সিতে গুঁড়ো করে নিতে পারেন। আনাজের খোসা, ডিমের খোসা, ফেলে দেওয়া চা পাতার সঙ্গে কাঠবাদামের খোসা মিশিয়ে কম্পোস্ট সার তৈরি করে গাছের গোড়ায় দেওয়া যেতে পারে।

গর্ভাবস্থায় বাড়ছে কোলেস্টেরলের ঝুঁকি

গর্ভাবস্থার সময়টি মহিলাদের জন্য যতটা আনন্দদায়ক, ততটাই কষ্টকরও বটে। কারণ গর্ভাবস্থায় মহিলাদের শরীরে দ্রুত পরিবর্তন হয়। তাই এই পরিস্থিতিতে নিজের যত্ন নেওয়া খুব জরুরি। এই সময়, দু'টি দিকে নজর দিতে হবে, প্রথমত ভাল ডায়েট এবং দ্বিতীয়ত স্বাস্থ্যকর জীবনধারা। কারণ আপনার খাদ্যাভ্যাস ও জীবনধারার সরাসরি প্রভাব পড়তে পারে আপনার সন্তানের স্বাস্থ্যের উপর। অনেক সময় ভুল কিছু খেলে শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। আর গর্ভাবস্থায় কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধি মহিলাদের জন্য মারাত্মক হতে পারে। আর এই ধরনের সমস্যা থেকে বাঁচতে অবিলম্বে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নেওয়া জরুরি। এখন প্রশ্ন হল, গর্ভাবস্থায় কোলেস্টেরল কেন বেড়ে যায়? কীভাবে বোঝা যায় বেড়েছে কোলেস্টেরল? এবং এর প্রতিরোধের উপায় কী? জানুন গর্ভাবস্থায় কোলেস্টেরল বৃদ্ধির কারণ? বিশেষজ্ঞদের মতে,

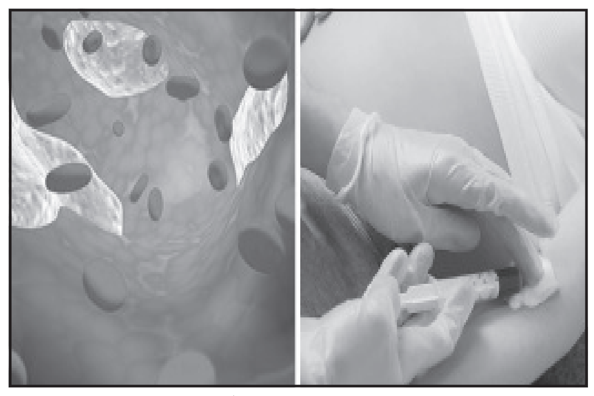

বেশিরভাগ মহিলারা গর্ভাবস্থায় কোলেস্টেরল বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ মহিলাদের শরীরে হরমোনের পরিবর্তন। এই কারণে তাঁদের কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। আসলে, কোলেস্টেরল আমাদের শরীরের একটি আঠালো তরল যা দেখতে মোমের মতো। শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা উচ্চ রক্তচাপ এবং হার্ট অ্যাটাকের মতো সমস্যার ঝুঁকি সহ অনেক সমস্যার জন্ম দিতে পারে। যাইহোক, স্বাস্থ্যকর জীবনধারা এবং ভাল খাদ্যাভ্যাস আপনাকে এই সমস্যা থেকে বাঁচতে সাহায্য করতে পারে। গর্ভাবস্থায় কোলেস্টেরলের ক্রমাগত বৃদ্ধি বিপজ্জনক হতে পারে। এ ক্ষেত্রে এই সমস্যা ধরা পড়ার পর অবিলম্বে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। কারণ গর্ভাবস্থায় যদি শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে যায়, তাহলে তা উচ্চ রক্তচাপ, অকাল প্রসব, শিশুদের জেনেটিক ডিজঅর্ডার, হার্ট অ্যাটাক সহ অনেক সমস্যার ঝুঁকি বাড়ায়।

উচ্চ কোলেস্টেরলের লক্ষণ?

বিশেষজ্ঞদের মতে, কোলেস্টেরল বৃদ্ধির কারণে বুকে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভূত হওয়া, বমি বমি ভাব, উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট এবং ক্লান্তি বা শরীরে দুর্বলতা অনুভব করার মত সমস্যা দেখা দিতে পারে। গর্ভাবস্থায় এই লক্ষণগুলি দেখা দিলে অবশই বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিন।

কোলেস্টেরলের সমস্যা এড়াতে যেসব থেকে দূরত্ব বজায় রাখবেন গর্ভাবস্থায় কোলেস্টেরল বৃদ্ধির কারণ যাই হোক না কেন, চিকিৎসকরা এই সময়ে কোনো ধরনের ওষুধ খাওয়ার পরামর্শ দেন না। আসলে, গর্ভাবস্থায় ওষুধ খাওয়া গর্ভের শিশুর স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। তাই লাগাম টানতে হবে জীবনযাত্রার উপর। এর জন্য নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে, পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘুমোতে হবে, পর্যাপ্ত পরিমাণ জল পান করতে হবে। এছাড়া বেশি করে গোটা শস্য,ফলমূল ও শাকসবজি খান। এবং ফ্যাটযুক্ত খাবার, মটন ইত্যাদি থেকে দূরে থাকুন। শুধু তাই-ই নয়, ধূমপান ও মদপানের অভ্যাস থাকলে অবিলম্বে তা ত্যাগ করতে হবে।

একচিমটে হলুদ, রোজ খেলে এনার্জি বাড়বে ১০০ গুণ

হলুদ যে স্বাস্থ্যের জন্য অনেক উপকারী তা সকলেই জানেন। হলুদ আর দুধ এই দুই আমাদের শরীরের জন্য খুবই উপকারী। হলুদ দুধ স্বাস্থ্যের জন্য তরল সোনা হিসেবেই পরিচিত। শুধু তাই নয়, ঘিয়ের মধ্যে এক চিমটে হলুদ মিশিয়ে খেলে একই উপকার পাওয়া যায় তা কি জানতেন? বহু বছর ধরে আয়ুর্বেদে ব্যবহার করা হচ্ছে এই ঘি আর হলুদের মিশ্রণ। এর থেকে বিভিন্ন ওষুধ তৈরি করা হয়। বিভিন্ন রোগের শক্তিশালী প্রতিষেধক হিসেবেও ব্যবহার করা যায় এই ঘি আর হলুদ। হলুদের সঙ্গে যখন ঘি মেশানো হয় তখন এর মধ্যে হেলদি ফ্যাট আর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট মিলেমিশে থাকে। যে কারণে প্রতিদিন এই মিশ্রণ খেতে পারলে শরীর ভাল থাকে, রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা থাকে। হলুদ আর ঘি- একসঙ্গে

খেলে যে যে উপকার গুলি হয় তা জেনে রাখুন- আর্থাইটিসের সমস্যা রুখতেও খুব ভাল কাজে আসে এই ঘি-হলুদ। প্রদাহ বিরোধী বৈশিষ্ট্য থাকে এই ঘি-হলুদের মধ্যে। যে কারণে ব্যথা-বেদনা রুখতে কাজে আসে এই মিশ্রণ। হলুদের মধ্যে থাকা কারকিউমিন যৌগ রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়ায়, ঘি-এর মধ্যে থাকা বুট্রিক অ্যাসিড অন্ত্র ভাল রাখতে সাহায্য করে। রান্নার মাধ্যমে এই ঘি আর হলুদ মিশিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়াও চা কিংবা কফির সঙ্গে এই হলুদ মিশিয়ে খেতে পারেন। শাকের সঙ্গে প্রথম পাতে ঘি মাখিয়ে ভাত খেতে পারেন। ঘরে ঘি বানিয়ে নিতে পারলে সবচেয়ে ভাল। আর খাঁটি গাওয়া ঘি খেতে পারলে তার উপকারিতা অনেক বেশি। ঘি আগে ভাল করে গলিয়ে নিন। কাঁচা হলুদ শুকনো করে গুঁড়ো করে হলুদ গুঁড়ো তৈরি করে রাখুন। এবার ঘি এর মধ্যে হলুদ মিশিয়ে নিন। ঘি গলিয়ে নিয়ে ওর মধ্যে হলুদ দিয়ে নাড়তে থাকুন গ্যাসে বসিয়েই। সম্পূর্ণ গলে না যাওয়া অবধি নাড়তে থাকুন। একটু ঠান্ডা হলে খান। ঘি-এর মধ্যে চর্বি বেশি থাকে আর তাই অনেকেই ঘি হজম করতে পারেন না ঠিক করে। অনেকের অতিরিক্ত ঘি খেলে ডায়ারিয়া, বমি বমি ভাব, হজমের সমস্যা হতে পারে। যদি পিত্তথলির সমস্যা থাকে, গর্ভবতী থাকেন তাহলে অবশ্যই এসব খাওয়ার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে নেবেন।

কোন খনিজের অভাবে চুল পড়ে?

পুষ্টিবিদেরা বলছেন, নতুন চুল গজানো এবং বাড়বৃদ্ধির জন্য চুলের ফলিকলগুলিকে সক্রিয় রাখতে হয়। তার জন্য প্রতিনিয়ত ফলিকলে প্রোটিন, ভিটামিন এবং খনিজের জোগান দিয়ে যেতে হয়।

কী কী কারণে চুল পড়তে পারে, তা হয়তো অনেকেই জানেন। কিন্তু শরীরে কোনও ভিটামিন বা খনিজের অভাব হচ্ছে কি না, তা যে চুলের মান দেখে আন্দাজ করা যেতে পারে, সেটি অনেকেই জানেন না। বিষয়টি ঠিক কেমন? পুষ্টিবিদেরা বলছেন, নতুন চুল গজানো এবং বাড়বৃদ্ধির জন্য চুলের ফলিকলগুলিকে সক্রিয় রাখতে হয়। তার জন্য প্রতিনিয়ত ফলিকলে প্রোটিন, ভিটামিন এবং খনিজের জোগান দিয়ে যেতে হয়। এইগুলির অভাব হলেই তার প্রভাব পড়ে চুলে। কারও মুঠো মুঠো চুল উঠতে শুরু করে, কারও আবার চুল পাতলা হয়ে যায়। চুলের মান খারাপ হয়ে যাওয়ার নেপথ্যেও কিন্তু কোনও না কোনও খনিজের অভাবের ভূমিকা থাকতে পারে। চুলের কোন লক্ষণ রক্তে কী কী অভাবের ইঙ্গিত দেয়? ১) প্রোটিনের ঘাটতি:- রুক্ষ

চুল কিংবা মাঝখান থেকে চুল ভেঙে যাওয়ার লক্ষণ হতে পারে শরীরে প্রোটিনের ঘাটতি। চুলের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল কেরাটিন। প্রোটিনে সমৃদ্ধ খাবারের মধ্যে থাকে অ্যামাইনো অ্যাসিড। এই অ্যামাইনো অ্যাসিডের সাহায্যেই কেরাটিন সিন্থেসিস প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়। তাই চুল এবং মাথার ত্বকের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে পুষ্টিবিদেরা ডায়েটে প্রতি দিন প্রাণিজ প্রোটিন রাখতে বলেন। পাশাপাশি দুধ, ডাল, দানাশস্য, বাদাম কিংবা বীজ খেলেও প্রোটিনের ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব।

২) আয়রনের ঘাটতি:- দামি, ঘরোয়া, আয়ুর্বেদিক টোটকা কোনও কিছুতেই চুল ঝরার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় এই ধরনের সমস্যাকে বলা হয় 'টেলোজেন এফ্লুভিয়াম'। চুল পড়ার নানাবিধ কারণ থাকতে পারে। তার মধ্যে একটি হতে পারে রক্তে আয়রনের ঘাটতি। মাথার ত্বক, চুলের ফলিকলে অক্সিজেন পৌঁছে দেওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে আয়রন। অতএব এই খনিজের ঘাটতি হলে চুল পড়ার পরিমাণ বাড়বে। তাই চিকিৎসকেরা ডায়েটে বেশি করে শাকসব্জি, ভিটামিন সি-সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

৩) জিঙ্কের ঘাটতি:- মাথার ত্বকের সেবাম ক্ষরণ, পিএইচের সমতা বজায় রাখতে সাহায্য করে জিঙ্ক। পাশাপাশি ফলিকল মজবুত করতেও সাহায্য করে এই খনিজটি। সুতরাং মাথার ত্বক যদি খুব শুষ্ক হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে রক্তে জিঙ্কের মাত্রা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। কুমড়ো বীজ, বাদাম, সয়াবিন, কড়াইশুঁটি, ভুট্টা, বেদানা, সামুদ্রিক মাছের মতো খাবারে জিঙ্কের পরিমাণ বেশি। তাই ডায়েটে এই ধরনের খাবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে রাখা যেতে পারে। ৪) বায়োটিনের ঘাটতি:- চুল তো পড়ছেই, সঙ্গে তা পাতলাও হতে শুরু করেছে। চিকিৎসকেরা বলছেন, চুল পাতলা হয়ে যাওয়া, ইংরেজিতে যাকে 'হেয়ার থিনিং' বলা হয়, তার নেপথ্যে বায়োটিন নামক খনিজের ভূমিকা থাকতেই পারে। ডিম, কাঠবাদাম, মিষ্টি আলু, কলার মতো খাবার নিয়মিত খেলে শরীরে বায়োটিনের ঘাটতি পূরণ হয়।

রোগভোগের ঝুঁকি এড়াতে খেতে হবে যেসব খাবার

আমাদের জীবনযাত্রার সাথে জড়িত প্রতিটি ছোট জিনিস আমাদের স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে। সুস্থ থাকার পাশাপাশি অন্যান্য রোগ এড়াতে তাই ডায়েটে জোর দেওয়া খুবই জরুরি। যৌবনে শরীর সবল ও সুস্থ থাকলেও, বয়স ত্রিশ পার হওয়ার পর থেকেই বেশীরভাগ সময় শরীরে নানা সমস্যা দেখা দিতে থাকে। কীভাবে এই ধরনের সমস্যা এড়ানো যায়? স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা সবসময় পরামর্শ দেন যে অকাল বার্ধক্য রোধ করতে, মানসিক চাপ, খাদ্য, ব্যায়াম এবং ঘুমের দিকে বিশেষ নজর দিতে। ৩০ বছর বয়সের পর আপনি কীভাবে আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিচ্ছেন তাই নির্ধারণ করে যে পরবর্তী ১০ থেকে ১২ বছর কেমন থাকবেন আপনি। তাই

জেনে নিন সুস্থ থাকতে কী খাবেন ফাইবারযুক্ত খাবার: ডায়েটে অবশ্যই ফাইবার যোগ করুন। তাতে হৃদরোগ, টাইপ ২ ডায়াবেটিস এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি কমে। বিশেষজ্ঞদের মতে, মানব শরীরের প্রতিদিন কমপক্ষে ৩০ গ্রাম ফাইবার প্রয়োজন। অতএব, খাদ্যতালিকায় ফল, শাকসবজি এবং গোটা শস্য যোগ করুন। ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড মস্তিষ্ককে সুস্থ রাখতে সাহায্য। এছাড়া মেজাজ ঠিক রাখতে, প্রদাহ কমাতে, আয়ু বৃদ্ধির পাশাপাশি কার্ডিওভাসকুলার রোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে এই বিশেষ অ্যাসিড। এক্ষেত্রে ডায়েটে যোগ করতে হবে স্যামন বা সার্ডিন মাছ। এছাড়া বাদাম ও চিয়া বীজও খেতে পারেন। ক্যালসিয়াম: শরীরের হাড়ের যত্ন নেওয়াও জরুরি। ৩০ বছর বয়সের পরে, হাড় দুর্বল হতে শুরু করে। এই বয়সে উচ্চ ক্যালসিয়ামযুক্ত খাবার যেমন দুধ, দই, পনির, ব্রোকলি, পালং শাক, কেলা এবং বাদাম খেতে হবে। প্রোটিনের দিকে খেয়াল রাখুন: পেশী বৃদ্ধির জন্যও প্রোটিন প্রয়োজনীয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, ৩০ বছর বয়সের পর শরীরের প্রোটিনের আরও প্রয়োজন হয়। পুরুষদের প্রতিদিন কমপক্ষে ৫৫ গ্রাম প্রোটিন খাওয়া উচিত এবং মহিলাদের প্রতিদিন ৪৫ গ্রাম প্রোটিন খাওয়া উচিত। তাই ডায়েটে ডিম, দুধ, ডাল, মটরশুটি এবং সয়াবিনের মতো জিনিসগুলি যোগ করুন। সুস্থ থাকবেন।

চোখের জন্য গাজর উপকারী

গাজরে রয়েছে বিটা ক্যারোটিন, যা শরীরে গিয়ে ভিটামিন এ-তে পরিণত হয়। এই ভিটামিনটি ত্বক এবং চুলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ত্বকের সেবাসিয়াম গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন প্রাকৃতিক তেল বা সেবাম উৎপাদনেও ভিটামিন এ-র ভূমিকা রয়েছে।

চোখের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে নিয়মিত গাজর খেতে বলেন পুষ্টিবিদেরা। কারণ, এই সব্জিতে ভিটামিন এ-এর পরিমাণ বেশি। তবে সমাজমাধ্যমে ঘোরাফেরা করলে দেখা যায়, ইদানীং নেটপ্রভাবীদের কাছে এই রসের গুরুত্ব হঠাৎ করে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁদের বক্তব্য, চুলের ঘনত্ব বাড়িয়ে তুলতে গাজরের রস অনেকটা 'ম্যাজিক পোশন'-এর মতো কাজ করে। তা কি আদৌ সত্যি? অনেকেই হয়তো জানেন, গাজরে রয়েছে ভিটামিন এ,

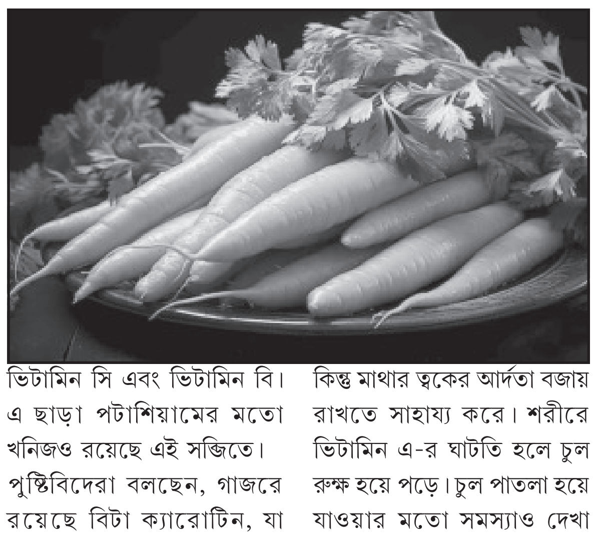

ভিটামিন সি এবং ভিটামিন বি। এ ছাড়া পটাশিয়ামের মতো খনিজও রয়েছে এই সব্জিতে।

পুষ্টিবিদেরা বলছেন, গাজরে রয়েছে বিটা ক্যারোটিন, যা শরীরে গিয়ে ভিটামিন এ-তে পরিণত হয়। এই ভিটামিনটি ত্বক এবং চুলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ত্বকের সেবাসিয়াম গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন প্রাকৃতিক তেল বা সেবাম উৎপাদনেও ভিটামিন এ-র ভূমিকা রয়েছে। এই সেবাম কিন্তু মাথার ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। শরীরে ভিটামিন এ-র ঘাটতি হলে চুল রুক্ষ হয়ে পড়ে। চুল পাতলা হয়ে যাওয়ার মতো সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

ভিটামিন সি কোলাজেন সিন্থেসিসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। চুলের গঠন এবং মান ভাল রাখতে সাহায্য করে এই প্রোটিন। চুল মজবুত করতে এবং ইলাস্টিসিটি বজায় রাখতেও সাহায্য করে। পাশাপাশি অন্ত্র থেকে আয়রন শোষণ করতেও সাহায্য করে ভিটামিন সি।

গাজরে খুব অল্প হলেও বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন বি রয়েছে। বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গিয়েছে, চুলের ঘনত্ব বৃদ্ধি করতে বায়োটিন (ভিটামিন বি৭)-এর ভূমিকা রয়েছে। আবার, পরোক্ষ ভাবে হলেও চুলের বাড়বৃদ্ধিতে পটাশিয়ামেরও ভূমিকা রয়েছে। শরীরে ফ্লুইডের সমতা বজায় রাখে এই খনিজটি।

নতুন চুল গজানো এবং চুল পড়ার যে স্বাভাবিক চক্র, তা পুষ্টির উপর নির্ভর করলেও চিকিৎসকেরা বলছেন, কার চুলের বাড়বৃদ্ধি কেমন হবে তা অনেকটা নির্ভর করে জিন, হরমোন এবং পরিবেশগত নানা বিষয়ের উপর।

ডায়াবেটিস রোগ সারা বিশ্বে দ্রুত

ছড়িয়ে পড়ছে। শুধু বয়স্করাই নয়, তরুণরাও ডায়াবেটিসের কবলে পড়ছে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, দুর্বল জীবনযাপন এবং মানসিক চাপের কারণে ডায়াবেটিসের ঘটনা দ্রুত বাড়ছে। ডায়াবেটিস এর কোন প্রতিকার নেই, তবে ডায়েটে লাগাম টানলে এই সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। ডায়াবেটিস রোগীদের খাবারের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। ডায়েটে অবশ্যই সবুজ শাকসবজি রাখতে হবে। যাতে তার শরীর, প্রয়োজনীয় পুষ্টি পায়। শাকসবজি, ডায়াবেটিস রোগীদের রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। শাকসবজি খাওয়া শুধু ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের জন্যই নয়, অনেক গুরুতর রোগের হাত থেকেই শরীরকে রক্ষা করে। আসুন জেনে নেওয়া যাক ডায়াবেটিস রোগীদের কোন শাকসবজি খাওয়া উচিত। পালং শাককে আয়রনের ভাল উৎস হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। এতে সব ধরনের পুষ্টি উপাদান পাওয়া যায়। ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য পালং শাক আশীর্বাদের চেয়ে কম কিছু নয়। একটি গবেষণা অনুযায়ী, পালং শাক

ইনসুলিনের সংবেদনশীলতা উন্নত করে। ডায়াবেটিস রোগীরাও পালং শাকের জুস বানিয়ে পান করতে পারেন। উপকার পাবেন। ঢেঁড়শ:- ঢেঁড়শে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার রয়েছে। গবেষণা অনুযায়ী, ঢেঁড়শ খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা কমে। ওকরায় পাওয়া ফাইবার অন্ত্রে চিনির শোষণের প্রক্রিয়াকে ধীর করে দেয়। এছাড়া আরও অনেক রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ওকড়া খুবই উপকারী।

টমেটো:- বাঙালি রান্নায় সর্বত্রই ব্যবহৃত হয় টমেটো। টমেটো ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য খুবই উপকারী। এতে রয়েছে লাইকোপিন নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা রক্তে শর্করাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। এছাড়া এতে উপস্থিত ভিটামিন সি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে টমেটো হার্টের জন্যও ভীষণই ভাল।

বুধবার আগরতলায় বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজের উদ্যোগে এক র‍্যালির আয়োজন করা হয়।

যুব শক্তির নবজাগরণ, রাজীব নগরে ডিওয়াইএফআই ইউনিট সম্মেলন সম্পন্ন ১১ সদস্যের নতুন কমিটি গঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৮ জুন: আজ ১৮ই জুন,২০২৫ ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন (ঙ্গুচজ্জ)-এর রাজীবনগর ইউনিট সম্মেলন আয়োজিত হয় উৎসব মুখর পরিবেশে।সম্মেলনের সূচনা হয় সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে। পতাকা উত্তোলন করেন ডি ওয়াই এফআই-এর নলচর অঞ্চল কমিটির সম্পাদক সুমন দে। এরপর শহীদ বেদীতে মাল্যদান ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।শহীদদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রাক্তন বিধায়ক তপন দাস,যুবনেতা সুমন দে,সজল দাস,তাপস দে সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।সম্মেলনে প্রতিনিধি রিপোর্ট পেশ করেন তাপস দে এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও যুব আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন যুব নেতা সুমন দে ও প্রাক্তন বিধায়ক তপন দাস।

সম্মেলন শেষে ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রাথমিক কমিটি গঠন করা হয়। নবনির্বাচিত সভাপতি নির্বাচিত হন সুশীল দাস এবং সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পান সুমন দে।স্থানীয় যুব সমাজের মধ্যে এই সম্মেলন উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে।উপস্থিত নেতৃবৃন্দ জানান এই নতুন কমিটির নেতৃত্বে আগামী দিনে যুব আন্দোলন আরও বেগবান ও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে।

দক্ষিণ গারো পার্বত্য অঞ্চলে শিক্ষা, ক্রীড়া ও পর্যটন খাতে বড় প্রকল্প চালু করলেন মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী

বাঘমারা, ১৮ জুন, ২০২৫: মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে. সাংমা ১৮ই জুন দক্ষিণ গারো পার্বত্য অঞ্চলের বাঘমারায় ক্যাপ্টেন উইলিয়ামসন মেমোরিয়াল গভর্নমেন্ট হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের নতুন ভবন নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। ৭ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিতব্য এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল এই অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের জন্য উন্নত শিক্ষাগত অবকাঠামো তৈরি করা।

স্কুলটির নামকরণ করা হয়েছে মেঘালয়ের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন উইলিয়ামসন এ. সাংমার নামে, যিনি রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক কিংবদন্তী ব্যক্তিত্ব।

মুখ্যমন্ত্রী তার অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে বলেছেন, 'নতুন ভবনটি এলাকার শিক্ষার্থীদের জন্য একটি আশীর্বাদ হবে, যারা এই অঞ্চলকে উন্নয়নের বিভিন্ন স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য বেড়ে উঠবে।'

যুবকদের ক্ষমতায়নের জন্য আরও একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে, মুখ্যমন্ত্রী সাংমা বাঘমারায় একটি সিন্থেটিক অ্যাথলেটিক ট্র্যাক এবং তার সাব-বেস নির্মাণেরও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। এই প্রকল্পটি রাজ্যের শক্তিশালী ক্রীড়া অবকাঠামো নির্মাণের বৃহত্তর লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যার মাধ্যমে তরুণ প্রতিভাদের চিহ্নিত ও লালন-পালন করা হবে।

তিনি বলেন, 'এটি আমাদের তরুণদের প্রতিভা বিকাশের জন্য রাজ্য জুড়ে ক্রীড়া অবকাঠামো বিকাশের আমাদের লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এটি আমাদের যুবকদের উৎসর্গীকৃত।'

এর আগে ১৭ জুন, মুখ্যমন্ত্রী এই জেলায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন --- সিজু আড়ুরা ট্রেইল (সিজু হ্যাংগিং ব্রিজের দিকে যাওয়া পথ) এবং সিজুতে একটি ট্যুরিস্ট লজ নির্মাণ। উভয় উদ্যোগই রাজ্য পরিকল্পনা প্রকল্পের অধীনে অর্থায়ন করা হয়েছে এবং ইকো-ট্যুরিজম বৃদ্ধি, স্থানীয় সংযোগ উন্নত করা এবং সম্প্রদায়ের জন্য জীবিকার সুযোগ তৈরির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী সাংমা বলেন, 'এই উদ্যোগগুলির লক্ষ্য হল সংযোগ বৃদ্ধি করা, স্থানীয় পর্যটনকে উৎসাহিত করা এবং সম্প্রদায়ের জন্য সুযোগ তৈরি করা।'

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে সীমান্তে অনন্য উদ্যোগ! শ্রীমন্তপুরে বিএসএফ-এর যোগ অভ্যাসে অংশ নিলেন জওয়ান,জন প্রতিনিধি ও স্থানীয় মানুষ।

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৮ জুন: আন্তর্জাতিক যোগ দিবসকে সামনে রেখে সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ-এর ৮১ নম্বর ব্যাটালিয়নের এক প্রশংসনীয় উদ্যোগে বুধবার শ্রীমন্তপুর স্থলবন্দরে অনুষ্ঠিত হয় এক বিশেষ যোগঅভ্যাস।

শ্রীমন্তপুর বি.ও.পি.র অন্তর্গত এই স্থানে আয়োজিত যোগাভ্যাসে অংশ নেন বাহিনীর প্রশিক্ষিত যোগা ট্রেনার,বিএসএফ জওয়ান এবং আশেপাশের সীমান্ত এলাকার জনসাধারণ ও জন প্রতিনিধিরা।দুর্যোগ পূর্ণ আবহাওয়াকেও উপেক্ষা করে এদিনের যোগাভ্যাসে অংশগ্রহণ করেন বাতাদোলা, মতিনগর, ইউ.এনসিনগর, কুলুবাড়ী,ধনপুর, শালপুকুর, শালটিলা,নির্ভয়পুর এবং শ্রীমন্তপুরের প্রায় প্রতিটি বিওপি থেকে আগত বিএসএফ জওয়ানরা।

সেই সঙ্গে সোনাপুর, শ্রীমন্তপুর, নতুন বাজার, সাহাপুর সহ বিভিন্ন গ্রামের জন প্রতিনিধি ও সাধারণ মানুষও সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেন।বাহিনীর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট নহীত মুম্বালিয়া সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।এই ধরনের স্বাস্থ্যসচেতন এবং জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করার এই প্রয়াসকে স্বাগত জানান সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিল্লাল মিয়া ও বিশিষ্ট সমাজসেবক জলিল মিয়া সহ অন্যান্য স্থানীয় নেতৃত্ব।সীমান্ত এলাকায় এই ধরনের যৌথ উদ্যোগ শুধুমাত্র শরীরচর্চা নয়,বরং জওয়ান ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্য, সচেতনতা এবং জাতীয় সংহতির এক অনন্য নিদর্শন হিসেবেও উঠে আসে।

সনাতনী সুশিক্ষার ভাবধারার শ্রীবৃদ্ধিকল্পে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট ৭ দফা দাবী সনদ পেশ করল বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজ ত্রিপুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন: সনাতনী সুশিক্ষার ভাবধারার শ্রীবৃদ্ধিকল্পে ৭ দফা দাবী আদায়ে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট এক ডেপুটেশন প্রদান করে বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজ ত্রিপুরা। বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজ ৭দফা দাবি সনদ পেশ করেছে।

দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হল রাজ্যের সকল বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সংস্কৃতকে অবশ্য পাঠ্য হিসেবে পাঠদান। রাজ্যে একটি সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় নিজস্ব ভূমিতে ছিল, বর্তমানে সেই সংস্কৃত কলেজ বন্ধ, সেই সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় পুনরায় চালু করা। ব্রাহ্মণ সমাজ বর্তমানে আর্থিকভাবে অনেক পিছিয়ে, তাই ব্রাহ্মণ সন্তানদের শিক্ষার জন্য আর্থিক সাহায্য হিসাবে স্টাইপেন্ড প্রদানের ব্যবস্থা করা, আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল বয়স ৫০ উর্দ ব্রাহ্মণদের মাসিক ভাতা প্রদান, রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমায় অবস্থিত পুরানো মন্দিরগুলি সরকারী উদ্যোগে সংস্কার ও উন্নয়ন করে মন্দিরগুলির পুরোহিতদের মাসিক ভাতা চালু করা, রাজ্যের প্রতিটি মহকুমার পাঠাগারে সনাতনী ধর্মগ্রন্থ তথা হিন্দু শাস্ত্রাদির গ্রন্থ দিয়ে পরিপূর্ণ পাঠাগার তৈরী করে সনাতনী আর্দশে ভাবী প্রজন্মকে পাঠদানে অনুপ্রাণিত ও সুযোগ দান করা , ”রঘুনাথ চতুষ্পাঠী” শিক্ষালয়ের জন্য কিছু কমপিউটার, প্রজেক্টর ও ফার্নিচার (শিক্ষার্থীদের জন্য বসার চেয়ার টেবিল, গ্রন্থ রাখার আলমিরা) প্রদান করে সহযোগিতার আবেদন জানানো হয়।

টাকারজলায় গড়িয়া উৎসব অনুষ্ঠিত

জম্পুইজলা, ১৮ জুন: জনগণের সার্বিক অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে গতকাল টাকারজলা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গড়িয়া উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।এ উৎসবের উদ্বোধন করেন জম্পুইজলা ব্লকের বিএসি”র চেয়ারম্যান ধীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং হামারি বদল সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীগণ গড়িয়া নৃত্য, জাদুনি গান পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জম্পুইজলা ব্লকের বিএসি”র ভাইস চেয়ারম্যান নীরঞ্জন কলই, সমাজসেবী রবীন্দ্র দেববর্মা, সমাজসেবী নির্মল দেববর্মা, সমাজসেবী রঞ্জন দেববর্মা, সমাজসেবী জওহর দেববর্মা, হামারি বদল সোসাইটির সম্পাদক মতিলাল দেববর্মা প্রমুখ।

টেকসই কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে মিজোরামে রাবার মিশনের অগ্রগতি পর্যালোচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী লালদুহোমা

আইজল, মিজোরাম উ ১৮ জুন, ২০২৫ মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী লালদুহোমা রাজ্যের কৃষিখাতে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে রাবার মিশনের অগ্রগতি পর্যালোচনায় এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। মাটি ও জল সংরক্ষণ এবং ভূমি সম্পদ দপ্তরের ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে এই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় রাজধানী আইজলে।

২০২৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর শুরু হওয়া 'চিফ মিনিস্টার রাবার মিশন' মিজোরামের কৃষির চেহারা পালটে দেওয়ার একটি মহৎ পদক্ষেপ। বৈঠকে রাবার চাষের পাশাপাশি মাটির ক্ষয় রোধ, জলাধার নির্মাণ, সংযোগ সড়ক তৈরি, গুদাম অবকাঠামো এবং ফসল বৈচিত্রকরণের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প নিয়েও আলোচনা হয়।

এই প্রকল্পে নাবার্ড -এর অর্থায়নে ২৭.৯৮ কোটি টাকার বরাদ্দ রয়েছে।

চার বছরের মধ্যে সাতটি জেলায় বার্ষিক ১,০০০ হেক্টর করে মোট ৪,০০০ হেক্টর জমিতে রাবার চাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে। প্রতিবছর অন্তত ১,০০০ কৃষক এই প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত হবেন, বিশেষত যাঁরা ঐতিহ্যবাহী কৃষিতে কম আয় পেয়ে থাকেন। মিজোরামের ভৌগোলিক ও জলবায়ুগত পরিস্থিতির সঙ্গে রাবার চাষ উপযোগী হওয়ায় এটি কৃষকদের জন্য লাভজনক হওয়ার পাশাপাশি পরিবেশগত দিক থেকেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে যেমন মাটির দৃঢ়তা বৃদ্ধি ও কার্বন শোষণ।

মুখ্যমন্ত্রী লালদুহোমা বলেন, “এটা শুধু রাবার গাছ লাগানোর প্রকল্প নয়, এটি আমাদের কৃষি অর্থনীতিকে আরও আত্মনির্ভর ও ভবিষ্যতমুখী করে তোলার একটি রূপান্তরমূলক উদ্যোগ।” তিনি মিশনের বাস্তবায়নে মন্ত্রী লালথানসাঙ্গার নেতৃত্বের প্রশংসাও করেন।

পর্যালোচনায় উল্লেখযোগ্য অবকাঠামো উন্নয়নের কথাও উঠে আসে, যার মধ্যে সংযোগ সড়ক ও গুদাম নির্মাণ কৃষিপণ্যের দ্রুত বাজারে প্রবেশ নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি, সেচের জন্য জলাধার তৈরির মতো জল সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থাকে রাবার চাষ ও ফসল বৈচিত্রকরণে সহায়ক হিসেবে দেখা হয়েছে।

দিনের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর নিজ এলাকা সেরচিপ পরিদর্শনে যান। সেখানে পিডব্লিউডি রেস্ট হাউসে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং তাঁদের বিভিন্ন সমস্যা ও চাহিদা শোনেন। পরে তিনি মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশ নেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে 'ভানতাং ভিলটু অ্যাপস' উদ্বোধন করেন। এই ডিজিটাল অ্যাপসের মাধ্যমে গ্রামীণ মিজোরামে প্রশাসনিক পরিষেবা আরও সহজ ও নাগরিকমুখী করে তোলার লক্ষ্যে কাজ করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর এই পরিদর্শন ও পর্যালোচনা মিজোরামে কৃষি ও প্রশাসনিক খাতে টেকসই উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিকে আরও জোরদার করল বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

মিজোরাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে শীঘ্রই ক্লাস শুরু হবে: মুখ্যমন্ত্রী লালডুহোমা

সেরছিপ, ১৮ জুন : মিজোরাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে শীঘ্রই ক্লাস শুরু হতে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী লালডুহোমা বুধবার সেরছিপ শহরে এক অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা করেছেন। কলেজটি পূর্বে প্রযুক্তিগত ও অবকাঠামোগত সমস্যার কারণে দেরীতে শুরু হয়েছিল।

এই অনুষ্ঠানে মিজোরাম সিভিল সার্ভিসেস পরীক্ষা এবং স্কুল বোর্ডের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনাও জানানো হয়।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যে একটি স্টেট ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি এনআইটি এবং আইটিআই-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

লালডুহোমা বলেন, 'প্রত্যেকে স্বাবলম্বী হয়ে রাজ্যের এবং মিজো সমাজের অগ্রগতির জন্য কাজ করুক।'

উল্লেখ্য, মিজোরাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটি ২০১৯ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেছিলেন। তবে, কর্মকর্তাদের মতে, প্রযুক্তিগত ও অবকাঠামোগত সমস্যার কারণে ক্লাস শুরু করা সম্ভব হয়নি।

লুংলেই শহর থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার দূরে পুকপুই গ্রামে ২৪.৯ একর জমির উপর কলেজটি নির্মিত হয়েছে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, রাষ্ট্রীয় উচ্চতর শিক্ষা অভিযান এর অর্থায়নে ২৬ কোটি টাকা ব্যয়ে এটি নির্মিত হয়েছে। কলেজটিতে ৩০০ জন শিক্ষার্থীর ধারণক্ষমতা রয়েছে এবং এটি একটি ল্যাবরেটরি, একটি লাইব্রেরি, একটি ক্যাফেটেরিয়া, একটি শিক্ষার্থীদের কমন রুম এবং ছেলে ও মেয়েদের হোস্টেল দিয়ে সজ্জিত। তারা আরও জানান, কলেজটি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং - এই তিনটি বিভাগ নিয়ে কাজ শুরু করবে।

চুরাচাঁদপুরে ”অন্যায্য গ্রেপ্তার” নিয়ে কুকি নারীদের বিক্ষোভ, মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ

১৮ জুন, ২০২৫ তারিখে মণিপুরের চুরাচাঁদপুর জেলায় হাজার হাজার কুকি জো সম্প্রদায়ের নারী রাস্তায় নামেন নিরাপত্তা সংস্থাগুলির দ্বারা সম্প্রদায়ের সদস্যদের ”অন্যায্য গ্রেপ্তার”-এর প্রতিবাদ জানাতে। কুকি উইমেন অর্গানাইজেশন ফর হিউম্যান রাইটস -এর নেতৃত্বে এই বিক্ষোভ মিছিল সকাল ১১টায় কোইতে গ্রাউন্ড থেকে শুরু হয়ে টুইবুং-এর পিস গ্রাউন্ডে গিয়ে শেষ হয়। বিক্ষোভকারীরা হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে 'মানবাধিকারকে সম্মান করুন', 'বাছাই করে বিচার নয়', 'কুকি জো সম্প্রদায়ের জন্য বিচার চাই', এবং 'অন্যায্য গ্রেপ্তার বন্ধ করো' ইত্যাদি স্লোগান তোলেন।

বিক্ষোভের শেষে কেডব্লিউওএইচআর-এর পক্ষ থেকে একটি স্মারকলিপি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে জমা দেওয়া হয়, যেখানে সম্প্রতি আরও দুই কুকি ব্যক্তির গ্রেপ্তারের ঘটনা তুলে ধরা হয় এবং একে ”অন্যায্য” বলে দাবি করা হয়। সংগঠনটির দাবি, এই গ্রেপ্তারগুলি জাতিগত প্রোফাইলিং-এর একটি উদাহরণ এবং অবিলম্বে এসব গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিদের মুক্তি দিতে হবে। এছাড়াও, তারা বিচার বিভাগীয় তদন্ত, সশস্ত্র মিলিশিয়াদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ, লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধারের প্রচেষ্টা এবং রাজ্য সংস্থাগুলোর সঙ্গে সম্ভাব্য মদতের তদন্তের দাবিও জানায়।

মন্দিরে মাংস ফেললে তা শুয়োরের মাংস হবে, গরুর মাংস নয়: হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

গুয়াহাটি, ১৮ জুন, ২০২৫: আসামের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বুধবার কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর গরুর মাংস এবং মন্দির অপবিত্রতা সম্পর্কিত সাম্প্রতিক মন্তব্যগুলিকে 'বিষাক্ত' এবং হিন্দু ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার মতো বলে তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী শর্মা বলেন, 'এটা রাহুল গান্ধীর সাধারণ মানসিকতার প্রতিফলন। যদি হিন্দুরা মন্দিরে মাংস ফেলতো, তবে তা শুয়োরের মাংস হতো, গরুর মাংস নয়। আমরা কেন গরুর মাংস ব্যবহার করব? এই ধরনের মন্তব্য তার বিষাক্ত মানসিকতা এবং গভীরন্দ্রদ্রষ্ঠত্রত্ম পক্ষপাতিত্বকে তুলে ধরে।'

মুখ্যমন্ত্রী সেই কংগ্রেস নেতার মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া দিচ্ছিলেন, যাকে রাহুল গান্ধীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে দেখা হয়। ওই কংগ্রেস নেতা অভিযোগ করেছিলেন যে আসামের একটি মন্দিরে গরুর মাংসের টুকরো হিন্দু গোষ্ঠীগুলি নিজেরাই ফেলে থাকতে পারে।

এই অভিযোগের তীব্র বিরোধিতা করে মুখ্যমন্ত্রী শর্মা বলেন, 'যদি মন্দিরে গরুর মাথা পাওয়া যায়, তাহলে বাকি শরীরটা কোথায়? বিজেপি, আরএসএস বা কোনো হিন্দু গোষ্ঠী যদি এটা করতো — তারা কি বাকিটা খেয়ে ফেলতো? রাহুল গান্ধী আসলে কী বোঝাতে চাইছেন? যে হিন্দুরা গরু জবাই করে, মন্দিরে মাথা ফেলে দেয় এবং বাকি মাংস খেয়ে ফেলে? এই মন্তব্যগুলি উস্কানিমূলক এবং অগ্রহণযোগ্য।'

মুখ্যমন্ত্রী আরও জোর দিয়ে বলেন, 'আসামের মন্দিরে গরুর মাংস ফেলার ঘটনায় অভিযুক্তদের সবাইকে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায় থেকে ধরা হয়েছে। কিন্তু এখানে, রাহুল গান্ধীর পুতুল (ঘনিষ্ঠ সহযোগী) অভিযোগ করছেন যে হিন্দুরা গরুর মাথা কেটে মন্দিরে ফেলে দেয় এবং বাকি মাংস খেয়ে ফেলে। এটা মানুষকে উস্কে দেওয়া ও বিভেদ সৃষ্টির জন্য একটি জঘন্য বিকৃতি।'

শর্মা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে এই ধরনের মন্তব্য 'অনেক হিন্দুর রাহুল গান্ধী এবং কংগ্রেস পার্টির প্রতি তীব্র বিরোধিতা'-র অন্যতম প্রধান কারণ। তিনি অভিযোগ করেন যে বিরোধী দল রাজনীতির আড়ালে বারবার হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাসকে আক্রমণ করছে।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২০২৫-এর জন্য প্রস্তুত অরুণাচল প্রদেশের স্বাস্থ্য বিভাগ

ইটানগর, ১৮ জুন, ২০২৫: আগামী ২১শে জুন অনুষ্ঠিতব্য একাদশ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপনের জন্য জোর প্রস্তুতি চালাচ্ছে অরুণাচল প্রদেশের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ। এবারের দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল ”এক পৃথিবী, এক স্বাস্থ্যের জন্য যোগ” (”দ্রস্থ্ব এদ্রন ঞ্জদ্রত্র ক্কখন্ঠ,ঞ্জদ্রত্র ছত্রখনষ্ঠ”), যা ব্যক্তিগত সুস্থতার সাথে গ্রহের সার্বিক সুস্থতার যোগসূত্রকে তুলে ধরে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিয়ুরাম ওয়াহগে এই প্রস্তুতির অগ্রভাগে রয়েছেন। তিনি সম্প্রতি জেলা মেডিকেল অফিসার (ঙ্গপ্পঞ্জ) এবং জেলা প্রজনন ও শিশু স্বাস্থ্য অফিসারদের (ঙ্গট্রঙ্খছঞ্জ) সাথে একটি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজ্যের প্রস্তুতির মূল্যায়ন করেছেন। এই বৈঠকে বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যোগ দিবসের কার্যক্রমগুলির সুষ্ঠু সমন্বয় নিশ্চিত করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

মন্ত্রী ওয়াহগের সাথে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা ড. মহেশ চাই, স্বাস্থ্য সচিব বিবেক এইচ.পি. (আইএএস) এবং অন্যান্য ঊর্ধতন কর্মকর্তারা। তাঁদের আলোচনার মূল বিষয় ছিল সম্পদ সংগ্রহ, সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং যোগকে বৃহত্তর জনস্বাস্থ্য কৌশলের সাথে একীভূত করা।

টেলিকম পরিকাঠামো উন্নয়নের অগ্রাধিকারে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে সংযোগ বৃদ্ধির উদ্যোগ তাওয়াং প্রশাসনের

তাওয়াং, ১৮ জুন : অরুণাচল প্রদেশের সীমান্তবর্তী তাওয়াং জেলা উন্নয়নের লক্ষ্যে একাধিক পরিকাঠামোগত প্রকল্প গ্রহণ করেছে জেলা প্রশাসন। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার পেয়েছে টেলিকম সংযোগ উন্নয়ন। জেলার দুর্গম ও সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে নেটওয়ার্ক শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে নাগরিক পরিষেবা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়নই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

জেলা শাসক নামগিয়াল অ্যাঙ্গমো সম্প্রতি বিএসএনএল, রিলায়েন্স জিও, এবং এয়ারটেল-এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসেন। এই বৈঠকে ভারতীয় সেনা আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে নতুন মোবাইল টাওয়ার বসানো এবং পুরনো কেবলের নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এই পরিকাঠামোগত উন্নয়নকে শহর সৌন্দর্য্যায়ন প্রকল্পের সঙ্গে সমন্বয় করার পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে।

বৈঠকে জেলা তথ্যপ্রযুক্তি আধিকারিক তেনজিন ফুন্টসোক এবং নির্বাহী প্রকৌশলী সাং ফুন্টসো উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কাজ সম্পন্ন করার রূপরেখা তৈরি করেন।

এছাড়াও আসন্ন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২০২৫ এবং 'ধরতি আভা জন ভাগিদারি অভিযান'-এর প্রস্তুতি নিয়ে পৃথক বৈঠক হয়। ভারতীয় সেনা, আইটিবিপি ও এসএসবি-র প্রতিনিধিরা স্থানীয় প্রশাসন ও বাজার কল্যাণ সমিতিগুলির সঙ্গে এই কর্মসূচিতে সর্বস্তরের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয়ে মতবিনিময় করেন।

সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত অপর একটি বৈঠকে জেলা পর্যটন উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ নিয়ে আলোচনা হয়। অতিরিক্ত জেলা শাসক তাশি ধনডুপ, সহকারী কমিশনার তসেরিং চেডন ও দিবান মারা স্থানীয় শিল্পীদের উন্নয়ন এবং টেকসই পর্যটন আয়ের দিশায় কর্মপন্থা উপস্থাপন করেন। জেলা পর্যটন আধিকারিক তসেরিং দেকি বিভিন্ন দপ্তরের সমন্বয়মূলক ভূমিকার উপর জোর দেন যাতে তাওয়াংয়ের অনন্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিশ্বদরবারে তুলে ধরা যায় এবং পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রেখে পর্যটনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

জেলার এই সমন্বিত পরিকল্পনাগুলি অরুণাচল প্রদেশের দুর্গম অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা পরিকাঠামোগত ঘাটতির মোকাবিলায় একটি কৌশলগত পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিশেষ করে টেলিকম সংযোগের উন্নতি সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

তাওয়াং জেলা প্রশাসনের এই বহুমুখী কৌশল ডিজিটাল পরিকাঠামো, সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ এবং পর্যটন উন্নয়নকে একত্র করে সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি করছে।

মার্ঘেরিটার ৮৩তম আসনে উন্নয়নমূলক প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করলেন আসামের মন্ত্রী বিমল বোরাহ

মার্ঘেরিটা, ১৮ জুন, ২০২৫: তৃণমূল স্তরের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে, তিনসুকিয়া জেলার অভিভাবক মন্ত্রী বিমল বোরাহ বুধবার মার্ঘেরিটায় এক উচ্চ-পর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠক করেন। এই বৈঠকে তিনি ৮৩তম মার্ঘেরিটা নির্বাচনী এলাকায় রাজ্য সরকারের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন।

মার্ঘেরিটা সহকারি জেলা কমিশনার কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে অরুণোদয় প্রকল্প, মুখ্যমন্ত্রী আত্মনির্ভর আসাম অভিযান, মহিলা উদ্যোগ অভিযান, এবং মুখ্যমন্ত্রী এক্টি কুলি দুটি পাত উদ্যোগ সহ অন্যান্য প্রধান প্রকল্পগুলির অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

বুধবার আগরতলায় বিজেপি সদর কার্যালয়ে ডক্তর সেলের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

বাণীবিদ্যাপীঠ স্কুলে বৃক্ষরোপণ

আগরতলা, ১৮ জুন।। 'এক পেড় মা কে নাম-২' অনুষ্ঠানে অঙ্গ হিসেবে রাজ্যের সমস্ত বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাতে আজ ছাত্রছাত্রীরা তাদের মায়েদের নামে বৃক্ষরোপন করা হয়। আজ বাণীবিদ্যাপীঠের ছাত্রীরাও তাদের মায়েদের নামে বৃক্ষরোপণে সামিল হয়ে ফল ও সব্জির গাছের চারা রোপন করে।

বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শংকর সাহা, সহকারী প্রধান শিক্ষিকা দীপ্তী দেববর্মা, বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংসদের সম্পাদক তথা শিক্ষক মনোজ রায় সহ অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকারাশ প্রসঙ্গত আজ একই সময়ে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহা মহারানী তুললীবতী বালিকা বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে 'এক পেড় মা কি নাম-২' এর শুভ সূচনা করেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ের বৃক্ষরোপন সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য তুলে ধরেন।

নেশামুক্ত বিষয়ক জেলাভিত্তিক কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন: পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে গতকাল নেশামুক্ত ভারত অভিযান বিষয়ক পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক একদিনের কর্মশালার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা ডা. বিশাল কুমার, অতিরিক্ত জেলাশাসক মেঘা জৈন প্রমুখ। কর্মশালায় অংশ গ্রহণ করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সদস্য-সদস্যাগণ, জেলার বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যানগণ। অনুষ্ঠানে নেশামুক্ত ভারত অভিযানের কর্মসূচি বিষয়ে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেথেসভা রিহেবিলিটেশান সেন্টারের কাউন্সিলার সৌমিত্র মুখার্জি এবং রূপায়ণ ফাউন্ডেশানের সদস্য মাল্যবর চক্রবর্তী। যুব সমাজকে নেশার কবল থেকে মুক্ত ও সুরক্ষিত রাখা এবং যুব সমাজকে নেশামুক্ত ভারত অভিযানের কাজে নিযুক্ত করার অঙ্গীকার নিতে অনুষ্ঠানের শুরুতে শপথবাক্য পাঠ করানো হয়। কর্মশালার আলোচনায় অংশ নিয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল বলেন, আগামী ২৬ জুন আন্তর্জাতিক মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার এবং অবৈধ পাচার বিরোধী দিবস কর্মসূচিকে সামনে রেখেই এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা সকলে মিলে এই নেশামুক্ত ভারত অভিযানে শামিল হয়ে দেশ ও রাজ্যকে নেশামুক্ত গড়ার প্রয়াস নেব। এই উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

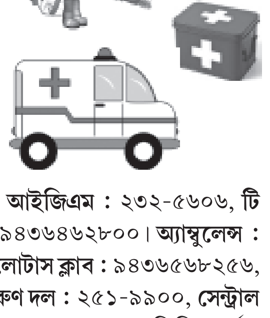

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৮৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩০ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৬৮৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস

শ্রীমন্তপুরে বিএসএফ'র যোগাভ্যাস কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৮ জুন: আন্তর্জাতিক যোগ দিবসকে সামনে রেখে সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ-এর ৮১ নম্বর ব্যাটালিয়নের এক প্রশংসনীয় উদ্যোগে বুধবার শ্রীমন্তপুর স্থলবন্দরে অনুষ্ঠিত হয় এক বিশেষ যোগঅভ্যাস।

শ্রীমন্তপুর বি.ও.পি.র অন্তর্গত এই স্থানে আয়োজিত যোগাভ্যাসে অংশ নেন বাহিনীর প্রশিক্ষিত যোগা ট্রেনার,বিএসএফ জওয়ান এবং আশেপাশের সীমান্ত এলাকার জনসাধারণ ও জন প্রতিনিধিরা।দুর্যোগ পূর্ণ আবহাওয়াকেও উপেক্ষা করে এদিনের যোগাভ্যাসে অংশগ্রহণ করেন বাতাদোলা, মতিনগর,ইউ.এনসিনগর, কুলুবাড়ী,ধনপুর,শালপুকুর, শালটিলা,নির্ভয়পুর এবং শ্রীমন্তপুরের প্রায় প্রতিটি বিওপি থেকে আগত বিএসএফ জওয়ানরা।সেই সঙ্গে সোনাপুর, শ্রীমন্তপুর,নতুন বাজার, সাহাপুর সহ বিভিন্ন গ্রামের জন প্রতিনিধি ও সাধারণ মানুষও সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেন।বাহিনীর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট নহীত মুম্বালিয়া সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।এই ধরনের স্বাস্থ্যসচেতন এবং জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করার এই প্রয়াসকে স্বাগত জানান সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিল্লাল মিয়া ও বিশিষ্ট সমাজসেবক জলিল মিয়া সহ অন্যান্য স্থানীয় নেতৃত্ব।সীমান্ত এলাকায় এই ধরনের যৌথ উদ্যোগ শুধুমাত্র শরীরচর্চা নয়,বরং জওয়ান ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্য, সচেতনতা এবং জাতীয় সংহতির এক অনন্য নিদর্শন হিসেবেও উঠে আসে।

রবীন্দ্রনাথের পৈতৃক বাড়িতে হামলা সরব কবি শিল্পী সাহিত্যিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন: বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৈত্রিক বাড়িতে আক্রমণের প্রতিবাদ জানিয়ে রবীন্দ্র ভবনের সামনে থেকে এক বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত করে কবি,শিল্পী সাহিত্যিক মহল।

উল্লেখ্য, গত ৮ জুন বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের পৈতৃক ভিটের উপর আক্রমণ চালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। এমনকি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে গোটা বাড়িটি। এই ঘটনায় প্রতিবাদের সরব হয়েছে গোটা রাজ্য। আজ রাজধানী আগরতলা রবীন্দ্র ভবনের সামনে থেকে এই ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয়েছে কবি, শিল্পী ও সাহিত্যিক মহল। তারা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। রবীন্দ্র ভবনের সামনে থেকে রাজধানী আগরতলার রাজপথ পরিক্রমা করে এই প্রতিবাদ মিছিলটি।

অগ্নিকাণ্ড থেকে অল্পতে রক্ষা পেল শকুন্তলা মার্কেট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন: বুধবার দিন অল্পতে রক্ষা পেল শকুন্তলা মার্কেট। বিদ্যুতের খুঁটি থেকে হঠাৎ অগ্নি সংযোগের ফলেই এই বিপত্তি সৃষ্টি হয়েছিল। যদিও দমকল বাহিনীর তৎপড়তায় অল্পতেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়।

জানা গেছে এদিন বিদ্যুতের খুঁটি থেকে হঠাৎ সৃষ্টি হয় অগ্নি সংযোগ। সঙ্গে সঙ্গে পথ চলতি মানুষ এবং এলাকাবাসীদের মধ্যে দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়। দেখা দেয় তীব্র আতঙ্ক। খবর পাঠানো হয় দমকল বিভাগে। পরবর্তীতে খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন দমকল কর্মীরা। আর আগুন নিয়ন্ত্রণ আসতেই দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেন শকুন্তলা রোডের ব্যবসায়ীরা। সময়মত আগুন নিয়ন্ত্রণে আসায় বিশাল ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায় শকুন্তলা রোডের জনগণ।

সূচনা

● আটের পাতার পর

চক্রবর্তি, বুনিয়াদী শিক্ষা অধিকারের যুগ্ম অধিকর্তা হর্ষিতা বিশ্বাস, উপ-অধিকর্তা রুদ্রদ্বীপ নাথ এবং ও এস ডি অভিজিৎ সমাজপতি।

অধিকর্তা উনার বক্তব্যে উপস্থিত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উদ্দেশ্যে আয়োজিত এই বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মশালার যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেন যে শিক্ষক-শিক্ষিকারা যেন শুরু থেকেই দক্ষতার সাথে তাদের বিভিন্ন দায়িত্ব পালনে সমর্থ হতে পারেন এবং শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ বিশেষ প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যেন তাদের মধ্যে কোনো ধরণের বিভ্রান্তি সৃষ্টি না হয় সেই উদ্দেশ্যেই এই প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। তিনি শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরকে সর্বপ্রথম বিদ্যালয়ে নিয়মানুবর্তিতা এবং সময়ানুবর্তিতা পালন করার কথা বলেন। অধিকর্তা উনার বক্তব্যে মূলত শ্রেণি উপযোগী পাঠদান এবং ছাত্র ছাত্রীদের বুনিয়াদী শিক্ষার সঠিক ভিত গড়ে তোলার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন।

যুগ্ম অধিকর্তা, উনার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে উল্লেখ করেন যে, উপস্থিত শিক্ষক শিক্ষিকারা রাজ্যস্তরীয় যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চাকুরীতে যোগদান করেছেন, তাই বিদ্যালয়ে কর্মক্ষেত্রেও তাদেরকে দায়িত্ববান হয়ে কাজ করতে হবে। যেহেতু প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক স্বল্পতা সংক্রান্ত কিছুটা সমস্যা রয়েছে তাই তাদেরকে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে অনেক বেশী দায়িত্ববান হতে হবে।

উপ-অধিকর্তা, শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরকে এই প্রশিক্ষণ চলাকালে শিক্ষা দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পসমূহ এবং সর্বোপরি তাদের অগ্রাধিকারভিত্তিক দায়িত্বসমূহ ভালভাবে বুঝে নেওয়ার কথা এবং সেগুলো বিদ্যালয়ে যথাযথভাবে পালনের আহ্বান রাখেন। পাশাপাশি তিনি শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরকে তাদের নিজের নিজের বিদ্যালয়ের পি এম পোষণ ব্যবস্থাপনার দিকেও বিশেষ নজর দিতে বলেন।

ও এস ডি অভিজিৎ সমাজপতি উনার বক্তব্যে সব থেকে বেশী জোর দেন ক্লাসরুমে খেলার ছলে শিক্ষাদানের উপর এবং ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিদ্যালয়ের প্রতি আগ্রহী করে গড়ে তোলার উপর। তিনি রাজ্যে নিপুন মিশনের বাস্তবায়নে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে বলেন। রাজ্যে বর্তমানে যে ২৩৬টি প্রি-প্রাইমারী বিদ্যালয় রয়েছে। যে সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারা সে বিদ্যালয়গুলোতে নিযুক্তি পেয়েছেন তাদের প্রতি তিনি প্রি-প্রাইমারী শাখার উন্নয়নের লক্ষ্যেও কাজ করার আহ্বান রাখেন।

প্রশিক্ষণ কর্মশালার প্রথম এবং দ্বিতীয় দিনের প্রশিক্ষণ পর্বে রিসোর্স পার্সন হিসাবে উপস্থিত থাকছেন বুনিয়াদী শিক্ষা অধিকারের উপ অধিকর্তা রুদ্রদ্বীপ নাথ, বুনিয়াদী শিক্ষা অধিকারের ও এস ডি অভিজিৎ সমাজপতি এবং বিদ্যাজ্যোতির স্টেট কো-অরডিনেটর স্বপন মজুমদার। প্রথম দিনে রিসোর্স পার্সনগণ তিনটি সেশনের মধ্য দিয়ে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-এর সম্প্রসারণ, প্রাক শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা এবং পি এম পোষণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন। দ্বিতীয় দিনের মুখ্য আলচ্য বিষয়বস্তু থাকছে নিপুণ মিশন, ক্লাসরুম ম্যানেজমেন্ট এবং সমগ্র শিক্ষার বিভিন্ন কম্পোনেন্টসমূহ। সমগ্র শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করার জন্য সমগ্র শিক্ষার ষ্টেট কো-অরডিনেটররাও উপস্থিত থাকবেন।

প্রশিক্ষণ কর্মশালার শেষ দিনে পাশাপাশি উপস্থিত থাকছেন মাধ্যমিক শিক্ষা অধিকারের ও এস ডি সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়। উনি নীতি এবং মূল্যবোধের বিকাশ বিষয়ে নব নিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দিশা নির্দেশ করবেন। পাশাপাশি ত্রিপুরা রাজ্য এ আই ডি এস কন্টোল সোসাইটির পক্ষ থেকে শুভ্রজিৎ ভট্টাচার্য্য ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কীভাবে এইচ আই ভি এ আই ডি এস বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা যায় সে বিষয়ে নব নিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন।

শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে এই প্রথমবারের মত টি পি এস, টি সি এস চাকুরীপ্রাপ্তদের ন্যায় নব নিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এধরণের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হল।

আত্মহত্যা গৃহবধূর

● প্রথম পাতার পর

তাঁর ছোট ভাই বাসুদেব মিলে বাবার সেবা-শুশ্রূষা করে চলেছেন। প্রতিদিনের মতোই সেদিনও তিনি ছোট ভাইকে বলেন, আজ রাতে তিনি নিজেই বাবার কাছে থাকবেন।এই কথাটি জানার পর থেকেই স্ত্রী পুষ্পিতা চক্রবর্তী ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তিনি অভিযোগ করেন, "বিয়ে করে স্ত্রীর সাথে না থেকে কেন বাবার সঙ্গে রাত কাটাতে হবে?" এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়।এরপর পুষ্পিতা তাঁর স্বামীর মোবাইলে একটি বার্তা পাঠান "ভালো থেকো তোমার ফ্যামিলি নিয়ে।" এরপর তাঁর সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। দরজা না খোলায়, সন্দেহবশত জানালা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করেন বিতান। ভিতরে ঢুকে তিনি দেখেন, পুষ্পিতা গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভাই বাসুদেবকে ডাকেন। তখনও তিনি আশা করছিলেন স্ত্রী বেঁচে আছেন। তাই দ্রুত তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন। শেষমেশ তাঁকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক পুষ্পিতাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এই মর্মান্তিক ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবার ও এলাকাজুড়ে। পারিবারিক দ্বন্দ্ব এবং মানসিক চাপই এই আত্মঘাতী সিদ্ধান্তের পেছনে কারণ বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে।

সংলাপের

● প্রথম পাতার পর

জ্বালানি ও জলবায়ু ন্যায়বিচারের মতো খাতে যৌথ সহযোগিতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। মোদী বলেন, সাইপ্রাসে যোগ ও আয়ুর্বেদের প্রসারে ভারত অত্যন্ত উৎসাহিত। ভারতীয় পর্যটকদের সুবিধার্থে সরাসরি বিমান যোগাযোগ স্থাপনের উপরও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, সাইপ্রাস ইউরোপীয় ইউনিয়নে ভারতের নির্ভরযোগ্য অংশীদার। তিনি সাইপ্রাসের আসন্ন ইউরোপীয় ইউনিয়ন সভাপতিত্বের জন্য শুভেচ্ছা জানান এবং বলেন, আমরা নিশ্চিত যে আপনার নেতৃত্বে ভারত-ইইউ সম্পর্ক আরও জোরদার হবে। জাতিসংঘে সংস্কারের বিষয়ে উভয় দেশের মতানৈক্য রয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন এবং সাইপ্রাসের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের স্থায়ী সদস্যপদের সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানান।তিনি আরও বলেন, বর্তমান বিশ্ব যুদ্ধের নয়, বরং আমরা সংলাপের যুগে রয়েছি। ভারত, মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপ সংযোগ বাড়াতে আমরা একমত হয়েছি। 'ইন্ডিয়া-মিডল ইস্ট-ইউরোপ ইকোনমিক করিডোর' এই অঞ্চলে শান্তি ও সমৃদ্ধির দিক দেখাবে। সমাপ্তিতে প্রধানমন্ত্রী মোদী সাইপ্রাসের রাষ্ট্রপতিকে ভারত সফরের আমন্ত্রণ জানান এবং বলেন, আশা করি শীঘ্রই আপনাকে ভারতে স্বাগত জানাতে পারবো

ধর্ষণের হুমকি

● প্রথম পাতার পর

লুটের ঘটনায় তীব্র উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। বিশালগড় থানার অন্তর্গত কড়ুইমুড়া মুন্সি বাড়ি এলাকার এই ন্যাক্কারজনক কাণ্ডের নিন্দা জানান তিপ্রামথা দলের মাইনরিটি সেলের চেয়ারম্যান শাহ আলম।বিশালগড় থানার অন্তর্গত কড়ুইমুড়া মুন্সি বাড়ি এলাকার বাসিন্দা মোশাররফ হোসেন নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে আক্রমণ চালায় সমাজদ্রোহীরা এবং লোপাট করে নগদ ২,৫০,০০০ টাকা ও ১০ভরি স্বর্ণালঙ্কার। মঙ্গলবার দিনের এমন নেক্কারজনক ঘটনা ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসের এক কলঙ্কময় অধ্যায়। ঘটনার খবর পেয়ে বুধবার দুপুরে ছুটে আসেন তিপ্রা মথা মাইনোরিটি সেলের চেয়ারম্যান শাহ আলম সহ এক প্রতিনিধি দল। ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িটি তারা পরিদর্শন করেন। পাশাপাশি এদিন বিশালগড় থানা পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। এবং উক্ত ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান। পাশাপাশি দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি তুলেন। মোশারফ হোসেনের স্ত্রী একজন শিক্ষিকা। যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের উনি হাতে খড়ি দিয়েছেন, সেই ছাত্ররা উনার বাড়িতে আক্রমণ করেছে, এমনকি বাড়ির গেট না খুললে ধর্ষণ করার হুমকি দিয়েছিল বলে অভিযোগ। হাতে দা রড নিয়ে উনার বাড়িতে আক্রমণ সংঘটিত করেছে বলে অভিযোগ করেন মোশারফ হোসেনের স্ত্রী।

আক্রান্ত ভাই

● প্রথম পাতার পর

কয়েকবার শালিসী সভাও হয়। আজ বিক্রম নম:দাস বাড়ি এসে ছোট ভাইয়ের ঘরে তালা ঝুলিয়ে দেয়। ঘরের মধ্যে তালা দেওয়াতেই দুই ভাইয়ের মধ্যে তীব্র বিবাদ সৃষ্টি হয়। মুহূর্তের মধ্যে বিক্রম নম:দাস তার ছোট ভাইকে গলায় গামছা দিয়ে ফাঁসি দিয়ে হত্যার চেষ্টা করে। চিৎকার চেঁচামেচিতে পরিবার ও প্রতিবেশীরা ছুটে আসে। এবং আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। আহত দুলালের অবস্থা গুরুতর হওয়াতে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।। বর্তমানে এবিষয়ে একটি মামলা নিয়ে তদন্ত অব্যাহত রেখেছে পুলিশ।

অভিযোগ

● আটের পাতার পর

অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এই মন্দির সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের পাশাপাশি ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ পরিচিতিলাভ করেছে। সমগ্র ত্রিপুরারাজ্যে বাইখোড়া ইস্কন পরিচালিত জগন্নাথ জিউ মন্দিরের রথযাত্রা দ্বীতিয়স্থানে রয়েছে। প্রভু করুনেশ্বর মাধব দাসের উদ্দ্যোগে বাইখোড়া ইস্কন পরিচালিত জগন্নাথ জিউ মন্দির নতুনভাবে নির্মানকরাহচ্ছে। প্রভুর এই সকল উন্নয়নমূলক কাজ সহ্যকরতেপারছেনা কিছুসংখ্যক কুচক্রীরা। এই কুচক্রীরা রথযাত্রার প্রাকমুহূর্তে প্রভুরনামে অপপ্রচার করে রথ যাত্রা ও মন্দিরের উন্নয়ন স্তব্ধ করতে চাইছে। মুষ্টিময় কয়েকজন মন্দিরের উন্নয়ন নাচাইলেও অধিকাংশ লোকজন প্রভু করুনেশ্বর মাধবদাসের পাশে রয়েছে। সকলে চাইছে বাইখোড়া ইস্কন পরিচালিত জগন্নাথ জিউমন্দিরের জন্য কাজকরেযাক প্রভু করুনেশ্বর মাধব দাস। প্রভু করুনেশ্বর মাধব দাস সকলেরমনে বিশেষ স্থান অর্জন করেছে। তাই জগন্নাথ ওয়েলফেয়ার কমিটি থেকে অপপ্রচারকারীর বিরুদ্ধে বাইখোড়া থানায় একটি লিখিত মামলা দায়ের করেন। এখন দেখার বিষয় অপপ্রচারকারীকে আটক করতে পুলিশ কিপ্রকার পদক্ষেপ গ্রহন করে।

মুখ্যমন্ত্রী

● আটের পাতার পর

উন্নীত করা হয়েছে। সুপার ৩০ প্রকল্পে ২০২৪ - ২৫ অর্থবর্ষে ১ জন আইআইটি, ৩ জন এনআইটি এবং ৩ জন এমবিবিএস এ সুযোগ পেয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মেধা পুরস্কার চালু করা হয়েছে। ট্যালেন্ট সার্চ এক্সামিনেশন চালু করা হয়েছে। ১২৫টি বিদ্যাজ্যোতি স্কুল চালু করা হয়েছে। পড়াশুনায় মেয়েদের উৎসাহিত করার জন্য বিনামূল্যে বাই সাইকেল দেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত ১,১২,৫০০ এর অধিক বাই সাইকেল ছাত্রীদের দেওয়া হয়েছে। প্রয়াস প্রকল্পে বিনামূল্যে ওয়ার্ক বুক দেওয়া হয়েছে। আরক্ষা কর্মীদের ছেলেমেয়েদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। টিবিএসই পরীক্ষার আমূল সংস্কার করা হয়েছে। স্কুলগুলিতে স্মার্ট ক্লাশ, থিঙ্কারিং ল্যাব, আইসিটি ল্যাব চালু করা হয়েছে। প্রি প্রাইমারি ক্লাশ ও মিশন মুকুলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পিএম শ্রী প্রকল্প ও অভিন্ন প্রশ্নপত্র চালু করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ সালে শিক্ষা দপ্তর থেকে ৪৪টি স্কুলে নতুন ভবন নির্মাণে ব্যয় করা হয়েছে ১৫৩ কোটি টাকা। এছাড়া আরো প্রায় ৩০টি স্কুলে ২৬৪ কোটি টাকা ব্যয়ে পরিকাঠামো উন্নয়ন করা হবে। ২০২৫ সালে মাধ্যমিকে প্রায় ৩৪৫টি স্কুলে ১০০% পাশ করেছে। মোট পাশের হার ৮৬.৫৩%। উচ্চ মাধ্যমিকে ৩৯টি স্কুলে ১০০% পাশ করেছে। পাশের হার ৭৯.২৯%। মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, ছাত্রছাত্রীদের গুণগত শিক্ষা প্রদানে রাজ্য সরকার সচেষ্ট রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রবর্তিত জাতীয় শিক্ষা নীতি রাজ্যের স্কুল কলেজগুলিতেও চালু করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনায় উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ কৃতি ১৪০ জন ছাত্রীকে বিনামূল্যে স্কুটি দেওয়া হয়েছে। ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে সমস্ত সাধারণ ডিগ্রি কলেজে তাদের ফি মুকুব করা হয়েছে। সবদিক দিয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে রাজ্য সরকার। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব রাভেল হেমেন্দ্র কুমার, অধিকর্তা এন সি শর্মা সহ অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকগণ।

রথযাত্রা উৎসব ঘিরে জগন্নাথ জিও মন্দিরে ব্যাপক প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন : আগামী ২৭ জুন রথযাত্রা উৎসব। ওই রথযাত্রা উপলক্ষে আগরতলাস্থিত শ্রীশ্রী জগন্নাথ জিও মন্দিরে প্রস্তুতি তুঙ্গে। জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার রথ সেজে উঠছে নতুন সাজে। জগন্নাথ মন্দিরে এই রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে ২৯ জুন থেকে শুরু হবে এক ধর্মসভা। এই অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে সাধু সন্তরা আসবেন। আগামী ৪ জুলাই পর্যন্ত চলবে ওই ধর্মসভা।এদিন ভক্তি বিকাশ রমন মহারাজ প্রসাশনের নির্দেশিকা মেনেই এবছর রথ বের করা হবে। তিনি বলেন, রথযাত্রা উৎসবকে কেন্দ্র করে ৫ দিন ব্যাপী ধর্মীয় সভা এবং মেলার আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি ভক্তদের জন্য প্রসাদের আয়োজন করা হয়েছে।এদিন তিনি আরও বলেন, রথের চূড়ার উচ্চতা ও রথ বানানোতে সরকারি সমস্ত নীতি নির্দেশিকা মেনে করা হয়েছে। রথের চূড়া কাঠের তৈরী করা হয়েছে। রথের পেছনে সরকারিভাবে অ্যাম্বুলেন্স, প্যারামেডিকেল, স্বেচ্ছাসেবী, অগ্নিনির্বাপক সহ যাবতীয় ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে।

উদ্ধার ১০০ কেজি গাঁজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন: নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেয়েছে শ্রীনগর থানার পুলিশ। গতকাল রাতে এক বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ১০০ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। যার বাজারমূল্য আনুমানিক ১২ লক্ষাধিক টাকা হবে। পরবর্তী সময়ে বাড়ির মালিককে আটক করা হয়েছে।ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গোপন খবরের ভিত্তিতে থানায় খবর আসে জামতলী মুসলিম পাড়ার বাসিন্দা লিটন মিয়া বাড়িতে বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রী মজুত রয়েছে। ওই খবরের ভিত্তিতে আজ ভোরে অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। ওই অভিযানে ১০০ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। সাথে লিটন মিয়াকে আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা দায়ের করে পুলিশ। যার বাজারমূল্য আনুমানিক ১২ লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানান পুলিশ আধিকারিক।

এনসিসির উদ্যোগে সচেতনতা মূলক অনুষ্ঠান সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন: গত ১২ জুন রোজ বৃহস্পতিবার নরসিংগড় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ভর্তি সংক্রান্ত বিষয়ে এক সচেতনতামূলক শিবির অনুষ্ঠিত হয়।আগত অতিথি বৃন্দ চারা বৃক্ষে জল দানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন বিদ্যালয়ের এনসিসি অফিসার রামকৃষ্ণ পোদ্দার।এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুবেদার মেজর সুরেন্দ্র কুমার ও হাবিলদার যোধ সিং, বিদ্যালয়ের জয়েন্ট টিসি এস শিক্ষক জয়দেব ভট্টাচার্য্য, সিনিয়র শিক্ষক প্রদীপ সাহা মহাশয় সহ অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ, এনসিসি ক্যাডেট ও অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা। বিদ্যালয়ের ১৫ ত্রিপুরা বাহিনীর এনসিসি ইউনিটের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সচেতনতামূলক শিবিরে আর্মি রিক্রুটমেন্ট অফিস শিলচর থেকে আগত সুবেদার মেজর সুরেন্দ্র কুমার ও হাবিলদার যোধ সিং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দেশ ভাবনা ও সেনাবাহিনীতে যোগদানের জন্য উৎসাহিত করার পাশাপাশি সেনাবাহিনীতে ভর্তি হতে গেলে কী কী করণীয়, সেসব বিষয় বিস্তারিত তুলে ধরেন।উল্লেখ্য বিদ্যালয়ে এই প্রথম সেনাবাহিনীতে যোগদান বিষয়ে সচেতনতামূলক শিবির অনুষ্ঠিত হওয়ায় খুশি ছাত্রছাত্রী ও অভিবাবক মহল। আন্যদিকে সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানকে সুন্দর ভাবে সঞ্চালনা করে এনসিসি প্রথম বর্ষের ক্যাডেট দশম শ্রেণীর ছাত্র মানব সরকার। এই অনুষ্ঠানকে সার্বিক ভাবে সফল করার জন্য বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল শ্রদ্ধেয়া সুচিত্রা সরকার মহোদয়া এক অনন্য ভূমিকা পালন করেন তৎসঙ্গে ছাত্র ছাত্রীদের দেশ সেবার কাজে উৎসাহ দিতে বিদ্যালয়ে পড়াশুনার পাশাপাশি এইরকম সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আগামী দিনেও জারি থাকবে বলে আশ্বাস প্রদান করেন।

বিদ্যুৎমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

রয়েছেগ্রীষ্মকালে অতিরিক্ত চাপ সামাল দেওয়া, ড্রোন ব্যবহার করে বিদ্যুৎ টাওয়ারে ত্রুটি শনাক্ত করা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা, এবং দুর্যোগের সময় বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে মোবাইল সাবস্টেশন চালু করা।"

তিনি আরও বলেন, "ভারত সরকার ও বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তায় রাজ্যে মোট ৯টি নতুন ১৩২ কেভি সাবস্টেশন নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে ৮টির কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে এবং ১টির নির্মাণ কাজ চলমান। এছাড়াও আগরতলা ৭৯ টিলা থেকে রুখিয়া পর্যন্ত পুরনো লাইনগুলিতে নতুন প্রযুক্তির কন্ডাক্টর বসানো হচ্ছে। আবার, আমবাসা থেকে গোঁদা টুইসা পর্যন্ত নতুন টাওয়ার লাইন নির্মাণের কাজ উত্তর-পূর্বাঞ্চল পরিষদের আর্থিক সহায়তায় শুরু হয়েছে।"

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রঞ্জিত দাস, অমরপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন বিকাশ সাহা, অমরপুর বি.এ.সি.-র চেয়ারম্যান রবিত্র জমাতিয়া, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুচিত্রা দাস, বিদ্যুৎ নিগমের জেনারেল ম্যানেজার রঞ্জন দেববর্মা প্রমুখ। উল্লেখ্য, এই সাবস্টেশনটি নির্মাণে ৫৯ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

বাড়িতে তল্লাশি

● প্রথম পাতার পর

পদে কর্মরত ছিলেন। অভিযোগ অনুসারে, তিনি এক ব্যবসায়ীর উপর সরকারি পদক্ষেপ নেওয়ার হুমকি দিয়ে ২০ লক্ষ টাকা ঘুষ দাবি করেছিলেন। ব্যবসায়ী ভিজিল্যান্স দপ্তরে লিখিত অভিযোগ জানালে, ভিজিল্যান্স আধিকারিকরা তাকে ১০ লক্ষ টাকা ঘুষ নেওয়ার সময় ধরেন। ঘটনার পরে তার সরকারি বাসভবনে তল্লাশি চালিয়ে আরও ৪৭ লক্ষ টাকা নগদ উদ্ধার করেছে ভিজিল্যান্স। এরপরই তাকে গ্রেপ্তার করে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, অদম্য আত্মত্যাগের নাম। মা আমাদের যেভাবে রক্ষা করেন, লালন পালন করেন সেভাবে গাছও পরিবেশকে রক্ষা করে। গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয়, ছায়া দেয় এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০২৩ সালে এক পেড় মা কি নাম প্রথম কার্যক্রম শুরু হয়। এতে ত্রিপুরায় ১,৪২,৬০০ এর অধিক চারাগাছ রোপণ করা হয়। যেখানে ১,১৬,৫০০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল। আর মায়েরাও এই কার্যক্রমে অংশ নিয়েছিলেন। এবার কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক আমাদের প্রায় সাড়ে তিন লক্ষের মতো চারাগাছ রোপণের লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছে। ওয়ান স্টুডেন্ট ওয়ান ট্রি - এই শ্লোগানকে সামনে রেখে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি কার্যকর করতে হবে। রাজ্যের ৮টি জেলায় একযোগে এই অভিযান শুরু হয়েছে। প্রায় ৩,৬৫২টি স্কুল একযোগে এই কর্মসূচিতে সামিল হয়েছে। এতে ২,৯২,৪০০ এর অধিক ছাত্রছাত্রী অংশ নিয়েছে। ৯০,০৪৪ জন মাও এই কর্মসূচিতে যোগদান করেছেন। ১,৫৬,২০০ এর অধিক চারাগাছ ত্রিপুরায় রোপণ করা হচ্ছে। আমাদের অবশ্যই প্রকৃতিকে ভালোবাসতে হবে। মায়ের মতোই একটা গাছকে শ্রদ্ধা করা ও ভালোবাসতে হবে।

এই কার্যক্রমে মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, প্রকৃতি, বন, জীবন ও সভ্যতা একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। গাছ ও বনের প্রয়োজনীয়তা একটা চিরন্তন সত্য। পরিবেশকে রক্ষা ও ঝুঁকি কমাতে হলে বৃক্ষরোপণ একটা গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। একটা পরিণত গাছ গড়ে ২৬০ পাউন্ড অক্সিজেন সরবরাহ করে। আর ৪৮ পাউন্ড কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করতে পারে। পশুপাখি কিংবা মানুষ অক্সিজেন ছাড়া বাঁচতে পারে না। কপ - ২৬ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে ২০৭০ সালে দেশের কার্বন নির্গমণকে শূন্যতে নামিয়ে আনার। ডাঃ সাহা বলেন, রাজ্যে বনভূমির পরিমাণ ৭,৪২২ বর্গ কিলোমিটার। যা রাজ্যের ভৌগোলিক আয়তনের ৭৩.৩৪%। বন দপ্তরের উদ্যোগে রাজ্যে ২০২২ সালের ৮ জুন ৫ মিনিটে ১, ০২,২৩০টি চারাগাছ রোপণ করা হয়। ২৩ সালের ১৬ জুন ৫ মিনিটে ২, ০৭,৮০০ এর অধিক চারাগাছ রোপণ করা হয়। আর ২৪ সালের ৫ জুলাই ৫ মিনিটে ৫ লক্ষ চারাগাছ রোপণ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব রাভেল হেমেন্দ্র কুমার, শিক্ষা অধিকর্তা এন সি শর্মা, এসসিইআরটির ডিরেক্টর এল ডার্লং সহ শিক্ষক শিক্ষিকা ও অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকগণ।

অঙ্গন

জেসি লীগ : বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে বড় স্কোরের লক্ষ্যে স্ফুলিঙ্গ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম দিনেই বৃষ্টির থাবা। সারাদিনে ৯০ ওভার খেলার পরিবর্তে সাকূল্যে ৩৫ ওভার খেলা হয়েছে। তিন দিনের ম্যাচ, ২ ইনিংস করে খেলা। পরবর্তী দুদিন আবহাওয়ার তেমন কিছু উন্নতি ঘটবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। ক্রিকেট অনিশ্চয়তার খেলা সত্ত্বেও আপাতত: অনুমান করা হচ্ছে জে সি মেমোরিয়াল লীগের তৃতীয় রাউন্ডের দুটি খেলা-ই অমীমাংসিত অবস্থায় শেষ হবে। প্রথম দিনের গতিপ্রকৃতি দেখে দুই দলই উদ্দেশ্য পাল্টে নিয়েছে। মূলতঃ যদি প্রথম ইনিংসের খেলা সম্পন্ন হয় তবে লক্ষ্যমাত্রা এখন প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়া।

খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত জে সি মেমোরিয়াল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। স্ফুলিঙ্গ ক্লাব ও ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলছে। সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ফুলিঙ্গ ক্লাবের ব্যাটার্সরা, ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে ছন্দ মিলিয়ে রাম সংগ্রহের দিকে নজর দিলেও ৩৫.১ ওভার খেলে চার উইকেট হারিয়ে ১২৬ রান সংগ্রহ করতেই বৃষ্টিতে খেলা থেমে যায়। অতঃপর খেলা পরিচালনার আর সুযোগ তৈরি হয়নি। স্ফুলিঙ্গের পক্ষে কৌশল আচার্য্য ৫৮ বল খেলে ছটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৫২ রান সংগ্রহ করে অপরাজিত ভূমিকায় উইকেটে রয়েছেন। সঙ্গে রয়েছেন শংকর পাল ব্যক্তিগত আট রান নিয়ে। এছাড়া সপ্তজিৎ দাসের ২১ রান, রিয়াজ উদ্দিনের ২০ রান এবং শুভম ঘোষের ১৭ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এর বোলার পামির দেবনাথ ৩০ রান দিয়ে দুইটি এবং অভিজিৎ সরকার ও অমরেশ দাস একটি করে উইকেট পেয়েছে।

বি ডিভিশন ফুটবল : পুলিশকে রুখে প্রথম পয়েন্ট ত্রিবেণীর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। যেমন প্রথমার্ধের খেলা, তেমনি দ্বিতীয়ার্ধেও। হালকা বৃষ্টিতে টানটান উত্তেজনা, হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। কেউ যেন কাউকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ। ত্রিবেণী সংঘ বনাম পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের ম্যাচটি গোলশূন্য অবস্থায় ড্র তে নিষ্পত্তি হয়েছে। পুলিশের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়রা একাধিক গোলের সুযোগ পেলেও তা যেমন কাজে লাগাতে পারেনি। তেমনি ত্রিবেণী সংঘের স্ট্রাইকাররাও এক দুইটি সহজ গোলের সুযোগ নষ্ট করেছে। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত দ্বিতীয় ডিভিশন ফুটবল টুর্নামেন্ট অর্থাৎ সোনার তরী বি ডিভিশন লীগের ১৩তম ম্যাচটি আজ, বুধবার ত্রিবেণী সংঘ ও পুলিশ বিক্রিয়েশন ক্লাবের খেলা গোলশূন্য অবস্থায় ড্র-তে নিষ্পত্তি হয়েছে। পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের পক্ষে এটি তৃতীয় ম্যাচের মাথায় দ্বিতীয় অমীমাংসিত ম্যাচ। প্রথম খেলায় সরোজ সংঘের সঙ্গে দুই-দুই গোলে ড্র এর পর দ্বিতীয় ম্যাচে বীরেন্দ্র ক্লাবের কাছে তিন-চার গোলে পরাজিত হয়ে পয়েন্ট হারিয়েছিল। পক্ষান্তরে, ত্রিবেণী সংঘ আজ-ই প্রথম ড্র-য়ের সুবাদে এক পয়েন্ট অর্জন করে খাতা খুলতে পেরেছে। আগের দুটি ম্যাচে যথাক্রমে নবোদয় সংঘের কাছে ০-২ গোলে এবং সরোজ সংঘের কাছে এক-তিন গোলে পরাজিত হয়েছিল। এদিকে আজকের খেলায় অসদাচরনের দায়ে রেফারি সত্যজিৎ দেবরায় ত্রিবেণী সংঘের পহর দেববর্মা এবং এমডি সোলিমান কে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। দিনের খেলা : বিকেল চারটায় উমাকান্ত স্টেডিয়ামে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল বনাম ঐকতান যুব সংস্থা।

বোর্ড তাঁকেই অধিনায়কের দায়িত্ব দিতে চেয়েছিল, তবু রাজি হননি বুমরাহ ! ইংল্যান্ড সিরিজ শুরুর তিন দিন আগে মুখ খুললেন জোরে বোলার

রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি আইপিএলের মাঝে টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করেন। মনে করা হয়েছিল, নতুন টেস্ট অধিনায়ক হবেন জসপ্রীত বুমরাহ। কিন্তু তিনি নিজেই এই দায়িত্ব নিতে চাননি। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিসিআই) জানিয়ে দেন নিজের সিদ্ধান্ত।রোহিত অধিনায়ক থাকার সময় টেস্ট দলের সহ-অধিনায়ক ছিলেন বুমরাহ। রোহিতের অনুপস্থিতিতে কয়েকটি টেস্টে দেশকে নেতৃত্বও দিয়েছেন। গত বর্ডার-গাওস্কর ট্রফিতেও দু'টি টেস্টে বুমরাহই ছিলেন অধিনায়ক। স্বাভাবিক ভাবেই মনে করা হয়েছিল, রোহিতের অবসরের পর টেস্ট দলের অধিনায়ক হবেন তিনি। কিন্তু বিসিসিআই টেস্ট নেতৃত্বের দায়িত্ব তুলে দিয়েছে শুভমন গিলের হাতে।কেন অধিনায়ক হলেন না বুমরাহ? গুরুত্বপূর্ণ ইংল্যান্ড সিরিজের আগে কেন দায়িত্ব নিতে রাজি হননি? সিরিজ শুরুর তিন দিন আগে মুখ খুলেছেন দেশের অন্যতম সেরা জোরে বোলার। বুমরাহ জানিয়েছেন, রোহিত-কোহলির এক সঙ্গে অবসর নেওয়ার বিষয়টি আগে থেকেই জানতেন। তিনি বলেছেন, "আইপিএলের মাঝে রোহিত-কোহলি অবসর ঘোষণা করার আগেই বোর্ডের সঙ্গে নিজের চাপ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। পাঁচ টেস্টের সিরিজে আমাকে কতটা চাপ নিতে হতে পারে, সেটা নিয়েই কথা হয়েছিল। আমার পিঠের চোটের চিকিৎসা যাঁরা করছিলেন, তাঁদের মতামতও নিই। কথা বলেছিলাম শল্যচিকিৎসকের সঙ্গেও। চাপ সামলানোর ব্যাপারে উনি আমাকে সব সময় পরামর্শ দেন। আমার চাপ বাড়তে পারে, এমন কিছু না করার কথা বলেছিলেন তিনি। সকলের সঙ্গে কথা বলার পর বোর্ড কর্তাদের জানিয়ে দিয়েছিলাম, আমার পক্ষে নেতৃত্বের দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব নয়। কারণ পাঁচ টেস্টের সিরিজের সব ম্যাচ খেলা আমার পক্ষে সম্ভব না-ও হতে পারে।"আপনাকে কি অধিনায়ক হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল? বুমরাহ বলেছেন, "হ্যাঁ, বোর্ড আমাকে অধিনায়ক করতে চেয়েছিল। প্রথমেই আমি না বলেছিলাম। কারণ এই সিদ্ধান্তটা দলের জন্য ঠিক হত না। পাঁচ টেস্টের সিরিজের তিনটে ম্যাচে এক জন নেতৃত্ব দেবে, বাকি দু'টি ম্যাচে অন্য কেউ নেতৃত্ব দেবে, এটা ঠিক নয়। দলের জন্য ভাল নয়। দলের স্বার্থকেই সব সময় অগ্রাধিকার দিই। তাই নিজেই অধিনায়ক হতে চাইনি।"বর্ডার-গাওস্কর ট্রফির শেষ টেস্টে পিঠের অস্ত্রোপচারের জায়গায় নতুন করে চোট পান বুমরাহ। ম্যাচের দ্বিতীয় দিন সকালেই মাঠ থেকে উঠে যান তিনি। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। সেই ম্যাচে আর মাঠে নামতে পারেননি বুমরাহ। রোহিত না খেলায় সেই টেস্টে তিনিই ছিলেন অধিনায়ক। চোটের জন্য চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিও খেলা হয়নি বুমরাহের। খেলতে পারেননি আইপিএলের প্রথম দিকের কয়েকটি ম্যাচও।ভারতীয় দলের অধিনায়ক না হতে পারায় কোনও আক্ষেপ নেই বুমরাহের। স্বেচ্ছায় নেতৃত্ব ছেড়ে দেওয়া নিয়ে তিনি বলেছেন, "অধিনায়ক হিসাবে নয়, এক জন ক্রিকেটার হিসাবে দলকে আমি বেশি কিছু দিতে পারি। অধিনায়ক একটা পদ। দলের নেতৃত্বে স্থানীয় অনেক ক্রিকেটার থাকতে পারে। সে ভাবেই থাকতে চেয়েছি।"নিজের ক্রিকেটীয় ভবিষ্যতের স্বার্থেই অধিনায়ক হতে চাননি। তাঁর লক্ষ্য যত বেশি দিন সম্ভব ভারতীয় দলের হয়ে খেলা। বুমরাহ বলেছেন, "নিজেকেই সতর্ক থাকতে হবে। না হলে ভবিষ্যতে অনিশ্চিত হতে পারে। আমাকে টেস্ট খেলাই ছেড়ে দিতে হবে, এমন পরিস্থিতি তৈরি করতে চাই না। ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য এবং দলের স্বার্থে যেটা ভাল মনে হয়েছে, সেটাই করেছি। দল দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করতে পারবে। আমিও সাহায্য করতে পারব।" তিনি আরও বলেছেন, "অধিনায়ক হওয়ার আলাদা তাৎপর্য তো আছেই। এই জায়গায় পৌঁছোনোর জন্য অনেক পরিশ্রম করেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্য। কখনও কখনও বৃহত্তর স্বার্থকে গুরুত্ব দিতে হয়। নেতৃত্ব দেওয়ার চেয়ে ক্রিকেট খেলতে অনেক বেশি ভালবাসি। এক জন ক্রিকেটার হিসাবে ভারতীয় দলের জন্য আরও অবদান রাখাই আমার প্রধান লক্ষ্য। উচ্চাকাঙ্ক্ষা সকলেরই থাকে। তবু নিজেই বোর্ডকে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছিলাম, অধিনায়ক হতে চাই না।" বিশ্বের অন্যতম সেরা বোলার হিসাবে বিবেচিত হন বুমরাহ। পিঠে দ্বিতীয় বার চোট পাওয়ার পর তিনি এখন অনেক বেশি সতর্ক। চান না তাঁর জন্য দল সমস্যায় পড়ুক। যতটা সম্ভব দলের জন্য ততটাই দিতে চান তিনি। তাই নেতৃত্ব ছাড়া নিয়ে কোনও আক্ষেপ নেই বুমরাহের।

ইংল্যান্ড সফরে ১৮ জনের বদলে ভারতের ১৯ জনের দল? কার যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা শুভমনদের শিবিরে

ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজ শুরু হতে বাকি তিন দিন। ২০ জুন থেকে শুরু হবে প্রথম ম্যাচ। তার আগে পরিবর্তন হতে পারে ভারতীয় দলে। ১৮ জনের দলে যুক্ত করা হতে পারে এক জোরে বোলারকে। কোচ গৌতম গম্ভীরের অনুরোধ মেনে ১৯ জনের দল থাকবে ইংল্যান্ডে।একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, দলের বোলিং নিয়ে কিছুটা উদ্বেগে রয়েছেন গম্ভীর। পাঁচ টেস্টের সিরিজের জন্য তিনি আর এক জন জোরে বোলার চেয়েছেন। ১৮ জনের ঘোষিত দল থেকে অবশ্য কাউকে বাদ দেওয়া হচ্ছে না। ১৯তম সদস্য হিসাবে পছন্দের ক্রিকেটারের নাম ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) কাছে পাঠিয়েছেন গম্ভীর। তিনি হলেন, কলকাতা নাইট রাইডার্সের হর্ষিত রানা।অভিমন্যু ঈশ্বরণের নেতৃত্বে ভারত 'এ' দলের সঙ্গে ইংল্যান্ড সফরে গিয়েছিলেন হর্ষিত। তাঁকে আপাতত ইংল্যান্ডেই থেকে যেতে বলেছে বিসিসিআই। টেস্ট দলে না থাকা ভারত 'এ' দলের ক্রিকেটারেরা মঙ্গলবার দেশে ফিরে আসছেন। শুভমন গিলদের সঙ্গে একই হোটেলে থাকবেন।দলের সঙ্গে রেখে দেওয়া হলেও সরকারি ভাবে তাঁকে টেস্ট দলে অন্তর্ভুক্ত করার কথা জানায়নি বিসিসিআই। আপাতত অতিরিক্ত সদস্য হিসাবে থাকছেন তিনি। গম্ভীর ইংল্যান্ডে ফিরে দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার পর সরকারি ভাবে দলে অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে হর্ষিতকে। ঠিক কী কারণে দলে ক্রিকেটারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হচ্ছে, তা জানা যায়নি।১৮ জনের দলে পাঁচ জন বিশেষজ্ঞ জোরে বোলার রয়েছেন। তাঁরা হলেন জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজ, আকাশ দীপ, অর্শদীপ সিংহ এবং প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ। এ ছাড়াও নীতীশ কুমার রেড্ডি এবং শার্দূল ঠাকুরের মতো অলরাউন্ডার রয়েছেন। ভারত 'এ' দলের হয়ে ইংল্যান্ড লায়ন্সের বিরুদ্ধে একটি বেসরকারি টেস্ট খেলার সুযোগ পেয়েছেন হর্ষিত। সেই ম্যাচে ৯৯ রান খরচ করে ১ উইকেট পান দিল্লির ক্রিকেটার। ব্যাট হাতে করেন ১৬ রান। আইপিএলেও কেকেআরের হয়ে নজরকাড়া কিছু করতে পারেননি। তবু হর্ষিতকে রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত বিস্মিত করছে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের একাংশকে।গত বর্ডার-গাওস্কর সিরিজে টেস্ট অভিষেক হয় হর্ষিতের। পার্থ এবং অ্যাডিলেডে খেলার সুযোগ পান। ওই দু'ম্যাচে ৪ উইকেট নেন তিনি। তাঁর সেরা বোলিং ৪৮ রানে ৩ উইকেট। ১৩টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে ৪৮টি উইকেট রয়েছে হর্ষিতের।

বৃষ্টি বিঘ্নিত প্রথম দিনে ব্লাডমাউথকে ব্যাকফুটে ঠেলে চাপহীন সংহতি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জে সি লীগের অপর খেলাটিও বৃষ্টি বিঘ্নিত অবস্থায় ধুঁকছে। প্রথম দিনের খেলায় ব্লাড মাউথের প্রারম্ভিক ব্যাটার্সরা প্রত্যাশিতভাবে ব্যাট চালাতে পারেননি। আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে প্রাকৃতিক পরিস্থিতির উন্নতি ঘটলে ব্যাটার্সরাও রান সংগ্রহে সক্ষম হবেন বলে অনুমেয়। খেলা টিসিএ আয়োজিত যোগেশ চক্রবর্তী মেমোরিয়াল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০২৩-২৪ এর তৃতীয় তথা অন্তিম রাউন্ডের ম্যাচ চলছে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে ব্লাডমাউথ বনাম সংহতি ক্লাবের খেলা। বৃষ্টি বিঘ্নিত প্রথম দিনে যতটুকু খেলা হয়েছে ব্লাড মাউথ কিন্তু তাদের খেলায় যথেষ্ট পর্যায়ে নয়। সকাল সাড়ে আটটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ব্লাড মাউথ ক্লাব প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ৩৬ ওভার খেলে ৫ উইকেট হারিয়ে ৮২ রান সংগ্রহ করতেই বৃষ্টিতে ম্যাচ থেমে যায়। পরবর্তী সময়ে কিছু সময় অন্তর অন্তর পরিস্থিতি ভালো হলেও ম্যাচ চালানোর উপযুক্ত পরিবেশ ছিল না। ব্লাড মাউথের ওপেনার বিক্রম কুমার দাস ৫৮ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি সহযোগে সর্বাধিক ৩২ রান পায়। এছাড়া, উইকেট রক্ষক সেন্টো সরকার পায় ১৩ রান। সন্দীপ সরকার ১৩ রান নিয়ে এবং দীপ্তনু চক্রবর্তী বিনা রানে অপরাজিত ভূমিকায় উইকেটে রয়েছেন। সংহতির বোলার অজয় সরকার ১৩ রানে এবং দুর্লভ রায় ২০ রানের বিনিময়ের দুটি করে উইকেট পেয়েছে। এছাড়া, স্বরাব শাহানীর দখলে রয়েছে একটি উইকেট।

জাতীয় দাবার ষষ্ঠ রাউন্ডে জয় পেলো ত্রিপুরার তৃষিকা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। খেতাবের দৌড় থেকে অনেকটা পিছিয়ে পড়লেও ত্রিপুরার দাবাড়ুরা দুরন্ত লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। হরিয়ানায় অনুষ্ঠিত অনূর্ধ-৯ জাতীয় দাবা প্রতিযোগিতায়। বুধবার আসরের ষষ্ঠ রাউন্ডের খেলা হয়। এদিন ত্রিপুরার একমাত্র দাবাড়ু হিসেবে তৃষিকা কামারাপু জয়লাভ করেছে। ছয় রাউন্ড শেষে তৃষিকার পয়েন্ট চার। রাজ্যের বাকি তিন দাবাড়ু শুভায়ন দাস, দেবরাজ ভট্টাচার্য্য এবং অবন্তিকা চক্রবর্তী এ দিন পয়েন্ট ভাগ করে। ছয় রাউন্ডের শেষে শুভায়নের সাড়ে তিন, দেবরাজ এবং অবন্তিকার পয়েন্ট ৩। বৃহস্পতিবার আসরের সপ্তম এবং অষ্টম রাউন্ডের খেলা হবে। এ খবর জানান ত্রিপুরা দলের ম্যানেজার সেন্টু রঞ্জন দাস।

অসুস্থ সৌরভের দাদা স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, পেটের ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি সিএবি সভাপতি

অসুস্থ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের দাদা স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। পেট ব্যথা-সহ কয়েকটি শারীরিক সমস্যা নিয়ে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সিএবি সভাপতি। তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।মঙ্গলবার সকালে দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে স্নেহাশিসকে। পেট ব্যথা ছাড়াও বমি ভাব এবং ডায়রিয়ার সমস্যা রয়েছে তাঁর। চিকিৎসক সপ্তর্ষি বসু অধীনে ভর্তি করানো হয়েছে সিএবি সভাপতিকে। ৫৯ বছরের প্রাক্তন ক্রিকেটারের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হলেও তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।আইপিএলের পর শুরু হয়েছে বেঙ্গল প্রো টি-টোয়েন্টি লিগ। ফলে গত কয়েক মাস ধরে ক্রিকেট প্রশাসক হিসাবে ব্যস্ততা

ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের জি.এস সুজিত রায়ের পিতৃবিয়োগে বিভিন্ন মহলে শোক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি সুজিত রায়ের পিতা সুশীল কুমার রায় বুধবার দুপুরে আগরতলা জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে উনার বয়স হয়েছিল ৮৮ বৎসর। প্রয়াত সুশীল কুমার রায় কে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে ওনার শান্তিপারা স্থিত বাসভবনে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি তথা ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদের যুগ্ম সচিব স্বপন সাহা, ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের যুগ্ম সচিব অপু রায়, ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদের সদস্য বেণীমাধব দেবনাথ, ত্রিপুরা ভলিবল অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিমান দেব, ত্রিপুরা ট্রাইথলন অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অমিয় দাস, ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য শান্তনু সূত্রধর, ত্রিপুরা রেসলিং অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সুমন পোদ্দার ও ইউনাইটেড অল স্টাইল ক্যারাটে ত্রিপুরা অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে পিনাকী চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা। প্রত্যেকেই প্রয়াত সুশীল কুমার রায়ের বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছেন। উল্লেখ্য, প্রয়াত সুশীল কুমার রায় ছিলেন শহরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তথা অল ত্রিপুরা রিটেইল মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের প্রাক্তন সম্পাদকও। আগরতলা শহরের মসজিদ রোডের অন্যতম প্রাচীন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান মেসার্স লক্ষী ভান্ডারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র ও তিন কন্যা সহ অনেক গুনমুগ্ধদের রেখে গেছেন। সুশীল কুমার রায়ের মৃত্যুর সংবাদে শান্তি পাড়া সহ শহরের ব্যবসায়ী মহলেও শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সন্ধ্যায় বটতলা মহাশ্মশানে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। সুশীল কুমার রায়ের মৃত্যুতে শহরের বিভিন্ন অংশের মানুষও গভীর শোক জানিয়েছেন।

ক্লাব বিশ্বকাপে আমেরিকার দলকে হারিয়ে শুরু চেলসির, তিন লাল কার্ডের ম্যাচ ড্র দি মারিয়াদের

ক্লাব বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে সহজ জয় পেল চেলসি। আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলেস এফসিকে ২-০ গোলে হারাল ইংল্যান্ডের ক্লাব। উত্তেজক ম্যাচ হল বোকা জুনিয়র্স বনাম বেনফিকার। ২-২ গোলে ড্রয়ের ম্যাচে তিন ফুটবলারকে লাল কার্ড দেখতে হল। এস তুনিসকে ২-০ গোলে হারিয়েছে ফ্লামেঙ্গো। সিয়াটল সাউন্ডার্সকে ২-১ গোলে হারিয়ে ক্লাব বিশ্বকাপ শুরু করেছে বোটাফোগো।এ বার আমেরিকায় হচ্ছে ক্লাব বিশ্বকাপ। ফলে সেখানকার ক্লাবগুলো বাড়তি সমর্থন পাচ্ছে। কিন্তু সেই সমর্থন কাজে লাগাতে পারল না লস অ্যাঞ্জেলেস এফসি। চেলসি দাপট দেখাল। ৬৬ শতাংশ বলের দখল ছিল ইংল্যান্ডের ক্লাবের কাছে। প্রতিপক্ষের গোল লক্ষ্য করে ১৭টা শট মেরেছে তারা। অপর দিকে লস অ্যাঞ্জেলেস সাত বার চেলসির গোল লক্ষ্য করে শট মেরেছে।৩৪ মিনিটের মাথায় চেলসিকে এগিয়ে দেন পর্তুগালের ফুটবলার পেদ্রো নেটো। দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান বাড়ান আর্জেন্টিনার এঞ্জো ফের্নান্দেস। দু'গোলের ব্যবধানে জিতে মাঠ ছাড়ে চেলসি।আর্জেন্টিনার বোকা জুনিয়র্স ও পর্তুগালের বেনফিকার মধ্যে টান টান লড়াই হল। প্রথমার্ধে জোড়া গোল করে এগিয়ে যায় বোকা। গোল করেন মিগুয়েল মেরেন্টিয়েল ও রদ্রিগো বাট্টাগলিয়া। বিরতির ঠিক আগে এক গোল শোধ করেন অ্যাঞ্জেল দি মারিয়া। দ্বিতীয়ার্ধে ৮৪ মিনিটে সমতা ফেরান নিকোলাস ওটামেন্ডি। ঘটনাচক্রে তাঁরা দু'জনেই আর্জেন্টিনার ফুটবলার হয়ে আর্জেন্টিনার ক্লাবের বিরুদ্ধে গোল করলেন।তবে ম্যাচে বেশ কয়েক বার উত্তেজনা তৈরি হয়। গা-জোয়ারি ফুটবল সামলাতে রেফারিকে কড়া সিদ্ধান্ত নিতে হয়। প্রথমার্ধের শেষ দিকে লাল কার্ড দেখেন বোকার আন্দের হেরেরা। দ্বিতীয়ার্ধে ৭২ মিনিটে বেনফিকার আন্দ্রিয়া বেলোত্তি ও ৮৮ মিনিটে বোকার জর্জ ফিগাল লাল কার্ড দেখেন। তিন লাল কার্ডের ম্যাচ শেষ হয় ড্রয়ে। ইটালির ক্লাব ফ্লামেঙ্গো সহজে হারিয়েছে টিউনিসিয়ার ক্লাব এস তুনিসকে। ম্যাচে দুটো গোল করে ফ্লামেঙ্গো। ১৭ মিনিটে জিয়োর্জিয়ান ডে আরাসকায়েটা ও ৭০ মিনিটে লুইজ আরাউজো গোল করেন। ম্যাচে তেমন সুযোগ তৈরি করতে পারেনি তুনিস।হারতে হয়েছে আমেরিকার আর এক ক্লাব সিয়াটল সাউন্ডার্সকে। ইটালির বোটাফোগোর কাছে ১-২ গোলে হারে তারা। ইটালির ক্লাবের হয়ে ২৮ মিনিটে জায়ের কুনহা ও ৪৪ মিনিটে ইগর জেসাস গোল করেন। ৭৫ মিনিটে ক্রিশ্চিয়ান রোল্ডান এক গোল শোধ করলেও পয়েন্ট তুলতে পারেনি সিয়াটল।

শেয়ার বাজার দুর্নীতিতে অভিযুক্ত শাকিব, দেশ ছাড়তে পারবেন না বাংলাদেশের প্রাক্তন অধিনায়ক, নির্দেশ আদালতের

আরও সমস্যায় শাকিব আল হাসান। শেয়ার বাজার দুর্নীতিতেও জড়িয়ে গেল বাংলাদেশের প্রাক্তন অধিনায়কের নাম। শাকিব-সহ ১৬ জন অভিযুক্তের দেশ ছাড়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি ঢাকার একটি আদালতের। বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশনের আবেদনের ভিত্তিতে এই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে আদালত।বেআইনি ভাবে শেয়ার বাজারে কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগের অভিযোগ উঠেছে আওয়ামী লীগের প্রাক্তন সাংসদের বিরুদ্ধে। আর্থিক তছরুপের জন্য শাকিব এবং তাঁর সঙ্গীরা ৮.৯৭ কোটি বাংলাদেশি টাকা (প্রায় ৬ কোটি ৩২ লাখ ৭২ হাজার ভারতীয় টাকা) এবং ৪.৪৮ কোটি বাংলাদেশি টাকার (প্রায় ৩ কোটি ১৬ লাখ ভারতীয় টাকা) দু'টি লেনদেন করেছিলেন বলেও অভিযোগ। শেয়ার বাজারের একাধিক নিয়ম ভাঙার অভিযোগও রয়েছে শাকিবের বিরুদ্ধে। দুর্নীতি দমন কমিশনের সহকারী নির্দেশক সাজ্জাদ হোসেন এবং উপ-নির্দেশক মহম্মদ রোকনুজ্জামান দু'টি পৃথক অভিযোগ দায়ের করেছেন শাকিবদের বিরুদ্ধে। মামলার শুনানির পর ঢাকা মেট্রোপলিটন সিনিয়র স্পেশ্যাল জাজ মহম্মদ জাকির হোসেন, অভিযুক্ত ১৬ জনের দেশ ছাড়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। তিনি পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কেউ বাংলাদেশের বাইরে যেতে পারবেন না। এই নির্দেশের ফলে শাকিবের দেশে ফেরার আশা আরও কমল বলে মনে করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, গত নভেম্বরে শাকিবের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের লেনদেন বন্ধ করে দেওয়া হয় দুর্নীতির অভিযোগে।বাংলাদেশের হয়ে গত বছর অক্টোবরে শেষ খেলেন শাকিব। ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ খেলতে এসেছিলেন লন্ডন থেকে। তারও আগে গত বছর অগস্টে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকেই বাংলাদেশের বাইরে রয়েছেন শাকিব। একটি হত্যার মামলাতেও তাঁর নাম জড়িয়েছে। শাকিব চেয়েছিলেন দেশের মাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট খেলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিতে। কিন্তু বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এবং অন্তর্বর্তী সরকার আইনি নিরাপত্তার ব্যাপারে কোনও আশ্বাস না দেওয়ায় টেস্ট খেলতে দেশে ফেরেননি শাকিব। গত পাকিস্তান সুপার লিগে শেষ প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট খেলেছেন তিনি।এক সময় দুর্নীতি দমন কমিশনের সচেতনতা প্রচার দূত ছিলেন শাকিব। নিজেদের প্রাক্তন দূতের বিরুদ্ধেই আদালতে গিয়েছিল কমিশন। তাতেই আরও বিপদে পড়লেন ৩৮ বছরের ক্রিকেটার।

রামোসের গোল, ক্লাব বিশ্বকাপে আটকে গেল ইন্টার, ডর্টমুন্ড, ফিফার চিন্তা ফাঁকা দর্শকাসন

মঙ্গলবার রাতে ক্লাব বিশ্বকাপে দুই বড় দল আটকে গেল। গত বারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের রানার্স ইন্টার মিলান ১-১ ড্র করেছে মেক্সিকোর ক্লাব মন্টেরের বিরুদ্ধে। অন্য দিকে, বরুসিয়া ডর্টমুন্ড গোলশূন্য ড্র করেছে ব্রাজিলের ক্লাব ফ্লুমিনেন্সের বিরুদ্ধে। তবে জিতেছে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্লাব মামেলোডি সানডাউন্স এবং আর্জেন্টিনার রিভারপ্লেট।রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে এক সময় সুনামের সঙ্গে খেলেছেন সের্জিয়ো রামোস। তার পর বিভিন্ন ক্লাব ঘুরে তিনি এখন মন্টেরেতে। সেই রামোসই ইন্টারের বিরুদ্ধে এগিয়ে দিয়েছিলেন দলকে। তবে প্রথমার্ধেই সমতা ফেরান ইন্টারের লাউতারো মার্তিনেস। বাকি সময়ে চেষ্টা করেও গোল করতে পারেনি ইন্টার। দ্বিতীয়ার্ধে লাউতারোর একটি গোল অফসাইডের কারণে বাতিল হয়। এই ম্যাচেই ইন্টারের নতুন কোচ হিসাবে আত্মপ্রকাশ হল ক্রিশ্চিয়ান চিভুর। দলকে যদিও জেতাতে পারলেন না।মেটলাইফ স্টেডিয়ামে দর্শকাসনের অর্ধেক ফাঁকাই ছিল। যাঁরা ছিলেন, তাঁদের বেশির ভাগ সমর্থন করেছেন ফ্লুমিনেন্সকে। ডর্টমুন্ড সে ভাবে গোলের সুযোগই তৈরি করতে পারেনি। উল্টে ডর্টমুন্ডের গোলকিপার গ্রেগর কোবেল দু'-একটি সেভ না করলে ম্যাচটা হারতেও পারত জার্মানির ক্লাব। সানডাউন্স ১-০ গোলে হারিয়েছে জাপানের উলসান এইচডিকে। ৩৬ মিনিটে ম্যাচের একমাত্র গোল ইকরাম রেনার্সের। জাপানের আর এক ক্লাব উরাওয়া রেড ডায়মন্ডসও হেরেছে। রিভারপ্লেটের কাছে ১-৩ গোলে পর্যুদস্ত হয়েছে তারা। আর্জেন্টিনার ক্লাবের হয়ে গোল করেন ফাকুন্দো কোলিদিয়ো, ম্যাক্সিমিলিয়ানো মেজা এবং সেবাস্তিয়ান দ্রুইসি। গোলের সময় উরাওয়ার গোলরক্ষকের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় দ্রুইসির। যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে তুলে নিতে হয়। নবরূপে ক্লাব বিশ্বকাপ প্রথম বার আমেরিকায় আয়োজিত হলেও দর্শকদের সাড়া সে ভাবে মিলছে না। একাধিক ম্যাচে প্রচুর দর্শকাসন ফাঁকা থাকছে। লস অ্যাঞ্জেলেসে চেলসির ম্যাচে ৭১ হাজার দর্শকাসনের স্টেডিয়ামে হাজির ছিলেন মাত্র ২২ হাজার সমর্থক। চেলসির কোচ এনজো মারেস্কা বলেন, "অদ্ভুত পরিবেশে খেললাম। প্রায় ফাঁকা স্টেডিয়াম। তবে পেশাদার হিসাবে আমাদের মানিয়ে নিতেই হবে।"

CMYK

জাগরণ 19 June, 2025, Thursday আগরতলা ১৯ জুন, ২০২৫ ইং, ■ ৪ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

ত্রিপুরা রাজ্যে এখন একটা এডুকেশন হাব তৈরি করা হয়েছে : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন: শিক্ষা ক্ষেত্রে ত্রিপুরায় অনেক উন্নতি হয়েছে। এখন রাজ্যে প্রচুর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়েছে। ত্রিপুরার ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে এখন একটা এডুকেশন হাব তৈরি করা হয়েছে। রাজ্যে আরো নতুন ৩টি জেনারেল কলেজ গড়ে তোলা হবে। আজ হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে আয়োজিত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় শীর্ষ ১০ - স্থান অধিকারী ছাত্রছাত্রীকে সম্বর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও বিদ্যাজ্যোতি পরিচালিত স্কুলের কৃতি ছাত্রছাত্রীদের এই সম্মাননা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী তথা শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আজ এখানে ২০২৫ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় শীর্ষ ১০ - স্থান অধিকারী ছাত্রছাত্রীকে সম্বর্ধনা প্রদান করা হচ্ছে। আজ আমি সত্যিই আনন্দিত। এই ছাত্রছাত্রীদের জন্য ত্রিপুরাবাসী খুবই গর্বিত। আজ যারা ভালো ফলাফল করেছে আগামীদিনে তারাই ত্রিপুরার ভবিষ্যত। দেখা গেছে যেসকল ছাত্রছাত্রীরা ভালো ফল করেছে বাস্তব ক্ষেত্রেও তারা সফল হয়েছে। শুধু ত্রিপুরায় নয়, ভারতবর্ষে এমনকি বিদেশেও তারা স্থান করে নিয়েছে। আজ এখানে মোট ৮২ জনকে সম্বর্ধনা প্রদান করা হবে। এরমধ্যে টিবিএসই''র মাধ্যমিকে ২৫ জন ও উচ্চ মাধ্যমিকে ২০ জন এবং সিবিএসই''র বিদ্যাজ্যোতির অধীনে মাধ্যমিকে ২২ জন ও উচ্চ মাধ্যমিকে ১৫ জন। গত বছর বিদ্যাজ্যোতির ফলাফল নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু এবার অনেক ভালো ফলাফল হয়েছে। কোন কোন জায়গায় ঘাটতি বা ত্রুটি ছিল সেগুলি পূরণ করেই এবার সাফল্য এসেছে। যারা ভালো ফল করেছে আমি তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করছি।

বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শুধু পুঁথিগত বিদ্যা অর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। মানুষ আমাদের কাছ থেকে অনেক আশা করে সমাজের জন্য কাজ করার। তাই শুধু আত্মকেন্দ্রিক হলে চলবে না। রাজ্যে আগে শিক্ষা ক্ষেত্রে তেমন সুযোগ সুবিধা ছিল না। কিন্তু এখন ত্রিপুরায় প্রচুর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়েছে। মাদক মুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তুলতে ছাত্রছাত্রীদেরও বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হবে। এক্ষেত্রে সব জায়গায় তাদেরও সতর্ক নজর রাখতে হবে। পরীক্ষা সম্পর্কিত বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের চাপ কমানোর লক্ষ্যে "পরীক্ষা পে চর্চা" কার্যক্রম শুরু করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আর পড়াশুনার পাশাপাশি জীবন শৈলীর দিকেও নজর রাখতে হবে। পড়াশুনার সাথে সাথে খেলাধুলার প্রতিও নজর দিতে হবে। তথ্য দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ত্রিপুরায় শিক্ষা দপ্তর এনসিইআরটি পাঠক্রম চালু করেছে। বিভিন্ন স্কুলকে ইংলিশ মিডিয়ামে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

যান দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত পিতা-পুত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৮ জুন: বাচ্চা ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে গুরুতর আহত বাইক চালক ও বাইক আরোহী। ঘটনা উত্তর ত্রিপুরা জেলা ধর্মনগরে। একটি বাচ্চাকে দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে বাইক নিয়ে পড়ে আহত হল পিতা পুত্র। বাইক চালক লিটন দেবনাথ জানান, তার ছেলে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র নীলাঞ্জন দেবনাথকে নিয়ে আলগাপুর রোড দিয়ে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছিল। সেই সময় আলগাপুর রোডের একটি স্থানে হঠাৎ করে একটি বাচ্চা ছেলে রাস্তার মধ্যে এসে পড়ে। সেই মুহূর্তে তাকে বাঁচাতে গিয়ে বাইক চালক লিটন দেবনাথ তার ছেলেকে নিয়ে রাস্তায় পড়ে যায় এবং দুজনেই গুরুতর আহত হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা সেখানে এসে তাদেরকে উদ্ধার করে। পরবর্তীতে লিটন দেবনাথ ও ছেলে নীলাঞ্জন দেবনাথ ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে চলে আসেন। দুর্ঘটনার ফলে নীলাঞ্জনের বা হাত ভেঙ্গে যায়। নীলাঞ্জনের বাবা লিটন দেবনাথ সাংবাদিকদের মাধ্যমে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের অভিভাবক অভিভাবিকাদের উদ্দেশ্যে আবেদন করেন এভাবে ছোট ছেলেমেয়েদের রাস্তার মধ্যে যাতে না ছাড়া হয়।

দক্ষিণ পুলিনপুর স্কুলে শিক্ষক সংকট, ব্যাহত পঠনপাঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ জুন: তেলিয়ামুড়া বিদ্যালয় পরিদর্শকের অন্তর্গত দক্ষিণ পুলিনপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগে তীব্র শিক্ষক সংকট দেখা দিয়েছে। কাগজে-কলমে তিনজন শিক্ষক-শিক্ষিকা নিযুক্ত থাকলেও গ্রীষ্মকালীন ছুটির পর থেকে মাত্র একজন শিক্ষক দিয়ে কোনরকমে ক্লাস চলছে, যার ফলে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের শিক্ষার অধিকার ব্যাহত হচ্ছে।

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সম্প্রতি একজন শিক্ষিকাকে এই বিদ্যালয়ে পোস্টিং দেওয়া হলেও পরিস্থিতির বিশেষ উন্নতি হয়নি। বুধবার বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, একজন শিক্ষকই শিক্ষার্থীদের দেখাশোনা করা, ক্লাস পরিচালনা করা এবং মিড-ডে-মিল সামলানোর মতো সব কাজ একা হাতে করছেন।

এই পরিস্থিতিতে এলাকার শিক্ষানুরাগী মহল এবং অভিভাবক মহলে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন অংশের অভিভাবকেরা অবিলম্বে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। তাঁরা অভিযোগ করছেন, বারবার বিদ্যালয় পরিদর্শককে বিষয়টি জানানো হলেও কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। এমনকি গ্রামের প্রধান কল্পনা দাসও একাধিকবার এই বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছেন বলে জানা গেছে।

অভিভাবকদের আশঙ্কা, নিয়ম-কানুনের জটিলতার কারণে শিক্ষার্থীরা তাদের মৌলিক শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। দ্রুত এই সমস্যার সমাধান না হলে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হতে পারে।

ভোটার তালিকায় সংশোধনের ১৫ দিনের মধ্যে সচিত্র পরিচয়পত্র

নয়াদিল্লি, ১৮ জুন: ভোটারদের ছবি সহ পরিচয়পত্র দ্রুত সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য ভারতের নির্বাচন কমিশন একটি নতুন স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রক্রিয়া (এস.ও.পি.) চালু করেছে। এর মাধ্যমে ভোটার তালিকায় কোনো সংশোধন যেমন নতুন ভোটারের নাম অন্তর্ভুক্তি বা বিদ্যমান ভোটারের কোনো তথ্য পরিবর্তনের ১৫ দিনের মধ্যে এপিক বা পরিচয়পত্র সরবরাহ করা যাবে।

এই উদ্যোগটি নির্বাচন কমিশনের বিভিন্ন নাগরিকবান্ধব ব্যবস্থার অংশ, যা প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার এবং নির্বাচন কমিশনার ডঃ সুখবীর সিং সান্ধু ও ডঃ বিবেক জোশির তত্ত্বাবধানে গৃহীত হয়েছে।

নতুন ব্যবস্থার মাধ্যমে এপিক তৈরির প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে ডাক বিভাগের (ডি.ও.পি.) মাধ্যমে ভোটারের হাতে পৌঁছানো পর্যন্ত প্রতিটি ধাপ রিয়েল-টাইমে ট্র্যাক করা যাবে। ভোটাররা প্রতিটি পর্যায়ে এস.এম.এস.-এর মাধ্যমে তাদের এপিক-এর অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হবেন।

এই লক্ষ্যে, ভারতের নির্বাচন কমিশন তার সদ্য চালু করা ই.সি.আই.নেট, প্ল্যাটফর্মে একটি নির্দিষ্ট আইটি মডিউল সংযোজন করেছে। নতুন এই আইটি প্ল্যাটফর্ম বিদ্যমান প্রক্রিয়াকে প্রতিস্থাপন করে একটি পুনর্গঠিত এবং কার্যকর ওয়ার্কফ্লো নিশ্চিত করবে। এছাড়াও, ডাক বিভাগের অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস (এ.পি.আই.) ই.সি.আই.নেট.-এর সঙ্গে একীভূত করা হবে যাতে সরবরাহ প্রক্রিয়া আরও সহজ হয়। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল সেবার মান উন্নত করা এবং তথ্য সুরক্ষা বজায় রাখা। সমস্ত ভোটারকে দ্রুত এবং কার্যকর পরিষেবা প্রদান নির্বাচন কমিশনের একটি প্রধান অগ্রাধিকার। উল্লেখযোগ্য, গত চার মাসে কমিশন ভোটার ও সংশ্লিষ্টদের স্বার্থে একাধিক নতুন পদক্ষেপ নিয়েছে।

১৮'র পর থেকে রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার যথেষ্ট উন্নয়ন হয়েছেঃ ডক্টর সেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন: বুধবার বিজেপি সদর দপ্তরে বিজেপি ডক্টর সেলের রাজ্য সভাপতি ডক্টর সুশান্ত রায় স্বাস্থ্য পরিষেবার বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা তুলে ধরেন।

কিছুদিন পূর্বে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার একটি স্বাস্থ্য শিবিরে গিয়ে ২০১৮ সালের পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে বর্তমানে স্বাস্থ্য পরিষেবার অবনতি হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। আজ ডক্টর সুশান্ত রায় ২০১৮ সাল এবং বর্তমান স্বাস্থ্য পরিষেবার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন।তিনি তথ্য দিতে গিয়ে জানান সুপার স্পেশালিটি ব্লক ২০২২ সালের আগস্ট মাস থেকে ৯টি (সুপার স্পেশালিটি) বিভাগ অর্থাৎ কার্ডিওলজি, সিটিভিএস, নেফ্রোলজি, ইউরোলজি, প্লাস্টিক সার্জারি, নিউরোসার্জারি, জিএল সার্জারি, নিউরোলজি এবং গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজি নিয়ে কাজ শুরু করে। এজিএমসি এবং জিবিপি হাসপাতালে দুটি কিডনি প্রতিস্থাপন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। আইপিডি শয্যার সংখ্যা ৭২৭ থেকে বেড়ে ১৪১৩ হয়েছে। আইসিইউ শয্যার সংখ্যা ১১ থেকে বৃদ্ধি করে ২৩ করা হয়েছে।ডায়ালাইসিস ইউনিটের সংখ্যা ১২ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৯ হয়েছে। ২০১৮ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত পিজি আসন ২৫ থেকে বেড়ে ৮৯ হয়েছে। ২০১৮ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ইউজি আসন ১০০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৫০ হয়েছে।তিনি আরো বলেন, ২০১৮ সালের পর থেকে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবায় বিস্তর ফারাক এসেছে। উন্নয়ন হয়েছে স্বাস্থ্য পরিষেবার। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের বক্তব্যকে এদিন খন্ডন করেন ডক্টর সুশান্ত রায়।

অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১৮ জুন: ধলাই জেলার কমলপুরের বড়লুতমা ছড়ায় অজ্ঞাত পরিচয় এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ সেখান থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করেছে।বুধবার সাত সকালে কমলপুর -আমবাসা রাস্তার বড়লুতমা ছড়ায় এক অজ্ঞাত পরিচয় উপজাতি যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় বড়লুতমা গ্রামে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। ঘটনা কমলপুর মহকুমার কমলপুর - আমবাসা রাস্তার বড়লুতমা গ্রামের বড়লুতমা ব্রীজের নিচে। মৃতদেহে মুখে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। প্রাথমিক ধারণা করা হচ্ছে অন্য কোথাও কে বা কারা ওই যুবককে খুন করে এনে বড়লুতমা ছড়ায় ফলে যায়। অনুমান,ওই যুবকের মৃতদেহটি দুদিন পুরানো। খবর পেয়ে সালেমা থানার ওসি দীপক দাস, মহকুমার পুলিশ আধিকারিক সমুদ্র দেববর্মা, ফরেন্সিক টিম সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে ছড়া থেকে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ধলাই জেলার কুলাই হাসপাতালের মর্গে প্রেরণ করা হয়।বড়লুতমা গ্রামের বাসিন্দা সূর্যকান্ত সিনহা জানান, প্রতিদিনের ন্যায় বুধবার প্রাত ভ্রমনে বেড়িয়ে লুতমা ব্রীজের কাছে এসে ঘুরে ব্রীজের নিচে তাকাতে দেখা যায় একটি মৃতদেহ ছড়ার জলে ভাসছে। বিষয়টি চাউর হতে প্রচুর মানুষের ভিড় জমে। সালেমা থানার ওসিকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সহ ফরেন্সিক টিম আসেন ঘটনা তদন্ত করেন। সালেমা থানার ওসি দীপক দাস বলেন, থানায় খবর আসে কমলপুর -- আমবাসা রাস্তার লুতমা ব্রীজের নিচে একটি মৃতদেহ পাওয়া যায়। আমরা যথা সময়ে এসে দেখি ঘটনা সত্য। জেলার ফরেন্সিক টিম খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে। আমরা সাক্ষী রেখে মৃতদেহ উদ্ধার করি। মৃতদেহ অজ্ঞাত পরিচয় যুবক। আইন অনুযায়ী মৃতদেহ সনাক্ত করনের জন্য ধলাই জেলার কুলাই হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

খোয়াইয়ে মৎস্য চাষী ও প্রাণী পালকদের সঙ্গে দেখা করলেন মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৮ জুন: আজ খোয়াই জেলাতে দপ্তরের একাধিক কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকেন রাজ্যের প্রাণী সম্পদ এবং মৎস্য দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। বরাবরের মতো আজও খোয়াইতে নির্ধারিত কাজের পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় উদ্যোগী মৎস্য চাষী এবং প্রাণী পালকদের কাছে ছুটে যেতে দেখা গেছে মন্ত্রী সুধাংশু দাসকে। একই রকম ভাবে কল্যাণপুর আর ডি ব্লকের অন্তর্গত দক্ষিণ ঘিলাতলী গ্রাম পঞ্চায়েতের ছনখলা গ্রামে জয়গুরু হ্যাচারি পরিদর্শন করেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস।

এই পরিদর্শন কালে মন্ত্রী সংশ্লিষ্ট হ্যাচারীর কর্ণধার লাল চান সরকারের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন এবং এর পাশাপাশি আগামী দিনে দপ্তর লাল চান সরকার সহ অন্যান্য বিভিন্ন প্রকারের উদ্যোগী দের পাশে থাকবে বলে মন্ত্রী ছনখলায় দাঁড়িয়ে দাবি করেন।বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী এবং ত্রিপুরা বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়কে পাশে রেখে দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাসের স্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে রাজ্য সরকার রাজ্যকে মৎস্য উৎপাদনে এবং প্রাণী পালনে স্বয়ংবর করার জন্য উদ্যোগ জারি রেখেছে। তিনি আশাবাদী বিভিন্ন প্রকারের উদ্যোগীরা যখন সরকারকে সহায়তা করার মধ্য দিয়ে নিজেরা স্বনির্ভর হবে এবং সমাজকে পথ দেখাবে তখন একদিকে যেমন সমাজ বলিষ্ঠ হবে ঠিক এর পাশাপাশি মৎস্য চাষ সহ প্রাণী পালনে স্বয়ংবরতার স্বপ্ন পূরণ হবে।

বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান সফল, দাবি কিষাণ মোর্চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন: রাজ্যে সাফল্যমন্ডিত হয়েছে বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান কর্মসূচি। এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি কিষাণ মোর্চার পক্ষ থেকে এই দাবি করা হয়। কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী দেশব্যাপী শুরু হয়েছিল বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল আগামী খারিপ মৌসুমে দেশের খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করা। সেই মোতাবেক রাজ্যেও সফলতার সহিত সমাপ্ত হয়েছে বিকিশিত কৃষি সংকল্প অভিযান। বুধবার বিজেপি কিষান মোর্চার পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে এই দাবি করা হয়। নেতৃত্বরা আরো বলেন, মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে মন্ত্রী বিধায়ক এবং জনপ্রতিনিধিরা এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আইসিএআরের বিজ্ঞানী এবং কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরাও আধুনিক টেকনোলজির মাধ্যমে ফসল উৎপাদনের বিভিন্ন কৌশল কৃষকদের সম্মুখে তুলে ধরেছিলেন। বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান কর্মসূচি রাজ্যের কৃষকদের উৎসাহিত করেছে বলে দাবি করেন কিষাণ মোর্চার প্রদেশ সভাপতি রাজিব বরণ রায়। পাশাপাশি তিনি জানান আগামী ২৩ শে জুন ভারত কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির বলিদান দিবস উপলক্ষে ঐদিন থেকে ১৫ ই আগস্ট পর্যন্ত রাজ্যের প্রতিটি গ্রামে দশটি করে বৃক্ষরোপন করবে কিষাণ মোর্চা।

সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়লো চোর, উত্তম মধ্যম দিল স্থানীয়রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৮ জুন: সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়লো মুদি দোকানে চুরির ঘটনা। পুলিশের হাতে আটক কুখ্যাত চোর।

গোকুলনগর রাস্তারমাথা এলাকায় এক মুদি দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় পুলিশের হাতে আটক হল কুখ্যাত চোর। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার দুপুরে। জানাযায় রাস্তারমাথা কলেজের সামনে আগরতলা বিশালগড় সড়কের পাশে রাজু সাহা নামে এক ব্যবসায়ীর মুদি দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা সংঘটিত হয় মঙ্গলবার গভীর রাতে। বুধবার সকালে দোকান খুলে চুরির ঘটনা দেখতে পায় দোকান মালিক।

খবর পেয়ে বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। দোকানে লাগানো সিসিটিভি ক্যামেরায় চুরির ঘটনা দেখতে পেয়ে চোরকে সনাক্ত করে দোকান মালিক সহ স্থানীয়রা।পরবর্তী রাস্তারমাথা এলাকা থেকে চোরকে আটক করে ব্যবসায়ী সহ স্থানীয়রা। পরবর্তী সময়ে অভিযুক্ত চোরকে উত্তম মাধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। রাতের আঁধারে চোর দোকানের পেছন দিকের টিনের বেড়া কেটে দোকানে প্রবেশ করে দোকান থেকে আনুমানিক ২৫ হাজার টাকার সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যায়। জানাযায় প্রতিনিয়ত নেশার টাকার জোগাড় করতে এই সমস্ত চুরির ঘটনা সংঘটিত করছে চোরের দল।

অভিভাবকদের দায়িত্ব ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়মুখী করা: মন্ত্রী বিকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন: সঠিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে একটি শিক্ষা সচেতন সমাজ ও মানব সম্পদ তৈরি করা যায়। একজন সুশিক্ষিত মানুষই একটি সুশিক্ষিত সমাজ গঠন করতে পারেন। তাই প্রত্যেক অভিভাবকের দায়িত্ব ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়মুখী করা। আজ বেলবাড়ি ব্লকে জন্মেজয়নগর দ্বাদশ শ্রণি বিদ্যালয়ের ৫০ আসন বিশিষ্ট জনজাতি বালিকা ছাত্রাবাস নির্মাণে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা একথা বলেন। তিনি বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠানেও অংশ নেন।

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানের সাথে সাথে জিরানীয়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে ধরতি আবা জনভাগিদারি অভিযানের অঙ্গ হিসেবে সচেতনতামূলক ও প্রশাসনিক শিবিরেরও আয়োজন করা হয়। এই শিবিরে ৩০০ জন জনজাতি অংশের মানুষের মধ্যে এসটি, পিআরটিসি, ম্যারেজ সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়। জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী দুজনের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে সার্টিফিকেট তুলে দেন। তিনি বলেন, এই অভিযানের মাধ্যমে জনজাতি অংশের নাগরিকদের বিভিন্ন শংসাপত্র পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সুযোগ গ্রহণের জন্য তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এই বিদ্যালয়ে ছাত্রীবাসটি অনেক বছর ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। নতুন ছাত্রীবাস নির্মাণের উদ্যোগ রাজ্য সরকারের শিক্ষা পরিকাঠামো উন্নয়নেরই অঙ্গ। তিনি বলেন, শুধু পরিকাঠামোর উন্নয়ন করলেই চলবে না। প্রতিটি জনজাতি ছাত্রছাত্রীকে এই সুযোগ গ্রহণ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিশেষ অতিথি এমডিসি গণেশ দেববর্মা। তিনি বলেন, ছাত্রীবাসটি নির্মাণের জন্য জনজাতি কল্যাণ দপ্তর থেকে ৩ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ছাত্রীবাস নির্মাণের কাজ সময়মত শেষ করার জন্য তিনি আহ্বান জানান। বক্তব্য রাখেন জিরানীয়া মহকুমার অতিরিক্ত মহকুমা শাসক অনিমেষ ধর। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জিরানীয়া মহকুমা কল্যাণ আধিকারিক অরজিৎ দেববর্মা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খুমুলুঙ সাব জোনালের চেয়ারম্যান ত্রিপেশ দেববর্মা, জন্মেজয়নগর ভিলেজের ভাইস চেয়ারম্যান সুনীল দেববর্মা, সমাজসেবী নির্মল দেববর্মা প্রমুখ।

বাইখোড়া ইস্কন মন্দিরে প্রভুজীর বিরুদ্ধে অপপ্রচারের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ১৮ জুন: বাইখোড়া ইস্কন পরিচালিত জগন্নাথ জিউ মন্দিরের প্রভুজীর বিরুদ্ধে অপপ্রচারের বিরুদ্ধে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

বিগত কিছুদিন যাবৎ সামাজিক মাধ্যমে কৃতিময় আসলং নামে এক যুবক নিজ ফেইজবুক আইডি থেকে বাইখোড়া ইস্কন পরিচালিত জগন্নাথ জিউ মন্দিরে প্রভু জি করুনেশ্বর মাধবদাসের নামে বিভিন্নপ্রকাররের অপপ্রচার চালিয়েযাচ্ছে। এরইমধ্যে সামাজিক মাধ্যম ছারাও কিছু সংখ্যক সংবাদপত্র বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ইস্কনের ত্রিপুরারাজ্যোর প্রধান পুরহিত প্রেমাদত্ত দাসকে দিয়ে কিছু মন্তব্য লিখিয়ে প্রকাশ করা হয়। এই মন্তব্যগুলি ভিত্তিহীন বলে নিজেই সংবাদমাধ্যমের সন্মুখিন হয়ে জানালেন প্রধান পুরহিত প্রেমাদত্ত দাস।

বুধবার তিনি বাইখোড়াস্থিত ইস্কন পরিচালিত জগন্নাথ জিউ মন্দিরে বসে লিখিত আকারে জানান দেন ও সংবাদ মাধ্যমের সন্মুখিন হয়ে জানান উনাকে ভুলবুঝিয়ে কৃতিময় আসলং এই কাজকরেছেন তারজন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। আজকের সাংবাদিক সন্মেলনে তিনি জানান বাইখোড়া ইস্কন পরিচালিত জগন্নাথ জিউ মন্দিরের প্রভু করুনেশ্বর মাধব দাস একজন সৎ ব্যক্তি তিনি সত্য নিষ্ঠার সহিত মন্দিরে ভগবানের সেবাকরেযাচ্ছেন। বিগত কিছুবছর পূর্বে বাইখোড়া থানাসংলগ্ন এলাকায় জগন্নাথ মন্দির জরাজির্ন অবস্থায় ছিলো। এই মন্দিরের দায়িত্বে দেওয়াহয় ইস্কনকে। ইস্কনকে দায়িত্ব দেওয়ারপর মন্দিরের দায়িত্বে আসে প্রভু করুনেশ্বর মাধব দাস। প্রভুর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গাড়ি ভর্তি নেশাসামগ্রী আটক করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৮ জুন: কৈলাসহর থানার পুলিশ একটি গাড়ি আটক করে অবৈধভাবে নিয়ে আসা প্রচুর পরিমাণ বিড়ি আটক করেছে। কৈলাসহর চিনিবাগান নাকা পয়েন্টে একটি বিড়ি বোঝাই গাড়ি আটক করে কৈলাসহর থানার পুলিশ। এ ব্যাপারে কৈলাসহর থানার ওসি সুকান্ত সেন চৌধুরী সংবাদ মাধ্যমকে জানান, বুধবার দুপুর বেলা কৈলাসহর থানার পুলিশ এবং ট্রাফিক পুলিশ মিলে চিনিবাগান নাকা পয়েন্ট এলাকায় বিভিন্ন যানবাহনের উপর চেকিং চালাচ্ছিল।

তখন ধর্মনগরের দিক থেকে কৈলাসহরগামী টিআর ০২-এল- ১৫৯০ নম্বরের একটি বোলেরো পিকআপ ভ্যান আসলে সেই গাড়িটিকে দাঁড় করায় পুলিশ। গাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ দেখতে পায় সেই গাড়ির ভেতর ৩৪ কার্টুন বিড়ি রয়েছে। পাশাপাশি আলুর বস্তা দিয়ে সেই কার্টুনগুলি ঢাকা ছিল। পরবর্তী সময় সেই গাড়িটিকে থানায় নিয়ে আসা হয়। বর্তমানে গাড়িটি থানার হেফাজতে রয়েছে, সেই বিড়িগুলির বাজার মূল্য আনুমানিক ১৫ থেকে ১৬ লক্ষ টাকা হবে বলেও সংবাদমাধ্যমকে জানান ওসি।

পাশাপাশি তিনি আরও জানান, প্রত্যেকটি কার্টুনের মধ্যে ৪২০০০ বিড়ি রয়েছে। গিয়াস উদ্দিন নামে সেই গাড়ির চালককে আটক করেছে পুলিশ। যার বাড়ি ইরানি থানার অধীনে পূর্ব ইয়াজিখাওরা এলাকায় তার পিতার নাম রুপ আলী। সেই বিড়িগুলি পাচার করার উদ্দেশ্যে আনা হয়েছে কিনা সেই বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে কৈলাসহর থানার পুলিশ।

বুনিয়াদী শিক্ষা অধিকারের অধীনে নবনিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ কর্মশালার সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন।। বুনিয়াদী শিক্ষা অধিকারের উদ্যোগে এই প্রথমবারের মত ২২৪ জন নবনিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আজ থেকে আয়োজিত হচ্ছে 'গুরু দক্ষতা' শীর্ষক তিন দিবসীয় প্রশিক্ষণ কর্মশালা। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালার মধ্য দিয়ে সম্প্রতি ১৬ জুন, চাকুরিতে যোগদানকারী ৬৩ জন ইউ জি টি এবং ১৬১ জন জি টি শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরকে বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক এবং ব্যবস্থাপনার বিষয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলা হবে।

১৮ জুন থেকে ২০ জুন অবধি চলা,

তিনদিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী পর্বে উপস্থিত ছিলেন বুনিয়াদী শিক্ষা অধিকারের অধিকর্তা এন সি শর্মা, সমগ্র শিক্ষা মিশনের যুগ্ম রাজ্য প্রকল্প অধিকর্তা উৎপল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন : দীর্ঘদিন ধরে হরিণমারার রাস্তা বেহাল দশায় পরিণত হয়ে রয়েছে। বহুবার কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। বাধ্য হয়ে রাস্তা সংস্কারের দাবিতে আজ আমবাসা কমলপুর রাস্তা অবরোধে বসেন কুলাই বাজারে হরিণমাড়া এলাকার লোকজন। এদিকে, অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। তাতে, যাত্রীদের ভীষণ ভোগান্তির শিকার হতে হয়েছে।

এলাকাবাসী জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে হরিণমারার রাস্তা বেহাল দশায় পরিণত হয়ে রয়েছে। বহুবার কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। গত কয়েকদিন আগে এলাকার একটি বাড়িতে আগুন লেগে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কিন্তু রাস্তার বেহাল দশার কারণে ওই বাড়িতে অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর কর্মীরা পৌঁছতে দশ মিনিটের পরিবর্তে ১ ঘন্টা সময় নেয়। এইসব রাস্তার সমস্যা সহ পানীয় জলের সমস্যা সুরাহার দাবীতে আমবাসা কমলপুর রাস্তা অবরোধ করে হরিণ মারা এলাকার অবরোধকারীরা।

এদিকে, অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। তাতে, যাত্রীদের ভীষণ ভোগান্তির শিকার হতে হয়েছে। এদিকে, খবর পেয়ে পুলিশ এবং দপ্তরের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে। তাঁরা অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন এনং অতিসত্বর সমস্যা সমাধান করা হবে বলে আশ্বস্ত করেন। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে পথ অবরোধ মুক্ত করে দেন এলাকাবাসী।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas